www.AmarIslam.com

সনজরী পাবলিকেশন প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

সনজরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

কাসীদা-এ নু'মান ● ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহঃ)

www.AmarIslam.com

কসীদা-ই নু'মান

ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহঃ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) রচিত অনন্য নাতে রাসূল কাসিদায়ে নু'মান
মূল : ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি
ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ২৮ আগস্ট ২০১০, ২০ রমযান ১৪৩১, ১৩ ভাদ্র ১৪১৭

মূল্য : ১৬০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Kasida Numan, By: Imam Azam Abu Hanifa (Ra.). Translated By: Muhammad Nizamuddin. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 160/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি নিয়ে তাঁর প্রশংসা ও জীবন চরিত তুলে ধরেছেন যুগে যুগে রাসূল প্রেমিক অনেক মনীষী। আরবী ভাষার ইমাম শরফুদ্দীন বুসীরীর রচিত বহুল প্রচলিত কাসীদা-ই বুরদা তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনবিদ, ইলমে ফিকাহের উদ্ভাবক ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত কাসীদাও আরবী ভাষায় রচিত রাসূল প্রশস্তিমূলক দীর্ঘ কবিতাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা। যা 'কাসীদা-ই নু'মান' নামে সর্বাধিক পরিচিত। এ কাসীদায় ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে যে চমৎকার শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করেছেন তা বর্ণনাতীত। এ কাসীদায় তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সব শব্দ দ্বারা আহবান করেছেন যা পাঠ করলে ঈমান সতেজ হয়। বিশেষ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত মু'জিযা এ কাসীদায় বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে প্রিয় নবীর দরবারে নিজ আকুতি প্রকাশ করেছেন। 'কাসীদা-ই নু'মান' আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কাসীদাটি সর্বপ্রথম ঢাকাস্থ গাউসুল আযম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী ২০০০ সালে প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে এ কাসীদার একাধিক কাব্যনুবাদও প্রকাশ হয়। কাসীদাটির অর্থ ও ভাব সঠিকভাবে বুঝতে এটার সরল অনুবাদের সাথে কুরআন-হাদিসের আলোকে প্রামাণ্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। কাসীদাটি আমরা দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। পূর্বের সংস্করণের মতো এটা পাঠক সমাদৃত হবে এ আশা রইল।

অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কারো কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানিয়ে ধন্য করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন॥

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ইমাম আযম আবু হানীফা : জীবন ও কর্ম

ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলিম বিশ্বের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম। তিনি ছিলেন একাধারে সমস্ত ফকীহ ও মুজতাহিদ্‌দের ইমাম, বিজ্ঞ হাদিসবেত্তাদের সম্মানিত উস্তাদ ও সূফীয়ায়ে কেরামের পেশওয়া। বস্তুত নুবূয়ত ও সাহাবীয়াতের মহান মর্যাদাদ্বয়ের পর একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার গুণাবলী ও মহত্ত্ব হতে পারে তিনি ঐ সমস্তের প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিলেন। বরং এসব গুণাবলীতে সকলের জন্য তিনি পথ প্রদর্শকও।

ইমাম আযম ইসলামী ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে যে সব মৌলিক নীতিমালা (উসূল) প্রণয়ন করেছেন তা উম্মতে মুহাম্মদীর বেশি সংখ্যক লোক মেনে নিয়েছেন। আর ফিকহী হানাফী'র অনুসারী (মুকাল্লিদ) হওয়াকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করতেন। অগণিত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও সূফী দরবেশ তাঁর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস ও দার্শনিক তাঁর 'উসূল' (নীতিমালা) এর ভিত্তিতে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে দুই তৃতীয়াংশের বেশি মুসলমান 'ফিকহী হানাফী' মোতাবেক নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ইবাদতবন্দেগী করে যাচ্ছেন।

জন্ম ও বংশ

ইমাম আযমের বংশ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে খতীব বাগদাদী তাঁর বংশ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করেন আর বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত অপবাদ খণ্ডন করার প্রয়াস পান। অনেক ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, ইমাম সাহেবের দাদা 'যওতী' গোলাম ছিলেন। অথচ খতীব বাগদাদী ইমাম সাহেবের পৌত্র ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেবের দাদা (যওতী) আদৌ গোলাম ছিলেন না। ইসমাঈল তাঁর বর্ণনায় এটা বিশেষভাবে বলেছেন যে, 'আমরা গোলাম নই এবং কখনো গোলাম ছিলাম না।'[১] খতীব বাগদাদীর এসব বর্ণনা পরবর্তী মুহাক্কিক্বগণের সবাই মেনে নিয়েছেন।[২] যওতী সম্পর্কে এটা নিশ্চিতভাবে জানা

১. খতীব বাগদাদী (ওফাত : ৪৬৩) : তারীখে বাগদাদ, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২৬
২. ইবনে হাজর আস্‌কালানী : তাহযীব, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাইনি যে, তিনি কোন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তবে এটা বলা যায় যে, তিনি পারস্য অঞ্চলের কোন এক শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ঐ যুগে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব পড়লে অনেক সম্ভ্রান্ত গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর গোত্রের সমস্ত লোক তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলে তিনি পারস্য ত্যাগ করে কুফায় হিজরত করেন। এ সময় কুফা ছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা। একদা যওতী আমীরুল মুমিনীনের খেদ্‌মতে মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ ফালুদা নিয়ে উপস্থিত হন, যা খলীফা বেশ পছন্দ করতেন। ইমাম সাহেবের বুযর্গ পিতা 'সাবিত' রাহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি কুফায় জন্ম গ্রহণ করলে, যওতী শিশুকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খেদমতে নিয়ে যান। তিনি স্বস্নেহে শিশুর কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত এই গোত্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।[৩]

ইমাম আযমের জন্ম তারিখ নিয়ে কয়েকটি মত দেখা যায়। যথা- ৬০হিঃ/৬৭৯খ্রিঃ, ৬১হিঃ/৬৮০খ্রিঃ, ৭০হিঃ/৬৮৯খ্রিঃ। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০ হিজরী ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে আল্লামা যাহিদ আল কাওসারী বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্ম তারিখ ৭০/৬৮৯ সালকে প্রাধান্য দেন।[৪]

ইমাম আযমের প্রকৃত নাম 'নু'মান' আর কুনিয়াত হলো আবু হানীফা। আবু হানীফা'র অর্থ হলো সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদ থেকে বিমুখ হয়ে সঠিক দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণকারী। এ অর্থে এ কুনিয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। হানীফা নামে তাঁর কোন কন্যা সন্তান ছিলো না। তাঁর নু'মান নামের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী বলেন- 'নু'মান' অভিধানে ঐ রক্তকে বলে যা দ্বারা শরীরের সমস্ত পাঁজর অটুট থাকে। এবং যা দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ সতেজ থাকে। আর তেমনি ইমাম আযমের পবিত্র ব্যক্তিত্ব ইসলামের মেরুদন্ড এবং ইবাদত ও মুআমিলাত (সামাজিক রীতি-নীতি) এর সমস্ত বিধি-বিধানের জন্য আত্মা স্বরূপ। 'নু'মান' এর দ্বিতীয় অর্থ হলো- লাল ও সুগন্ধময় ঘাস। যেহেতু তাঁর সুচিন্তিত ইজতিহাদ ও গবেষণায় ফিকাহ ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে সুগন্ধির মতো ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

৩. পূর্বোক্ত
৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইফাবা প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ১৭২
৫. ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী : আল হায়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা : ৪৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আযম সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী

ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্মের বহু বছর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালামের সুসংবাদ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইরশাদ করেন, 'আমরা হুযুর আলাইহি সালামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সূরা জুমা অবতীর্ণ হলো। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরার 'وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ' (ওয়া আখিরীনা মিন্‌হুম লাম্‌মা ইয়াল হাক্কু বিহিম[৬] অর্থাৎ তাঁদের অন্যান্য জনও যাঁরা এখনও তাঁদের সাথে মিলিত হয়নি), আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলো হুযুর ! এ অন্যান্যরা কারা, যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয়নি ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দানে নিরবতা পালন করলেন। যখন বারবার এ প্রশ্ন করা হয় তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর কাঁধে তাঁর পবিত্র হাত মোবারক রেখে ইরশাদ ফরমালেন-

﴿لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاءِ﴾

যদি ঈমান (দ্বীন) সুরাইরা নক্ষত্রের নিকটেও অবস্থিত হয় তবে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তা অবশ্যই হস্তগত করে নিবে।'[৭]

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী হাফেয সুয়ূতীর ছাত্রদের বরাতে লিখেছেন যে, আমাদের উস্তাদ (সুয়ূতী) দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে, এ হাদিস দ্বারা ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ইমাম আযমের যুগে পারস্যবাসীদের কেউই তাঁর ইল্‌মী যোগ্যতার ধারে কাছে ঘেষতে পরেনি। বরং তাঁর মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় তো স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের সমতুল্য যোগ্যতাও কেউ অর্জন করতে পারেনি।[৮]

ইমাম আযম হুযূর আলাইহিস্ সালামের উক্ত গৌরাবান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আরেফ-ই কামেল সৈয়দ আলী হাজভীরির বর্ণিত ঘটনা থেকে বুঝা যায়। তিনি ইরশাদ করেন, হযরত ইয়াহ্‌য়া বিন ম'আয রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, আমি একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

৬. সূরা জুমা, আয়াত নং ৩
৭. বোখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৭২৭
৮. ইবনে আহমদ মক্কী, মানাকিবে ইমাম আ'যম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৫৯০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বপ্নে দেখলাম। তখন আমি আরজ করলাম, হুযূর! আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? ইরশাদ ফরমালেন 'ইন্‌দা ইল্‌মে আবী হানীফাহ্' অর্থাৎ আবু হানীফার জ্ঞান সমুদ্রে তালাশ করো।[৯]

শিক্ষা ও অধ্যাপনা

ইমাম আযম প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পর পৈত্রিক ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। যেহেতু তিনি একটি ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে যে কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এর নিদর্শন তাঁর উজ্জ্বল চেহারায় ফুটে উঠতো। তাঁর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পেছনে একটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। একদিন ইমাম আযম কুফার প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা শাবীর বাড়ীর নিকট দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ইমাম শাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটল। তিনি তাঁর চেহারায় সৌভাগ্যের নিদর্শন চমকাতে দেখলে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইমাম আযম বললেন, বাজারে যাচ্ছি। এতে ইমাম শাবী বলেন, তুমি কি কারো নিকট শিক্ষা গ্রহণ করো না? ইমাম আযম না বাচক উত্তর দিলেন। তখন ইমাম শাবী বলেন, আমি তোমার মধ্যে ইল্‌ম হাসিলের যোগ্যতা লক্ষ্য করছি। তুমি ওলামাদের সাহচর্য গ্রহণ কর। এ উপদেশ ইমাম আযমের অন্তরে রেখাপাত করল। তাই তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইল্‌ম হাসিলের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[১০]

তিনি প্রথমে ইলমে কালাম তথা আক্বাঈদ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এ শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের পর খোদাদ্রোহী ইসলাম বিদ্বেষী তাগুতি অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের অপতৎপরতা কঠোরভাবে দমন করেন এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল পতাকাকে সমুন্নত করেন। মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ ও বাতুলতার প্রতিরোধে ঐতিহসিক ভূমিকা পালন করার কিছু কাল পর তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হলো যে, দ্বীন সম্পর্কে সাহাবীদের থেকে অধিক জ্ঞানী কে হতে পারে? এতদসত্ত্বেও এ পুতঃপবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ জবরিয়া, কদরিয়া প্রভৃতি বাতিল দল-উপদলের দোর্দণ্ড প্রতাপের প্রাক্কালে শুধুমাত্র তাঁদের বিরোধিতায় দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাদের চিন্তাধারায় বেশীরভাগ কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্বাহ্‌র মাসাঈলের দিকে ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপর থেকেই ইমাম আযম এ সব বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে কুরআন-

[৯]. আলী হাজবীয়ি দাতাগঞ্জে বখশ : কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা : ২২৪
[১০]. ইবনে আহমদ মক্কী : মানাক্বিব, পৃষ্ঠা : ৫৯০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নাহর আলোকে ইলমে ফিকহ্‌র গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন কুফার খ্যাতনামা ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (ওফাত : ১২০/৭৩৭) এর শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়মিত যোগাদান করেন।[১১]

চরিতকারগণ ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উস্তাদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এক দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেছেন। আল-মক্কী তাঁর *'মানাক্বিব-ই ইমাম আযম'* গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাফ্‌সের সূত্রে তাঁর (ইমাম আযমের) চার হাজার উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন।[১২] মূলত ইমাম আযম ছিলেন একজন তাবিঈ (ইবনে নাদীম, পৃ. ১০১)। ইবনে সাদ তাঁকে তাবিঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (মৃ-৯৩) কে দেখেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (ওফাত : ৮৭), সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (ওফাত : ৯১) ও আবূত্ তুফায়ল আমির ইবনে ওয়াছিলা (ওফাত : ১০২) প্রমুখ সাহাবীদের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১৩]

ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উস্তাদদের তালিকায় সাতজন সাহাবী এবং তিরানব্বইজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাবেঈদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম যায়দ্ ইবনে আলী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাকীর, ইমাম জাফর আস সাদিক, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হিশাম ইবনে উরওয়া, নাফি, ইকরামা এবং আমীর ইবনে শুরাহ্‌বীল প্রমুখ।[১৪] তবে ফিকাহ্‌শাস্ত্রে তাঁর প্রধান শিক্ষক হলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান। ইমাম হাম্মাদের ছাত্রদের মধ্যে হিফজ ও মেধা শক্তির দিক দিয়ে ইমাম আযমের মতো কেউ ছিল না বিধায় ইমাম আযম তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ ও সহপাঠি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। ফলে হাম্মাদের ইন্তেকালের পর সকলে ইমাম আযমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এক বছর কাল তিনি তাঁর শিক্ষক হাম্মাদের শিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং সমসাময়িক যুগে ইসলামী আইনশাস্ত্রের অনন্য সাধারণ ইমাম ও ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন।[১৫]

[১১]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৫৫
[১২]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৫৬
[১৩]. ইসলামী বিশ্বকোষ : ইফাবা প্রকাশিত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৯
[১৪]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫৯
[১৫]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ছাত্র সংখ্যাও গণনাতীত। ইসলামী শরীয়তের ইমামদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য ছাত্রসংখ্যা এবং তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়ের ছাত্র কারো মধ্যে দেখা যায় না। ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত : ১৮২/৭৮৯), ইমাম যুফার (ওফাত : ১৫৮/৭৭৪) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (ওফাত : ১৮৯/৮৪), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলূবী (ওফাত : ২০৪ হিজরি) প্রমুখ তাঁর সে সব কৃতিত্বপূর্ণ সুযোগ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা অসীম ত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে হানাফী ফিকাহকে পৃথিবীর সর্বত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং ইমাম আযমের শিক্ষাকে এমনভাবে প্রচার-প্রসার করেছেন যে, আজ পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক এ ফিকহী মতবাদ অনুযায়ী নিজেদের ইবাদত-বন্দেগী ও পার্থিব জীবন পরিচালনা করেন। তাঁর উপরোক্ত চারজন ছাত্রকে হানাফী মাযহাবের চার স্তম্ভ বলা হয়।

এখানে তাঁর বিখ্যাত দু'জন ছাত্রের জীবন চরিতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১. কাযী আবু ইউসুফ

তাঁর প্রকৃত নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্‌রাহীম আল আন্‌সারী। জন্ম ১১৩হিঃ/৭৩১খ্রিঃ এবং ওফাত ১৮২হিঃ/৭৯৮খ্রিঃ। তিনি ইবনে আবী লায়লা'র নিকট ফিক্বাহশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন এবং কিছুকাল তাঁর সাথে অতিবাহিত করেন। অতঃপর ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শিক্ষা মজলিসে শরীক হন এবং তাঁর যোগ্যতম ছাত্রদের মধ্যে গণ্য হন। প্রধানত তাঁরই মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হানাফী মাযহাব প্রচারিত হয়। কাযী আবূ ইউসুফ তাঁর বক্তৃতাবলী স্বীয় ছাত্রদের দ্বারা লিখে নেয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে এবং আজও পৃথিবীতে টিকে আছে, তা হলো *'কিতাবুল খারাজ'*। এটা খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট একখানা পত্র আকারে রচিত পুস্তক। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থটা হলো 'ইখ্‌তিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইব্‌ন আবী লায়লা'। যা তাঁর দু'উস্তাদ ইমাম আযম ও ইবনে আবী লায়লার মধ্যকার মতবিরোধ এবং উহা হতে উদ্ভুত পরস্পর বিরোধী ফায়সালাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

খলীফা মেহেদীর খিলাফতকালে ইমাম আবু ইউসুফ কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলিফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সমগ্র আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি বলেন যে, ইমাম আবু হানীফার বরকত এতোই মহান ছিলো যে, তিনি আমাদের জন্য দ্বীন দুনিয়ার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।[১৬]

২. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (জন্ম : ১৩২/৭৪৯ ও ওফাত : ১৮৯/৮০৪)

শায়বানী মুসলিম আইন জগতের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানী। কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী শহর ওয়াসিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শায়বানী যে প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন ছোটবেলা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর স্মৃতি শক্তিও ছিল প্রখর। ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শিক্ষা মজলিসে তিনি ভর্তি হতে গেলে ইমাম আযম প্রথমে তাঁকে কুরআন হিফয্ করতে বলেন। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফয্ করে নেন। এভাবে ইমাম মুহাম্মদ চার বছরকাল ইমাম আযমের সান্নিধ্যে ইলমে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আযমের ইন্তিকালের পর ইমাম আবু ইউসুফের নিকট ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। মদিনায় গিয়ে ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের নিকটও তিনি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই আইন সম্পর্কিত। তাঁর আগে কেউ এতো ব্যাপকভাবে এ বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করেন নি। প্রায় প্রতিটি পুস্তকেই তিনি আইন সম্পর্কীয় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ইসলামী আইনের গঠনমূলক পর্যায়ে তাঁর মতো এতো ব্যাপকভাবে কেউ কাজ করেন নি এবং এ জন্যই তাঁর পুস্তকাবলী আইনের ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল কবীর, যিয়াদাত, আল-মাবসূত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৭] পাশ্চাত্য লেখক হান্স কার্সও ইমাম মুহাম্মদকে আন্তর্জাতিক আইন বিজ্ঞানের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেন।[১৮] ইমাম আযমের মায্‌হাবের শিক্ষাধারা বেশীরভাগই ইমাম মুহাম্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আযমের বুদ্ধিমত্তা

ইমাম আযম অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। যে কোন জটিল কঠিন বিষয়কে তিনি খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কুরআন, হাদিস ও যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি এমনই সমাধান প্রদান করতেন যে, যার পরে

---

১৬. শায়খ মুহাম্মদ আবু যোহরা, হায়াতে হযরত ইমাম আবু হানীফা (উর্দূ সংস্করণ), ই'তিকাদ পাবলিকেশন্স, নয়া দিল্লি (১৯৮৭), পৃষ্ঠা : ১৭৩

১৭. গোলাম রাসূল সা'ঈদী : তায্‌কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, লাহোর (১৯৭৭), পৃষ্ঠা : ১৩৮

১৮. আবূ জাফর : মুসলিম আইন জগতের অনন্য সাধারণ প্রতিভা; শায়বানী, ইফাবা- ১৯৮০, পৃষ্ঠা : ১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর কথা কলার অবকাশ থাকতো না। এ ব্যাপারে ফিকহী হানাফী'র প্রতিটি উসূল ও মাসআলা তো উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে; তদুপরি তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় এমন সব কঠিন সমস্যা ও মাসআলার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন- যা তাঁর সমসাময়িক বড় বড় জ্ঞানীরা পর্যন্ত সমাধান দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। এমন সব ফতোয়ার সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি ফতোয়ার উল্লেখ করা গেল।

একদিন ইমাম আযম ইমাম সুফীয়ান সওরী এবং কাজী আবী লায়লাসহ এক বৈঠকে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক লোক একটি মাসআলা পেশ করলেন যে, কয়েকজন লোক এক স্থানে বসা ছিলো, হঠাৎ একটি সর্প এক ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সে ভীত হয়ে সাপটিকে ছুঁড়ে মারলে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সেও প্রথম ব্যক্তির মতো লাফ মারলে সাপ তৃতীয় ব্যক্তির উপর পড়লো। তৃতীয় ব্যক্তিও দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো লাফ মারলে, চতুর্থ ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সাপটি চতুর্থ ব্যক্তির গায়ে পড়ে তাকে দংশন করলো। তৎক্ষণাৎ সে মারা গেল। এখন প্রশ্ন হলো মৃত চতুর্থ ব্যক্তির দিয়ত (মৃত্যুপণ) কে আদায় করবে?

বিভিন্নজন নানা উত্তর প্রদান করলেন। কোনটাই সন্তোষজনক না হওয়ায় গৃহীত হলো না। অবশেষে ইমাম আযম বললেন, এ দেখুন! প্রথম ব্যক্তি থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর সাপটা পড়াতে সে অপরাধী হল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফ মেরে আত্মরক্ষা করতে সাপটি তৃতীয় ব্যক্তির উপর পড়লো। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি অপরাধ মুক্ত হয়ে গেলো। এভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরাও নিরপরাধ। তবে শেষ ব্যক্তির ব্যাপারে দু'টি কথা। যদি সাপটি ছুড়ে মারার সাথে সাথে সাপে কামড়ায় এবং সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শেষ ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আর যদি কিছুক্ষণ পরে কামড়ায়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণের দায় হতে রেহায় পাবে। কারণ মৃত ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাবার সময় পেয়েও চেষ্টা করেনি। অতএব তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইমাম সাহেবের এ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সবাইকে মুগ্ধ করল।[১৯]

ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদিন এক ব্যক্তি রাগতস্বরে তালাকের শপথ করে আপন স্ত্রীকে বলল যে, আমি ঐ সময় পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা না বলবে। উত্তরে স্ত্রীও শপথ করে বলল যে, আমিও আপনার সাথে ঐ সময় পর্যন্ত কথা বলবো না, যতক্ষণ আপনি আমার সাথে কথা না বলবেন। তখনকার আলিমগণ

[১৯]. সাদেক শিবলী জামান : ইমাম আবু হানিফা, ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৯৮

ফতোয়া দিলেন যে, তাদের মধ্যে যেই কথা বলুক শপথ ভঙ্গ হবে এবং তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আযমের নিকট এ সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে তিনি বললেন, যাও গিয়ে আপন স্ত্রীর সাথে কথা বলো। এতে অসুবিধা নেই। ইমাম আযমের এ ফতোয়া শুনে সুফিয়ান সাওরী বললেন, জনাব! আপনি হারামকে হালাল করলেন কি করে? ইমাম আযম এবার ব্যাখ্যা দিতে আরাম্ভ করলেন, বললেন- স্বামী শপথ করেছিল যে, সে স্ত্রীর কথা বলার পূর্বে কথা বলবে না। এটা শ্রবণে তার স্ত্রীও এভাবে শপথ করলেন। আর যখন শপথ করলেন এতে স্ত্রী আপন স্বামীর সাথে কথা বলেই শপথ করলেন। আর যখন স্বামী তার সাথে কথা বলবে তখন এ কথা স্ত্রীর পরেই হবে। কেননা স্ত্রী শপথ করে এর পূর্বে প্রথমেই কথা বলে ফেলল। আর যখন স্ত্রী কথা বলবে তখন ঐ কথা স্বামীর কথার পরে হবে। সুতরাং তাদের উভয়ের মধ্যে শপথ ভঙ্গ হলো না। এটা শ্রবণে ইমাম সুফিয়ান সওরী নিরুত্তর হয়ে গেলেন।[২০]

ইমাম আযমের এলাকায় এক শিয়া বাস করত। সে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইয়াহুদী বলতো। তার একজন বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল। তার জন্য সে পাত্র খুঁজছিলো। একদিন ইমাম আযম তাকে গিয়ে বললো, তুমি নাকি তোমার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছো ? একটি ভাল ছেলে পাওয়া গেছে, ছেলেটি যেমন শরীফ খান্দানী, তেমনি সম্পদশালী, সাথে সাথে সে অত্যন্ত পরহেযগার, হাফেযে কুরআন। শিয়া লোকটি বল্‌লো, তাহলে এই ছেলেটি ঠিক করে দিন। এমন সৎপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? ইমাম আযম বললেন, কিন্তু ভাই একটি কথা, ধর্মতঃ সে ইয়াহুদী। একথা শুনে শিয়া লোকটি খুব রাগান্বিত হলো। বললো, কী আশ্চর্য! এত বড় একজন ইমাম হয়ে একজন ইয়াহুদীর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বলছেন? ইমাম আযম বললেন, তাতে কি? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তো ইয়াহুদীর কাছে নিজ কন্যা বিবাহ দিয়েছেন, তাও আবার একজন নয়, একে একে দু'জন। তিনি যদি তা করতে পারেন তবে তোমার আপত্তি কিসের? আল্লাহর কী অপার রহমত! এতটুকু কথায় শিয়া লোকটির চেতনা ফিরে আসলো। সে তওবা করে ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করলো।

একদিন ইমাম আযমের নিকট জনৈক শত্রু এসে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে, যে বেহেশতের আশা ও দোযখের ভয় রাখে না এবং আল্লাহকেও ভয় করে না, মৃত ভক্ষণ করে, রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে, না দেখে সাক্ষী দেয়, সত্য পছন্দ করে না, ফিতনাকে ভালবাসে, রহমত থেকে

[২০]. গোলাম রাসূল সা'ঈদী : তায্‌কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, লাহোর (১৯৭৭), পৃষ্ঠা : ৫৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পালায়, ইয়াহুদী-নাসারাকে সত্যায়িত করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফতোয়া বা রায় কী?

অতঃপর ইমাম আযম তাঁর শিষ্যদেরকে সম্বোধন করে বললেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? তাঁরা উত্তরে বললেন, সে অত্যন্ত খারাপ লোক, কারণ এ ধরনের আচরণ কাফিরদের মধ্যেই থাকে। এটা শুনে ইমাম আযম হেসে বললেন, না ঠিক নহে, বরং সে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু ও প্রকৃত মুমিন, এতে সবাই আশ্চর্যান্বিত হলো। আর ইমাম আযম ঐ প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এর সঠিক উত্তর দিই, তুমি আমার দুর্নাম করা থেকে বিরত থাকবে কী? সে বলল, হ্যাঁ হুযুর, আমি ওয়াদা করলাম। তখন ইমাম আযম উত্তর বলতে আরাম্ভ করলেন ঃ

১. লোকটি বেহেশতের আশা রাখে না, সে বেহেশতের মালিকের আশা রাখে

২. দোযখের ভয় রাখে না, কিন্তু দোযখের মালিককে ভয় করে।

৩. আল্লাহকে ভয় করে না মানে আল্লাহ তাঁর প্রতি জুলুম করবেনা বলে ভয় রাখে না।

৪. মৃত খায় অর্থাৎ সে মাছ খায়।

৫. রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে মানে সে জানাযার নামায পড়ে।

৬. না দেখে সাক্ষী দেয় মানে সে আল্লাহকে না দেখে সাক্ষী দেয়।

৭. সত্যকে পছন্দ করে না মানে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে পছন্দ করে না, করণ সে জীবিত থাকলে আল্লাহর খুব বেশী ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে।

৮. ফিৎনাকে ভালবাসে মানে সে সম্পদ এবং সন্তানকে ভালবাসে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সম্পদ ও সন্তানকে 'ফিতনা' বলেছেন।

৯. আল্লাহর রহমত হতে পালায় মানে বৃষ্টি থেকে পালায়।

১০. ইয়াহুদী ও নাসারাকে সত্যায়িত করে অর্থাৎ তাদের কথা কুরআনের ভাষায়ঃ 'وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ' (ইহুদীরা বলে নাসারা কোন ধর্মের উপর নেই এবং নাসারারা বলে ইয়াহুদীরা কোন ধর্মের উপর নেই)। লোকটি এ কথার প্রতি সত্যায়িত করে।

এ সঠিক উত্তর শুনে প্রশ্নকারী শত্রু লোকটি তখনই দাঁড়িয়ে ইমাম আযমের মস্তক চুম্বন পূর্বক শপথ করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় সত্যের উপর আছেন।[২১] এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে এতো অধিক ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন

[২১]. হায়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা : ৮৪

www.AmarIslam.com

যে, বড় কঠিন মাসআলা যা কেউ বলতে পারে না, তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে তা বলে দিতেন। আরও প্রমাণিত হলো যে, তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের কথা শত্রুরাও মেনে নিত।

ইমাম আযমের স্বভাব-চরিত্র

ইমাম আযম জ্ঞান-গরিমায় যেমন যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনি উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়েও ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ হারুনুর রশীদের দরবারে আপন উস্তাদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, 'একদিন খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আযমের চরিত্র বর্ণনা করতে ইমাম আবূ ইউসূফকে অনুরোধ করলেন । তখন তিনি বললেন, 'আমার সম্মানিত উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মুক্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থেকে চিন্তা করতেন। যদি কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করত আর যদি তিনি তা জানতেন তবে উত্তর দিতেন। নতুবা চুপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কারো নিকট নিজের কোন প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন না। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতেন। দুনিয়ার জাঁক-জমক ও ইজ্জত-সম্মানকে তুচ্ছ মনে করতেন। গীবত থেকে মুক্ত থাকতেন, কারো আলোচনা হলে তার উত্তম দিকগুলো বর্ণনা করতেন। সম্পদের মত ইল্ম বিতরণ করতেও খুব আগ্রহী ছিলেন।' খলীফা হারুনুর রশীদ এ সমস্ত শুনে বললেন, নেককার ও উত্তম লোকদের এ চরিত্র হয়ে থাকে। আর আপন কেরানীকে তা লিখে রাখতে বললেন এবং আপন সন্তানকে তা স্মরণ রাখতে বললেন।[২২]

ইমাম আবু ইউসুফ আরো বললেন, ইমাম আযম যদি কাউকে কোন কিছু দান করতেন আর গ্রহীতা এতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি দুঃখভরে বলতেন- কৃতজ্ঞতার একমাত্র হকদার আল্লাহ্ই। যার দেয়া সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছি, এতে আমার কি বিশেষত্ব থাকতে পারে? ইমাম আবু ইউসুফ ইরশাদ করেন- ইমাম আযম পুরো বছর আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ নিজেই বহন করতেন। একদিন আমি বললাম, হুযুর! আপনার মতো দানশীল লোক আমি দেখিনি।' এতে তিনি বললেন, 'তুমি আমার উস্তাদ হাম্মাদকে দেখনি, অন্যথায় এমন কখনো বলতে না।'[২৩]

[২২]. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ৫৪

[২৩]. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদিন ইমাম আযম বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে এক ব্যক্তি লুকিয়ে গেলো। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে লুকিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, লোকটি বললো, হুযুর! আপনার কাছ থেকে দশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলাম, অভাবের কারণে তা আজও পরিশোধ করতে পারিনি বিধায় লজ্জায় লুকিয়ে পড়েছি। তার কথায় ইমাম আযমের অন্তরে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হলো যে, তার সমুদয় ধারকৃত টাকা মাফ করে দেন।' ইমাম রাযী লিখেছেন যে, একদিন ইমাম আযম কোথায় যাচ্ছিলেন, রাস্তা ছিলো কাদায় পরিপূর্ণ। পথিমধ্যে তাঁর পদাঘাতে রাস্তার কাদা এক ব্যক্তির ঘরের দেয়ালে গিয়ে লাগলো। এতে তিনি ভাবলেন যে, যদি কাদা তুলে নিয়ে দেয়াল পরিস্কার করা হয় দেয়ালের মাটি ক্ষয় হবে আর যদি এমনিভাবে ছেড়েও দেয়া হয় তবে এক ব্যক্তির দেয়াল আবর্জনা করার সমতুল্য। এখন কি করা যায়, এ চিন্তায় তিনি মগ্ন। এমন সময় ঘরের মালিক বেরিয়ে আসলো। ঘটনাক্রমে লোকটি ছিলো ইয়াহুদী আর হুযুরের কর্জগ্রস্থ। হুযুরকে দেখে সে ভাবলো হয়তো হুযুর টাকা দাবি করতে এসেছেন। ফলে সে হুযুরের নিকট কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। এতে হুযুর বললেন যে, কর্জের কথা ছেড়ে দাও, আমি তো চিন্তা করছি তোমার দেয়াল কি করে পরিস্কার করতে পারি। কাঁদা পরিস্কার করলে তোমার দেয়ালের ক্ষতি হয় আর না করলে অপরিস্কার থেকে যায়। ইমাম সাহেবের এ কথা শুনে ইয়াহুদী বলে উঠলো, হুযুর! দেয়াল পরে পরিস্কার করা যাবে, প্রথমে কলেমা পড়িয়ে আমার অন্তর পরিস্কার করে দিন।[২৪]

ইমাম আযম পার্থিব জীবন-যাত্রায় কত সততার ও নির্মম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, নিম্নের দু'টি ঘটনা সহজে আমরা বুঝতে পারি।

একদিন ইমাম আযমের নিকট জনৈক মহিলা মূল্যবান একটি রেশমী শাড়ী বিক্রয়ের জন্য আনেন, ইমাম সাহেব মূল্য জিজ্ঞেসা করলে মহিলাটি বলল, ১০০ দিরহাম। প্রকৃত মূল্য স্ত্রী লোকটির জানা ছিল লা। অথচ ইমাম আযম তাকে বললেন- এ কাপড়ের মূল্য তা অপেক্ষা অনেক বেশি। মহিলাটি বলল, তাহলে আমাকে দু'শত দিরহাম দিন। ইমাম আযম বললেন, আমি এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম দিব। এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন বুঝি? ইমাম আযম বললেন, উপহাস নয়। অতঃপর ইমাম আযম এটা পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ উচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন।

[২৪]. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ৫৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আযম বসরা দেশীয় একব্যক্তির সাথে অংশীদারে ব্যবসা করতেন। একদিন ইমাম আযম সত্তরটি কাপড়ের থান তাঁর বন্ধুর নিকট পাঠালেন এবং সাথে চিঠির দ্বারা একথাও বলে দিলেন যে, অমুক কাপড়ে কিছু ত্রুটি রয়েছে, তুমি বিক্রয়কালে ক্রেতাকে এটা অবহিত করিয়ে দিবে, যাতে ক্রেতার ক্ষতি না হয়।

কিন্তু বিক্রয়কালে ঐ অংশীদার বন্ধু ক্রেতাকে কাপড়ের ত্রুটির কথা বলতে ভুলে যায় আর ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে উক্ত কাপড় বিক্রি করে দেন। এ কথা জানতে পেরে ইমাম আযম ঐ ত্রিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।[২৫]

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-ব্যবহার, লেনদেন সর্বক্ষেত্রে ইমাম আযম অত্যন্ত খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। মক্কী বিন ইব্রাহীম বলেন যে, আমি কুফাবাসীর মধ্যে আবু হানীফার চেয়ে অন্য কাউকে অধিক খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ দেখিনি। খোদাভীতির মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হারাম বস্তু থেকে এটুকু পরিমাণ বিরত থাকতেন যে, কোন কোন সময় সন্দেহের কারণে অনেক হালাল সম্পদকেও পরিত্যাগ করতেন। তাঁর তাক্ওয়ার পরিপূর্ণতার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কখনো কোন খলিফা বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।[২৬]

ইমাম আযম তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন- আমার মাসিক খোরাকী দু'দিরহামের বেশী নয়। কখনো ছাতু আর কখনো রুটি আমার খাদ্য। ভোগ-বিলাসের জন্য নয় বরং আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের উপকার ও আত্মসম্মান রক্ষার মানসেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। একস্থানে তিনি বলছেন যে, তাদের অর্থাৎ আমীর-ওমরাদের প্রতি হাত প্রসারিত করতে হবে বলে আমার ভয় না হতো, তবে আমি আমার কাছে এক দিরহামও রাখতাম না।[২৭]

বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের জন্য তিনি কিছু দৈনিক খরচ বরাদ্দ রাখতেন। উলামা ও মুহাদ্দিসদের জন্য তাঁর ব্যবাসায়ের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ছিল। যার মুনাফা বছরান্তে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া কতো। গরীব ছাত্রদের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করতেন এবং অভাবী মনে হলে খুব বদান্যতার সাথে তার অভাব মোচন করতেন।[২৮]

[২৫]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৭
[২৬]. পূর্বোক্ত
[২৭]. পূর্বোক্ত
[২৮]. পূর্বোক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আযমকে সৎ-প্রকৃতির সাথে সাথে সুন্দর আকৃতিও দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির ও সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট। তিনি সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন। তিনি খুব বেশি অতর ব্যবহার করতেন। আলাপ-আলোচনায় তিনি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন।[২৯]

ইবাদত ও রিয়াযত

আল্লামা যাহাবী বলেন, ইমাম আযমের নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা ও পুরো রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকার ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাতে খোদাভীতিতে এতো বেশী ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পড়তো। ফযল বিন ওয়াকীল বলেন, আমি তাবেঈদের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ন্যায় এতো খোদাভীতি নিয়ে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। প্রার্থনাকালে আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার রং সবুজ আকার ধারণ করতো। পবিত্র রমযানে দিবারাত্রি এক খতম কুরআন আদায় করতেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। প্রতি রাকাতে এক খতম কুরআন শরীফ আদায় করেছেন। উপরন্তু তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন।[৩০]

ইমাম আযম ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

ইমাম আযমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানবিকতার একটি সমন্বিত রূপ। উমাইয়া ও আব্বাসীয়া রাজত্বকালে মুসলিম সমাজে ধণতান্ত্রিক সামজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্র এবং সাফল্যজনক অগ্রগতির সন্ধিক্ষণে নির্ভীক ইমাম আযম যুক্তি তর্কের হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় বাস্তব জীবনে সমাজ দেহের বিকৃতির এ অবণতির ধারা রোধ করতে ব্যর্থ হলেও ইমাম আযম ন্যায় ও সত্যের মশাল দীর্ঘকাল ধরে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইমাম আযমের অভিমত হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিভূ হিসেবে রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অপরিহার্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধানসমূহ চিরন্তন ও চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। খিলাফত সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট। বিজ্ঞজনদের (আহ্লু'র রায়-এর) সঙ্গে পরামর্শ ও

[২৯]. পূর্বোক্ত
[৩০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭

www.AmarIslam.com

জনগণের স্বাধীন সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হবেন। শক্তি বলে ক্ষমতা দখল করে পরবর্তীতে জবরদস্তী করে জনগণের সম্মতি আদায় করাকে তিনি অবৈধ ও অনৈসলামিক পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। খলীফা মন্সুরের সম্মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর খিলাফত সম্পর্কে তিনি নিঃসংকোচে এ রূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম আযমের মতে, পদ মর্যাদার দিক হতে প্রধান বিচারপতির স্থান রাষ্ট্রপ্রধানের অব্যবহতি পরেই; রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিকে বিশেষ বিশেষ কারণে অপসারণ করতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি স্বীয় পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। বিচারকের রায় রাষ্ট্রপ্রধান মেনে চলতে বাধ্য। খলিফা যদি জনগণের অধিকার খর্ব করে, তবে খলিফার আদালতের রায় মেনে নিতে বাধ্য করার মতো শক্তি এবং সামর্থ বিচারপতির থাকতে হবে। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে বিচারপতির এরূপ স্বাধীনতা ছিলনা বলেই ইমাম আযম আব্বাসীয়দের অধীনে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণে এগিয়ে যাননি। তিনি প্রয়োজনে চাবুকাঘাত সহ্য করলেন তবুও ইসলামী আদালতকে অবমাননা করেন নি।

উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসীয় শাসকগণ উমাইয়া বংশীয়দেরকে অকাতরে হত্যা করতে থাকেন। ইমাম আযম এ হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আব্বাসী খলিফা মনসুর ইমাম আযমকে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে আব্বাসী সালতানাতের পক্ষে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বিভিন্ন অজুহাতে ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে ইমাম আযমকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে কয়েদখানায় বন্দী করে চাকুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। কয়েদখানায় তাঁকে দিনের পর দিন কোন খাদ্য এবং পানীয় না দিয়ে ভুখা ও পিপাসার্ত রাখা হতো। পিপাসায় জর্জরিত করে জনগণের অলক্ষ্যে ক্রমশ তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হয়। অবশেষে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়। তবুও সত্য ও ন্যায়ের শার্দুল ইমাম আযম ক্ষণিকের জন্যও অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেননি। সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডাকে চির সমুন্নত করে রেখে গেছেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতা যুগে যুগে সত্যের সৈনিকদেরকে অত্যাচারী শাসক ও শোষকদের সামনে সত্য কথা বলতে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।[৩১]

[৩১]. শামসুল আলম : ইমলামী রাষ্ট্র, ইফাবা, (১৯৯৫), পৃষ্ঠা : ৮৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রচনাবলী

ইমাম আযমের যুগে গ্রন্থ রচনা ও লিপিবদ্ধ করণের তেমন প্রচলন গড়ে উঠেনি। সাধারণত লোকেরা মুখস্ত করতে অভ্যস্ত ছিল। বেশীর বেশী শিক্ষকের বক্তব্য নোট করে রাখা হত। এ জন্য ইমাম আযমের রচনাবলীর সংখ্যা তেমন বেশী দেখা যায় না। তবুও ইমাম আযমের নিম্নোক্ত রচনাবলী সুধী সমাজে বেশ সমাদৃত লাভ করেছে। যেমন-

১. কিতাবুত তালিম ওয়াল মুতাআল্লিম ঃ এটা আকাঈদ ও উপদেশাবলী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আর শিক্ষকের জবাব-এ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. কিতাবুল ওয়াসায়া ঃ ইমাম আযম বিভিন্ন সময়ে তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে যে উপদেশ দেন তা 'আল ওয়াসায়া' নামে পরিচিত। 'কিতাবুল ওয়াসায়া'তে তাঁর উক্তসব উপদেশমালা সংকলন করা হয়েছে।

৩. আল-ফিক্বহুল আকবর ঃ এটা ইসলামী আক্বীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরবর্তী আলিমগণ এটার বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেন। মোল্লা কালী ক্বারী (ওফাত : ১০১৪/১৬০৫) রচিত ভাষ্যটি সমধিক প্রসিদ্ধ। মিসর ও অন্যান্য দেশে এটা বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।

৪. রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা উসমান আল-বাত্তী (উসমান আল-বাত্তীকে লিখিত চিঠি) এ চিঠিতে ইমাম আযম মার্জিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন।

৫. ইমাম আযম যে সকল হাদিসের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর শাগরিদ ও পরবর্তী হানাফী ফক্বীহ্গণ এগুলোর বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। এ সকল সংকলন 'মুসনাদু আবী হানীফা' নামে পরিচিত।

৬. আল মাকসুদ- যা সারফ শাস্ত্রের উপর লিখিত।

৭. কাসীদাতুন নুমান- যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় লিখিত কাসীদা।[৩২]

ইমাম আযম ও ইল্‌মে ফিক্‌হ

ইমাম আযম সমগ্র মুসলিম জাহানের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম। দ্বীনে ইসলাম তথা শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীতে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যেমন- لَوْ كَانَ الدِّيْنَ عِنْدَ الثُّرَيَّا

[৩২]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ইফাবা, ৩৬১-৩৬২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ فَارِسَ- 'লাউ কানাদ্দীনা ইন্‌দাছ ছুরাইয়্যা লা-তানাওয়ালাহু রিজালুম মিনাল ফারিছ'[৩৩] অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রের নিকটেও চলে যায়, তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক ওখান থেকে দ্বীন (ইসলাম) কে অর্জন করবে। হাদিস বিশারদগণ ইমাম আযমকেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গৌরান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। হাদিসবেত্তাগণ ইমাম আযমকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গৌরান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত করণের দু'টি কারণ ব্যক্ত করেন। প্রথমত উক্ত হাদিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দ্বীনে ইসলাম' সুরাইয়্যা নক্ষত্রের নিকট চলে যাওয়া দ্বারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, অনেক অনৈসলামিক মতবাদ ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করত মানুষ দ্বীন ইসলামের সঠিক ও স্বচ্ছ আদর্শ নীতি থেকে দূরে অবস্থান করবে। তাই আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, ইমাম আযম এমন এক দুর্দিনে সত্যের মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন, যখন বহুজাতি ও দেশের তাহযীব-তামাদ্দুনের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তা'ছাড়া মুসলিম সমাজের মধ্যে গ্রীক দর্শনের বহুল প্রসারের ফলে ইসলামী চিন্তাধারায় অনেক তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনায় অনেক অনৈসলামিক মতবাদ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইসলামের এহেন দুর্দিনে ইমাম আযমের আবির্ভাব সত্যিই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীর বাস্তবতা। দ্বিতীয়ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পারস্য দেশীয় হবে বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এ দিক দিয়েও ইমাম আযম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির দলে পড়েন, কারণ তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে ফিকাহশাস্ত্রের বিকাশ বরং তা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল। কোন সমস্যা দেখা দিলে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করে সমাধান করে নিতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের যুগে ইলমে ফিক্‌হ-এর প্রয়োজনীয়তাও তেমন অনুভব হয়নি। উমাইয়া শাসনামল থেকে যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং অনারব জাতির সংমিশ্রণে ইসলামে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে, তখন এ সকল উদ্ভূত নবতর সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে

[৩৩]. আত- তারীখুল কবীর, ৯/২৯, হাদিস: ৩৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার দরুন সামজের ন্যায়-নীতি বিঘ্নিত হওয়ার মারাত্মক আশংকা সৃষ্টি হয়। এভাবে দিন দিন বিভিন্ন বাতিল মতবাদ ও ফিতন-ফ্যাসাদ বেড়ে যাওয়ায় সময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং যুগের চাহিদা মাফিক ইমাম আযম, তাঁর ছাত্র ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ একটি দল গঠন করে 'ইলমে ফিক্‌হ' এর 'উসূলুল কাওয়ানীন' বা ফিক্‌হ-এর নীতিমালার বিভিন্ন ধারা-উপধারা প্রণয়নে এগিয়ে আসেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত নীতিমালা ও কায়দাসমূহের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদ ফিক্‌হশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন। তাই ইমাম আযম ইলমে ফিকহ-এর প্রথম স্থপতি ও প্রবর্তনকারী হিসেবে বিশ্বের দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন। আর এজন্য তাঁকে 'ইমাম আযম' তথা ইমামকুলের শিরোমণিরূপে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ফিক্‌হশাস্ত্র বাদ দিলে যেমন মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না; তদ্রুপ ইমাম আযমকে বাদ দিয়ে ফিকহশাস্ত্রের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এক কাথায় বলতে গেলে, ফিক্‌হশাস্ত্রের অপর নাম আবু হানীফা এবং আবু হানীফার দ্বিতীয় নাম 'ইলমে ফিক্‌হ'।[৩৪]

'ইলমে ফিক্‌হ'য় বা ইসলমী আইনশাস্ত্রে ইমাম আযমের অবদান ইমামগণের উপর কতটুকু ছিল তা তাঁদের বাণী থেকে সহজে জানতে পারি। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী যথার্থ বলেছেন- 'সকল মানুষ (ইমাম মুজতাহিদ সবাই) ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তানস্বরূপ।' ইমাম শাফেয়ী আরো বলেছেন- 'যদি কোন ব্যক্তি ইলমে ফিকাহ এর মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাঁর শিষ্যগণের সান্নিধ্য অবশ্যই গ্রহণ করে। একদিন ইমাম শাফেয়ী তাঁর উস্তাদ ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছেন? তদুত্তরে ইমাম মালেক বলেন, 'হ্যাঁ, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যদি তিনি তোমার সাথে এ স্তম্ভের ব্যাপারে একে স্বর্ণ বলে দাবি করেন, তবে তিনি (আবু হানীফা) যুক্তি তর্কে বিজয়ী হবেন।' ইমাম মালেকের উক্তি দ্বারা ইমাম আযমের অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার কথা সহজে অনুমেয়।

ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ফিক্‌হই আসল ফিক্‌হ। ইমাম

[৩৪]. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, (ইফাবা-১৯৮৮), পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৭

জুরজানি বলেছেন, 'যদি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মত একজন জ্ঞানী থাকতেন, তবে তারা কখনো ইয়াহুদী এবং নাসারা হতো না। অবশ্যই হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত।' ইমাম আলাউদ্দীন খাচকফী দুর্‌রে মুখতারের মোকাদ্দমায় ইমাম আযম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন- 'এ আলোচনার সার কথা হল যে, ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু পবিত্র কুরআনের পরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মহান মুজিযা স্বরূপ।' এমন কি এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও ইমাম মাহদী উভয়েই ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযহাব অনুযায়ী বিধি-বিধান জারি করবেন।[৩৫] যা হোক, ইমাম আযমের ফযিলত এবং জ্ঞানের ব্যাপকতা সারা দুনিয়ার ইমাম ও মুজতাহিদগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম আযমের অসাধাণ পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহর অনুশীলনে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা,গভীর জ্ঞান ও পরিশীলিত যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে একটি বিধিবদ্ধ আইনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারকের মতে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যে অনবদ্য অবদান রেখে গেছে, উক্ত শাস্ত্রের পাঠকদেরকে তা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর মায্‌হাবকে ব্যক্তিগত মত (রায়) ভিত্তিক বলে অমূলক ধারণা পোষণ করেন। অথচ 'কিতাবুস সিয়ানা' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের সংকলিত মাসআলার সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের উপরে। ইসলামী জীবনধারার বিভিন্ন দিক-ইবাদত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প, রাজস্ব, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত এক বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের সমাধানে তাঁর অভিমতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী আইন সংকলনের ব্যাপারে তিনি যে পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা ছিল খুবই ব্যাপক এবং দূরূহ। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাত শতাধিক শাগ্‌রিদদের মধ্য হতে চল্লিশজনের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ গঠন করেন, যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (ওফাত : ১৮২/৭৯৮),ইমাম যুফর (ওফাত : ১৫৮/৭৭৪), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (ওফাত : ১৮৯/৮০৪), ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক এর ন্যায় প্রসিদ্ধ

[৩৫]. সাওয়ানেখ- ই ইমাম আ'যম, আবুল হাসান যায়েদ ফারুকী, দিল্লি, (১৯৯১)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্ ও আইনবিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতের সাথে তাঁর শাগরিদদের মতামত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী আইন চর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে ত্রিশ বছর যাবত ইসলামী শরীয়া আইনের সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধকরণ (Codification) এর কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়া ও আইন সংক্রান্ত অভিমত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিলো এবং তাঁর ফাতওয়াসমূহ সাথে সাথেই সর্বমহলে প্রচারিত হয়ে যেতো। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে বিধিবদ্ধ ও সংকলিত ইসলামী শরীয়া আইন মুসলিম জগতের অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগৃহীত হয়।[৩৬]

ইমাম আযমের শাগ্‌রিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফের 'ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনে আবী লায়লা, আর রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযাঈ এবং কিতাবুল খারাজ আর ইমাম মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী রচিত 'আল-মাবসূত, আল-জামিউস সাগীর, আল-জামিউল কবীর, আস-সিয়ারুল কবীর, আস-সিয়ারুস সাগীর ও অন্যান্য গ্রন্থ ইমাম আযম আবু হানীফার আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য মৌলিক উৎস। ইমাম আযমের অনুসারীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে ইমাম আযমকে সহজেই অনুমান করা যায়। সামগ্রিক বিচারে ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ফিকহী চিন্তাভাবনা তৎকালীন কুফার অন্যান্য ফকীহদের চিন্তাভাবনা হতে অনেক উন্নত ছিল। তিনি আইনের উৎস নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের সমসাময়িক ধরণ-পদ্ধতির তাত্ত্বিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ইসলামী আইনের প্রয়োগিক বিধি-বিধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছিলেন।[৩৭]

ইমাম আযম সরকারী কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকার কারণে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারা কুরআন,সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস-এ চতুর্বিদ দলীলের ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রয়োগিক বিচার বিশ্লেষণে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ছিল। সর্বোপরি উহা ছিল অধিকতর বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সমসাময়িককালের অন্যান্য ফকীহ্ ফিকহী বিষয়াদিতে রায় ও কিয়াসকে যতটুকু স্থান দিয়েছেন, তিনিও ততটুকুই গুরুত্ব দিতেন এবং খবর-ই আহাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকাল হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম

[৩৬]. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশ ও ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
[৩৭]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমাজে প্রচলিত কোন আকীদা পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। ইমাম আযমের অবিস্মরণীয় অবদান হলো, তিনি ইসলামী আইনের চারটি মৌলিক সূত্র নির্ধারণ করেন- কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা এবং কিয়াস। এতদব্যতীত তিনি 'ইসতিহ্সান' কেও পঞ্চম সূত্র হিসেবে গণ্য করেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি শাব্দিক ব্যাখ্যার অনুসারী জাহিরী সম্প্রদায় এবং নিছক যুক্তিবাদের অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের তুলনায় একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। কুরআনের 'মুহ্কাম' আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত মৌলিক নীতির আলোকে এবং প্রামাণ্য হাদিসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা নিরীক্ষায় তিনি অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। পরস্পর বিরোধী হাদিসের ক্ষেত্রে যেই হাদিসটির মর্ম সর্বদিক দিয়ে যুক্তি-সংগত বিবেচিত হত তিনি সেইটি গ্রহণ করতেন। বিরোধীয় বা বিতর্কিত সকল হাদিস পরিত্যাগ করে তিনি নতুন কোন অভিমত গ্রহণ করতেন না। সাহাবীদের মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করতেন। এটার কারণ সম্পর্কে তিনি বলতেন- 'স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সাহাবীরা এটা শুনবার সম্ভবনা রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তিনি সকল ব্যক্তিগত অভিমতের উপর সাহাবীদের অভিমতের প্রাধান্য দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসের মর্মানুযায়ী বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে 'কিয়াস-ই জালী' বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অধিক সমীচীন মনে করতেন। এটা উসূলের পরিভাষায় 'ইস্‌তিহসান' বলা হয়।[৩৮]

ইমাম আযম উপরোক্ত নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে ফিক্বহশাস্ত্রকে গতিময়, যুগোপযোগী এবং যেকোন যুগের যেকোন পরিস্থিতির মুকাবিলা ও সমস্যার সমাধানে উপযোগী অবলম্বন ও সূত্র হিসেবে বিকশিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ফিকহশাস্ত্রে কোন কোন প্রাচীন বিধি-বিধান পরিহার করে তাতে তাঁর নিজস্ব মত সংযোজন করেছেন। খতীব-বাগদাদী (ওফাত : ৪৬৩/১০৭১) এসব বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভাষ্যকাররূপে পরিগণিত হন। এরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা তার নিজস্ব উক্তি, অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি এবং তাঁর সংকলিত ফিকহ হতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। শরঈ আইন সংক্রান্ত তাঁর প্রত্যেকটি অভিমত ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস যে কুরআন ও হাদিস প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ তাঁদের বহুগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রমাণ করেছেন। ইমাম আযমের সংকলিত ফিকহ্ মুসলিম বিশ্বের আব্বাসীয় যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সামদৃত হয়ে আসছে। এটার অন্যতম

[৩৮]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামী সমাজের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা এবং জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কুরআর, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে একটি উদার বিবেক বুদ্ধিসম্মত মধ্যম পন্থা অবলম্বিত হয়েছে। আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শগত মতপার্থক্য জনিত অনৈক্য, বিশৃংখলা ও সংঘাত হতে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে রক্ষায় এটার সফলতা অনস্বীকার্য। ফলে বর্তমান বিশ্বে তাঁর প্রবর্তিত ফিকহ ও মায্হাবের অনুসারীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ। এখানে ফিক্হ-ই হানফীর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। যেমন-

১. হানাফী ফিক্হর মাসাআলাসমূহ তত্ত্ব-তথ্য, হিকমত ও কল্যাণকারিতার উপর ভিত্তিকৃত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ মাযহাবানুযায়ী শরীয়তের আহকাম-মাসআলাসমূহ নিছক 'তাআব্বুদী' বা দয়ানুগ। এতে কোন তত্ত্ব-তথ্য ও কল্যাণকারিতা নেই। যেমন- তাঁরা বলে থাকেন, মদ্যপান, ফাসেকী ও ফাজেরী ইত্যাদি শুধু এ জন্যই হারাম যে, শরীয়ত প্রবর্তক ঐগুলোকে নিষেধ করেছেন। অন্যথায় মৌলিকভাবে এ সকল কাজ প্রশংসানীয় ও নিন্দনীয় কোনটাই নহে।

কিন্তু ইমাম আযম ও তাঁর অনুসারী ইমাম প্রমুখের মতে, শরীয়তের সমুদয় আহকাম 'মুসলিহাত' বা কল্যাণকারিতার উপর ভিত্তিকৃত। যেমন- নামাযের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী 'إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ' অর্থাৎ নামায অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হতে বিরত রাখে। আর রোযার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে বলেন, 'এ রোযার মাধ্যমে সম্ভবত তোমরা যাবতীয় পাপকার্য থেকে বেচে থাকবে।' আর জিহাদের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বলেন,'যাতে ফিতনা বা বিশৃংখলা অবশিষ্ট না থাকে।' এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ পূর্বক হানাফী মাযহাব গ্রহণের ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- ' হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আবু জাফর তাহাবী (ওফাত : ৩২১/৯৩৩) প্রথমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর হানাফী মাযহাব গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে চরিতকারগণ লিখেছেন যে, একদিন ইমাম তাহাবী আপন মামা ইমাম মায্নীর কাছে পড়তে ছিলেন। তখন অধ্যয়নকালে তাঁর মামা এ মাসআলাটি পড়াচ্ছিলেন যে, যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যায় আর তার পেটে শিশু জীবিত থাকে- ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব মতে মৃত মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করা বৈধ নয়। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে এটা বৈধ। ইমাম তাহাবী এ মাসআলা পড়তেই দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, আমি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারি না, যে আমার মত মানুষের ধ্বংস হওয়াকে বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। অথবা ইমাম তাহাবী এভাবে বললেন যে, আমি ঐ ব্যক্তির মাযহাবের উপর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সন্তুষ্ট নয়, যে আমার ধ্বংসের উপর সন্তুষ্ট। কারণ ইমাম তাহাবী তাঁর মায়ের পেটে থাকা কালে তাঁর সম্মানিত মাতা মৃত্যুবরণ করে আর ইমাম আযমের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে তাঁর মায়ের পেট কেটে তাকে বের করা হয়।

ইমাম তাহাবীর এ অবস্থা দেখে তাঁর মামা তাকে বললো- 'আল্লাহর শপথ! তুমি কখনো ফকীহ হবেনা।' আল্লাহর অশেষ করুণায় তিনি যখন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হলেন তখন ইমাম তাহাবী প্রায় সময় বলতেন, আমার মামার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী স্বীয় শপথের কাফ্ফারা আদায় করতেন। তাই বুঝা যায় ইমাম আযমের মাযহাব মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি এবং কল্যাণকারিতার অধিক নিকটবর্তী ছিল। ফলে ইমাম তাহাবীর মতো অনেক বিজ্ঞ লোকেরা যুগে যুগে এ মাযহাবকে গ্রহণ করে নেন।[৩৯]

২. হানফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় একান্ত সহজ ও অনায়াস সাধ্য।

৩. মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেন-দেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে ইমাম আযম গভীর অন্তঃদৃষ্টি ও তত্ত্ব উপলব্ধীর সাথে কাজ করেছেন। আর অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নাসসমূহ ও কিয়াসে জলীর সাহায্যে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

৪. হানাফী ফিক্হ যিম্মি অমুসলমানদেরকে একান্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকার ভোগ করার অধিকার সুযোগ দান করেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ তারা ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেছেন। অমুসলমানদের প্রতি হানাফী মাযহাবের এ উদার নীতি দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হানাফী মাযহারের অনুসারী হয়।

৫. যে সমস্ত শরীয়তের বিধি-বিধান নাস বা অকাট্য দলীলের মধ্যমে সাব্যস্ত এবং যাতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সেই সকল মাসআলায় ইমাম আযম যে দলীলটি গ্রহণ করেছেন, সাধারণত তা অতি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য। যেমন- ইমাম আযম অযুর মধ্যে ফরয চারটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অপরাপর ইমামদের কারো মতে অযুর ফরয পাঁচটি, ছয়টি, আটটি, নয়টি। এক্ষেত্রে ইমাম আযমের দলীল এই যে, কুরআন মাজীদে অযুর আয়াতের মধ্যে চারটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অযুর ফরয এ চারটিই গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট আহকামগুলি ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

---

৩৯. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ১৫৫-১৫৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে ইমাম আযমের মাযহাবানুযায়ী এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরয, নফল আদায় করা যায়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক এর মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন তায়াম্মুম করা ফরয। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযমের দলীল হলো, 'তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত ও সমপর্যায়ভুক্ত, সুতরাং অযু ও তায়াম্মুমের হুকুম এক ও অভিন্ন হবে।

৬. কুরআন হাদিসের বিধানসমূহকে এ ফিকহ হানাফীর মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিকোণ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. তাহযীব-তামাদ্দুনের জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য মাযহাবের ফিকহ-এর তুলনায় এতে তা সমধিক। রচনার দীর্ঘ সূত্রের দরুন এখানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের পেছনে উদাহরণ দেয়া সম্ভব হলো না। তাই হানাফী ফিকহ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বিভিন্ন লেখকের ফিকহ-এর কিতাব অধ্যয়ন করা আবশ্যক।[৪০]

হানাফী মায্হাব দেশে দেশে

হানাফী মাযহাব ইরাকে জন্মলাভ করে এবং আব্বসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে এটা সরকারী মাযহাবের মর্যাদায় উন্নীত হয়। কালক্রমে এ মাযহাব পূর্বদিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। বিশেষভাবে খুরাসান ও ট্রান্সাক্সানিয়াতে। সেখানে এ মাযহাবের অসংখ্য প্রসিদ্ধ ফক্বীহ্ ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। পঞ্চম শতক হতে মোঙ্গলদের সময় পর্যন্ত ইবনে মাজা পরিবার 'সা'দর' উপাধিতে বিভূষিত হয়ে বংশানুক্রমিক হানাফী রাঈস (প্রধান) রূপে বুখারায় রাজনৈতিক প্রতিপত্ত ও ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মাগরিব প্রদেশেও মালিকীদের পাশাপাশি তাদের বহু অনুসারী হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সিলিলিতে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আবার হানাফী মাযহাব নব জীবন লাভ করে। তিউনিসিয়া ও মিসরেও এটা সরকারী স্বীকৃত ও অনুমোদিত মাযহাব। তুর্কী খলীফাদের প্রায় সকলেই হানাফী ছিলেন। বর্তমান তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।[৪১]

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকর্তাগণ প্রধানত হানাফী মায্হাবের ফিকাহ্কেই তাদের রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই এ উপমহাদেশে হানাফী ফিকাহ বিষয়ক বেশ কয়খানা বিখ্যাত ফাত্ওয়াগ্রন্থ রচিত

৪০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০
৪১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে। তন্মধ্যে 'ফাত্ওয়া-ই হিনদিয়্যা' বা ফাতাওয়া-ই আলমগীরি' নামক গ্রন্থখানা সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। এ গ্রন্থখানা সম্রাট আওরাঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গঠিত একটি পরিষদ কর্তৃক রচিত হয়েছিলো।[৪২] অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের বুকে হানাফী মাযহাবের উপর 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরি'র পর যে সর্ববৃহৎ ফাত্ওয়াগ্রন্থ সংকলিত হয় তা হচ্ছে 'ফাত্ওয়া-ই রেযভীয়া'। যা ১২ খন্ডে ১২ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এক বিরাট আকার ফাত্ওয়া গ্রন্থ। যা সংকলন করেন হিজরী চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী। তাঁর এ ফতোয়া সংকলনটি বর্তমান উপমহাদেশের বুকে হানাফী মাযহাবের উপর সর্ববৃহৎ ফাত্ওয়া গ্রন্থ বলে গবেষক মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৪৩]

অতএব, হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ্ ব্যাপক জনগণ কর্তৃক গৃহীত হবার পেছনে আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ইমাম আবু ইউসুফের কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত হওয়ার অসামান্য অবদান থাকলেও হানাফী মাযহাবের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল কারণ শিবলী নুমানীর ভাষায়, ' ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ফিক্হ মানবীয় প্রয়োজনসমূহের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ও উপযোগী প্রামাণিত হয়েছিল, বিশেষত উন্নত তাহ্যীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এ ফিকহ যত বেশী পরিমাণে সংগতিশীল ছিল, অন্য কোন ফিকহ সেইরূপ সংগতিশীল ছিল না।[৪৪]

নবীপ্রেম ও ইমাম আযম

ইমাম আযমের জীবনের প্রতিটিক্ষণ নবীপ্রেমে সিক্ত ছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইসলামের শাশ্বত ধারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর পথিকৃৎ মুখপত্র। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে রচিত তাঁর দীর্ঘ কাসীদা এ বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধকে আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত মনে করতেন। নবীপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের অমূল্য রত্ন। যেমন কাসীদার একস্থানে বলেছেন-

'শপথ করিনু তব মহিমার
অনুরাগী আমি শুধুই তোমার,

৪২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০
৪৩. ড. হাসান রেযা, ফক্বীহে ইসলাম, (পাকিস্তান), পৃষ্ঠা : ৫৩
৪৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তর্যামী জানেন সে কথা,
তোমাকেই চায় হৃদয় আমার।'

তাঁর হৃদয় জুড়ে নবীপ্রেম ভরপুর ছিল। শয়নে স্বপনে শুধু প্রিয় প্রেমাস্পদের নামই ছিল তাঁর জপমালা। ইমাম আযম তাঁর হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে,

এ হৃদয় মোর তোমারই আশিক,
চাহেনা সে কিছু তুমি ছাড়া আর
প্রাণে মোর ভরা তব ভালবাসা
জানিও আমার প্রিয় সরদার।
তোমার কথাই ভাবি মনে মনে
চুপ করে আমি থাকিগো যখন,
আবার যখন কোন কথা বলি,
গুণগান তব করি যে তখন।

(ডঃ ফজলুর রহমান অনূদিত)

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমাম আযমের এতো গভীর ভালবাসা ছিল বলেই প্রিয় রাসূলের রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে তিনি যখন 'আস্সালামু আলায়কা ইয়া সাইয়্যাদাল মুরসালীন' বলে সালাম আরয করলেন, রওযা মোবারক হতে উত্তর আসলো- ওয়া আলায়কাস্ সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন।[৪৫]

ইমাম আযমের কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযমকে এমন সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধন্য করেছেন যা তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগের কোন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস কারো ভাগ্যে জুড়েনি। যেমন-

১. তিনি 'খায়রুল কুরুন' বা সর্বোত্তম তিন যুগের দ্বিতীয় যুগে জন্মগ্রহণ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, এ যুগের লোক পরবর্তী যুগের লোকদের থেকে সর্বোত্তম।

২. তিনি হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ও অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাই 'তাবেঈ' এর মর্যাদা লাভ করেন।

৩. তিনি হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফাসহ অনেক সাম্মানিত সাহাবীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[৪৫]. ড. ফজলুর রহমান অনুদিত কাসীদা- ই নু'মান

www.AmarIslam.com

৪. তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রদের সংখ্যা অন্যান্য ইমামদের শিক্ষক ও ছাত্রদের থেকে অনেক বেশি ছিল।

৫. তিনিই সর্বপ্রথম ইলমে ফিক্হ সংকলন করেন। শরীয়তের বিধি-বিধানকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অধিকন্তু ইমাম মালেক ইমাম আযমের সংকলিত লিপির অনুসরণ করেই 'মুয়াত্তা' রচনা করেন।

৬. তাঁর ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি থেকেই সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদ সাহায্য গ্রহণ করেন। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন যে, 'সমস্ত ফকীহ ইমাম আবু হানীফার বংশধর।'

৭. ইমাম আযমের মাযহাব পৃথিবীর এমন দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে যেখানে তাঁর মাযহাব ছাড়া অন্যকোন মাযহাব পৌঁছে নি। যেমন- বাংলাদেশ, রোম, তুর্কী, মা-ওয়ারাউর নহর ইত্যাদি।

৮. মোল্লা আলী কারীর পরিসংখ্যান মতে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী।

৯. তিনি কখনো কারো থেকে উপঢৌকন ও প্রতিদান গ্রহণ করেন নি, নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দ্বারা নিজেই চলতেন এবং অন্যান্য আলিম, ফকীহ ও মিসকিনের মধ্যেও ব্যয় করতেন।

১০. ইবাদত ও পরহেজগারীতে তিনি যে পরিমাণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন, ইতিহাসে অন্য কোন ইমামের বেলায় এ ধরনের শ্রম-সাধনার প্রমাণ মিলে না।[৪৬]

ওফাত

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আব্বাসী খলিফাদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ইমাম আযম প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সারা আব্বাসী সাম্রাজ্যে ইমাম আযমের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আব্বসীয় খলিফা মনসুর তাঁকে প্রকাশ্যে কতল করতে সাহস করেনি। বরং সুলতান মনসুর ইমাম আযমকে কোন রূপ শাস্তি না দিয়ে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে সালতানাতের ইজ্জত বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং সর্বশেষে তাঁকে সালতানাতের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু ইমাম আযম এ দুর্ভিসন্ধি প্রথমেই আচ করতে পেরে ছিলেন। তাই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তিনি ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

ইমাম আযমকে আব্বাসীয় সালতানাতের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে জিন্দানখানায় বন্দি করে চাবুকাঘাতে

[৪৬]. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ৫৮,৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জর্জরিত করা হয়। হিজরী ১৫০/৭৬৭ সালে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রথম জানাযায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগমণ হয়। দাফন করার পরও বিশদিন পর্যন্ত তাঁর কবরের উপর লোকেরা জানাযা পড়তে থাকে। বাগদাদের খেরযান নামক কবরস্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন তাঁর মাযার রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু লোক প্রতিদিনই এ মাযার যিয়ারতে আসেন।[৪৭] ইমাম শাফেয়ী কোন সমস্যায় পড়লে মিসর থেকে ইরাকে ইমাম আযমের যিয়ারতে উপস্থিত হতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়ে তাঁর উসিলা নিয়ে দোয়া করতেন। আল্লাহর রহমতে অতি তাড়াতাড়ি তাঁর প্রার্থনা কবুল হতো এবং অভাব মোচন হতো। ইমাম শাফেয়ী আরো বলেন- আমি যখন ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার যিয়ারতে যেতাম, আমার নিজস্ব ইজতিহাদ ছেড়ে দিয়ে ইমাম আযমের ইজতিহাদের উপর আমল করতাম। কারণ তাঁর রওজায় এসে তাঁর বিরুদ্ধ মতের উপর আমল করাটা আমার লজ্জাবোধ মনে হতো। তাই ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও ফজরের নামাযের রুকুতে 'কুনুত' পড়া ছেড়ে দিতাম।[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় এ মহান ইমামের মত, পথ ও আদর্শের উপর আমল করার তাওফিক দিন। আমীন।

'উহিব্বুস সালেহীন ওয়া লাস্তু মিনহুম,
লা'আল্লাল্লাহা য়ূরযিকুনিস্ সালাহা।

আমি আল্লাহর প্রিয়জনদের ভালবাসি, যদিও আমি নেক্কার নয়। কিন্তু আল্লাহ কাছে প্রত্যাশী যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের মহাব্বত করার কারণে যেন আমাকেও নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

[৪৭]. তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা : ৬৬
[৪৮]. ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী : আল হায়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা : ৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) রচিত অনন্য না'তে রাসূল

কাসীদা-ই নু'মান

অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কাসীদা-ই নু'মান ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১)

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا اَرْجُوْ رِضَاكَ وَاحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

অনুবাদ ঃ হে মহান সরদার! আপনার সন্তুষ্টি ও আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্য আমি আপনার কাছে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসিদার প্রারম্ভে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া' বা 'হে' বলে আহবান করে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পার্থিব জীবনে যেমন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আহবান করা বৈধ, তেমনি বৈধ তাঁর ওফাতের পরও। আমাদের অনেককেই একথা বলতে শুনা যায় যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ওফাতের পর আহবান করা অবৈধ। অথচ কুরআন, হাদিস ও ইমাম-মুজতাহিদদের উক্তি দ্বার এটা সুস্পষ্ট যে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ দ্বারা আহবান করা ও তাঁর নামের শ্লোগান দেয়া সবই বৈধ ও পুণ্যময় কাজ। এখানে এতদ বিষয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়াস রাখি।

প্রিয়নবী হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সাহাবীদের কর্মকাণ্ড এবং উম্মতের কার্যাবলীতে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কুরআর করীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে ইয়া আয়ূহান নবিয়ূ, ইয়া আয়ূহার রাসূলু, (হে রসূল), ইয়া আয়ূহাল মুয্যাম্মিল (ওহে চাদরাবৃত বন্ধু) ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অন্যান্য নবীর বেলায় অবশ্য তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করেছেন তাঁর উপাধি দ্বারা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে আহবান করার নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে,

﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"তোমরা রাসূলকে এমনভাবে ডেকো না, যেভাবে তোমরা একে অপরকে ডাক।"[৪৯]

এখানে তাঁকে ডাকতে নিষেধ করা হয়নি বরং অন্যান্যদেরকে যেমন তাঁদের নাম ধরে ডাকি সেভাবে যেন রাসূলকে না ডাকি। তাই এখানে ইমাম আযম প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামের পরিবর্তে গুণবাচক নাম ' ইয়া সায়্যাদাস সা'দাত' (হে মহান সরদার) বলে আহবান করে পবিত্র কুরআনের উপরই আমল করেছেন। সে সাথে এ কথা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেকোন গুণবাচক নাম দ্বারা আহবান করা বৈধ।

১. 'ইবনে মাজা' শরীফের 'সালাতুল হাজত' শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উসমান ইবনে হানীফ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি হুযূর আলায়হিস্ সালামের মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্ধত্ব দূরীকরণার্থে দোয়া প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম তাঁকে শিখিয়ে দিলেন এ দো'য়াটি-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي قَدْ اَتَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِتَقْضِيَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيْ.

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফত তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার মাধ্যমে আপন রবের দিকে আমার এ উদ্দেশ্য (অন্ধত্ব মোচন) পূরণ করার নিমিত্তে মনোনিবেশ করলাম, যাতে আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ্! আমার অনুকূলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ কবূল করুন।"[৫০]

এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বা 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে আহবান করা হয়েছে এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

২. ইমাম বোখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি *'কিতাবুল আদাবুল মুফরাদাত'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

[৪৯]. আল-কুরআন : সূরা নুর, ২৪:৬৩

[৫০]. ১. ইমাম ইবনে মাজা : সুনানে ইবনে মাজা, অধ্যায় 'সালাতুল হাজত' পৃষ্ঠা : ১৮৩
২. ইমাম তিরমিযী : জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৭৮, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, দিল্লি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنَّ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ فَقِيْلَ لَهُ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكَ فَصَاحَ يَا مُحَمَّدُ فَانْتَشَرَتْ.

"একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উভয় পা অবশ হয়ে গেলে কেউ তাঁকে বললেন, আপনি ঐ ব্যক্তির স্মরণ করুন বা স্মরণ করে তাঁর উছিলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করুন যে ব্যক্তি আপনার সবচেয়ে প্রিয়। তখন তিনি (ইবনে উমর) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন 'ইয়া মুহাম্মাদা' (ওহে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা সুস্থ হয়ে যায়।[৫১]

মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নব্বী 'কিতাবুল আযকার'-এ অনুরূপ হাদিস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, 'একদা তাঁর (আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস) পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে, তিনি 'ইয়া মুহাম্মদাহ্' বললে তা ভালো হয়ে যায়।' এভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে যে, তাঁরা কোন বিপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হলে 'ইয়া মুহাম্মদাহ্' বলে প্রিয় রাসূলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন।[৫২]

৩. বিশ্ববিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের 'হাদিসুল হিজরত' অধ্যায় হযরত বা'রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হতে হিজরত করে মদীনা শরীফের প্রান্তসীমায় গিয়ে প্রবেশ করলেন তখন মদীনাবাসী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁদের ঘরের ছাদসমূহের উপর আরোহন করলেন এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও ক্রীতদাসগণ মদীনার প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন আর সবাই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া মুহাম্মদ, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ' বলে সম্ভাষণ জানালেন।[৫৩]

৪. এভাবে এ উম্মতের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, আওলিয়া-ই কিরাম ও বুযর্গানে দ্বীনও তাঁদের দোয়া ও নির্ধারিত পাঠ্য ওয়াযিফাসমূহেও 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ' ইত্যাদি বলে আহবান করেছেন। যেমন- ইমাম জয়নূল আবেদীন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় কাসীদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বলে আহবান করেছেন যে,

[৫১]. ইমাম বোখারী : কিতাবুল আদাবুল মুফরাদাত, পৃষ্ঠা : ১৪৪, মিসর।
[৫২]. ইমাম আহমদ রেযা : ' আনওয়ারুল ইনতিবাহ্ পৃষ্ঠা : ১১, রেযা একাডেমী।
[৫৩]. ইমাম মুসলিম : মুসলিম শরীফ, অধ্যায়- হাদীসুল হিজরত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪২০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ   مَحْبُوْسُ اَيْدِيْ الظَّالِمِيْنَ فِي الْمَرْكَبِ وَ الْمُزْدَهِمْ

"হে সমস্ত বিশ্বের রহমতের নবী! জয়নুল আবেদীনের সাহায্যে এগিয়ে আসুন, সে জালিমদের ভিড়ের মধ্যে তাদের হাতে বন্দী হয়ে কাল যাপন করছে।"[৫৪]

ইমাম শরফীদ্দীন বুসীরী 'কাসীদা-ই বুরদা'র মধ্যে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বলে আহবান করেছেন যে,

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيْ مَنْ اَلُوْذُبِهِ   سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

"হে সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত সত্তা! আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে সকল বিপদাপদের সময় আশ্রয় নিতে পারি।"[৫৫]

বিশ্ববরণ্য নবীপ্রেমিক আল্লামা জামী বলেছেন-

زمہجورے برامد جان عالم   ترحم یا نبی اللّٰہ ترحم

نہ اخر رحمت للعالمین   زمحروماچرافارغ نشنی

"আপনার বিরহ বেদনায় সৃষ্টি জগতের প্রাণ ওষ্টাগত। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত নন কি? আমাদের মতো বঞ্চিত ও পাপীদের প্রতি এত বিমুখ হয়ে রয়েছেন কেন?"[৫৬]

উপরোক্ত কুরআন, হাদিস ও উলামায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইয়া হাবীবাল্লাহ' ইত্যাদির মতো যেকোন গুণবাচক শব্দ দ্বারা আহবান করা, তাঁর জীবদ্দশায় যেমন বৈধ ছিল তাঁর ইন্তিকালের পরও অনুরূপ বৈধ।

তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পুণ্যাত্মা বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কিরামের নাম নিয়ে তাঁদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাও বৈধ। যেমন- ইমাম শায়খুল ইসলাম রমলী আনসারী থেকে ফাত্ওয়া তলব করা হলো যে, সর্বসাধারণ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইয়া আলী, ইয়া শায়খ আবদুল কাদির জিলানী ইত্যাদি বলে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে কি? আর তাঁরা ইন্তিকালের পরও কি সাহায্য করতে পারেন কিনা ?জবাবে বললেন যে, নিশ্চয়ই নবী, রাসূল,ওলী ও আলিমগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ এবং তাঁরা ইন্তিকালের পরও সাহায্য করে থাকেন।[৫৭]

অতএব যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাবী করে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বা নারায়ে রিসালতের শ্লোগান দেয়াকে অবৈধ বলে মনে করে এবং এটাকে শিরক বলে

---

৫৪. ইমাম জয়নুল আবেদীন : 'কাসীদা'

৫৫. ইমাম শরফুদ্দীন বুসূরী : কাসীদাতুল বোরদা, 'মুনাজাত'

৫৬. আব্দুর রহমান জামী :য়ুসুফ- যোলায়হা।

৫৭. ইমাম আহমদ রেযা : আনওয়ারুল ইনতিবাহ্ , পৃষ্ঠা : ১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারণা করে তাদের ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর এ কাসীদা হতে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

(২)

وَ اللهِ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ اِنَّ لِيْ   قَلْبًا مَشُوْقًا لَايَرُوْمُ سِوَاكَ

অনুবাদ ঃ সৃষ্টির সেরা হে মহামানব! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আগ্রহী হৃদয় শুধু আপনাকেই চায়, আর কাউকে নয়।

(৩)

وَبِحَقِّ جَاهِكَ اِنَّنِيْ بِكَ مُغْرَمٌ   وَاللهُ يَعْلَمُ اِنَّنِيْ اَهْوَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার মহিমার শপথ! আমি আপনারই অনুরাগী। আল্লাহ জানেন, আমি আপনাকেই চাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কাসীদার এ দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে যে দু'টি বিষয়ের আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন তা হচ্ছে-

১. প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'খায়রুল খালায়িক' বা সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব বলে সম্ভাষণ জানানো।

২. এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজ ভালবাসার আকুতি প্রকাশ করা।

নিম্নে এ দু'টি বিষয়ে কুরআন-হাদিসের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস রাখি।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব। যার সৃষ্টির বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। 'মুসান্নাফ' কিতাবের লেখক ইমাম আব্দুর রায্যাক হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আন্সারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'আমি (জাবের) আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমাকে বলুন, সে জিনিসটি কি, যা আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন? হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে জাবের! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর মোবারক স্বীয় নূর মোবারক হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এ নূর আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক সফর করতে লাগলো। সে সময় না লাওহ ছিল, না কলম ছিল, না জান্নাত, না জাহান্নাম, না ফিরিশতা, না আসমান, না জমিন,না সূর্য,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না চন্দ্র, না জ্বিন, না ইনসান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন এ নূরকে চার অংশে ভাগ করলেন। প্রথম অংশ দ্বারা কলম বানালেন, দ্বিতীয় অংশ দ্বারা লাওহ, তৃতীয় অংশ দ্বারা আরশ এবং চতুর্থ অংশকে আবার চারভাগে বিভক্ত করলেন। এটার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ দ্বারা কুরসি, তৃতীয় অংশ দ্বারা ফিরিশতাগণকে এবং চতুর্থ অংশকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথম অংশ দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এবং চতুর্থ অংশ দ্বারা অপরাপর সৃষ্টি।[৫৮]

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে প্রথম হওয়াতে যেমন সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, তেমনি বংশ, গঠন আকৃতি, রূপ-লাবণ্য, মান-মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, স্বভাব-চরিত্র, যুগ ও আবির্ভাব ইত্যাদির দিক দিয়েও তাঁকে মহান রব শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" (হে রাসূল!) আমি আপনার জন্য (সবদিক দিয়ে) আপনার যিকিরকে বুলন্দ করেছি।[৫৯]

তাইতো সমগ্র বিশ্বজগতে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সৃষ্টিলগ্ন হতে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। দুনিয়ার যেখানে মুসলমানদের বাস, সেখানেই দিন-রাতে পাঁচবার আযান ইকামতে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও রিসালতের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে। এমন কোন মুহূর্ত নেই তাঁর প্রেমিকগণ তাঁর প্রতি দরূদ পড়ছেন না। তিনি আল্লাহ্র সর্বোত্তম সৃষ্টি (খায়রুল খালায়িক) হওয়ার তো এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং এটা গর্ব নহে।[৬০]

আরো বর্ণিত আছে যে, 'হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু একবার রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপনীত হলে

[৫৮]. ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল এর উস্তাদ এবং ইমাম বোখারী ও মুসলিম এর উস্তাদ আবদুর রায্যাক আবু বকর ইবনে হুযাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় গ্রন্থ 'মুসান্নিফ' এ হাদীস বর্ণনা করেন। আর নিম্নোক্ত উলামায়ে কিরামগণও স্ব স্ব গ্রন্থে এ হাদীসখানা পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী, ফাতাওয়া-ই হাদীসিয়া, পৃষ্ঠা : ১৮৯। আল্লামা কুসতালানী, মাওয়াহিবুল লুদ্দুন্নীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা :৫৫। আল্লামা আবদুল গণী নাবুলসী, আল হাদীকাতুন নাদিয়্যাহ্, ফয়সালাবাদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭৫। আল্লামা আলুসী বাগদাদী, তাফসীর-ই রুহুল মানী, পারা- ১০ পৃষ্ঠা : ৯৬

[৫৯]. কুরআনুল করীম, সূরা ইনশিরাহ্ , আয়াত : ৪

[৬০]. ইমাম তিরমিযী, জামে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২০২, কিতাবুল মানাকিব, কুতুবখানা রশিদিয়া দেওবন্দ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, বলেন তো আমি কে? উপস্থিত সবাই বললেন, আপনি তো আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই বললেন- আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আল্লাহ্ সৃষ্টিজগত (মানুষ ও জ্বীন) সৃষ্টি করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠগণের (মানুষের) অন্তর্গত করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠগণের (আরবদের) অন্তর্গত করলেন। তাদের আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করলেন। অনন্তর তাদের (কুরায়শদের) বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের সেরা পরিবারের অন্তর্গত করলেন। সুতারাং আমি আভিজাত্য ও বংশগত কৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ।'[৬১]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও কর্তব্য পালনের দিক দিয়ে নবী-রাসূলগণ এক অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এক্ষেত্রে স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে এক একজন নবী এক এক প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'এ রাসূলগণ তাঁদের মধ্যে আমি কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।'[৬২]

আর সার্বিক দিক ও বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ' তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মদী) শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব।'[৬৩]

উম্মত শ্রেষ্ঠ বলে উম্মতের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যসব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়ে পারেন না। তাই তো ইমাম আ'যম তাঁর কাসীদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'খায়রুল খালায়িক' বা 'সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম সৃষ্টি ' অভিধায় আহবান করে নিজ অন্তরের আকুতি প্রকাশ করার প্রয়াস পান।

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এমন লোকও দেখা যায় যারা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে থাকে। ইমাম আযমের এ কাসীদা হতে তাদের শিক্ষ নেয়া উচিত। মানুষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, তার সব কয়টিতেই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান সবার

[৬১]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২০১

[৬২]. আল-কুরআনুল, সূরা বাকারা, পারা - ১, আয়াত : ২৫৩

[৬৩]. আল- কুরআনুল, সূরা আলে ইমরান, ৪র্থ পারা , আয়াত : ১১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শীর্ষে। তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ কী করে হতে পারেন! তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করাতো কারো পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি। তাঁর রূপ-গুণ বর্ণনাকারীরাও শেষ পর্যন্ত এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে,

'হে মোর সুন্দরতম! হে নব রতন!
চাঁদেরে দিয়েছে জ্যোতি তোমারই আনন।
অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার,
সংক্ষেপে খোদার পরে তোরারই আসন।

অদ্বিতীয় নবীপ্রেমিক ইমাম আহ্‌মদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি রাসূলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

'যারই বর্ণে নেই কোন উপমা, নাহি নাহি কোথা সে সুষমা,
তাঁরই সাথে কি তুলনা, লাখো ফুল আছে বাগ-বাগিচায়।[৬৪]

দুই ঃ ইমাম আ'যম রাহমতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তাহলো- তিনি নিজেকে একজন খাঁটি নবী প্রেমিক বলে দাবী করেছেন এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সান্নিধ্য ছাড়া তাঁর আর কিছুর কামনা বাসনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন। মূলতঃ তিনি ভাল করে জানতেন যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশ্‌ক বা ভালবাসা ব্যতীত কখনই মানুষের ঈমানে পূর্ণতা আসে না। নবীপ্রেমেই ঈমানের মূল ও আল্লাহ্ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। আর নবীপ্রেমকে সকল কামনা-বাসনার উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। এমন কি একজন মুমিনের তাঁর স্বীয় প্রাণের চেয়েও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক ভালবাসতে হবে। তাই তো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"তোমরা কেউ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি রাসূল তার নিকট তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষের চেয়ে অতি প্রিয় হবো।"[৬৫]

৬৪. ইমাম আহমদ রেযা : হাদায়িক-ই বখশিশ, (কাব্যানুবাদ আনিসুজ্জামান) আ'লা হযরত কনফারেন্স' ৯৯, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬৫. ইমাম বোখারী : সহীহুল বোখারী, প্রথম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৬৮, মাক্‌তাবায়ে মোস্তফায়ী, দেওবন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪)

اَنْتَ الَّذِيْ لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ امْرُءٌ كَلَّا وَ لَا خُلِقَ الْوَرٰي لَوْلَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনি না হলে কোন মানুষকেই সৃষ্টি করা হতোনা। আপনি না হলে কিছুতেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হতোনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টির মূল বলে অভিহিত করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের কারণেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সৃজন করেছেন। মূলত এ কাসীদাতে তিনি হাদীসে কুদসীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ وَالْاَرْضِيْنَ.

"হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি করা না হলে আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"[৬৬]

সমস্ত সৃষ্টির মূলে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সত্তা বিরাজমান এ কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, হে মুহাম্মদ! আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ, যদি আপনি সৃষ্টি না হতেন, আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না। এবং নভোমণ্ডলকে সুউচ্চে স্থাপন করতাম না এবং ভূ-মণ্ডলকে বিছানা স্বরূপ করতাম না।[৬৭]

আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে এভাবে বলেছেন যে, 'একদিন আমার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসলেন আর বললেন, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি সৃষ্টি না হতেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করা হতো না।[৬৮]

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন আদম আলাইহিস্ সালাম হতে ত্রুটি প্রকাশ পায় তখন তিনি তাঁর (হযরত মুহাম্মদ) অসিলা নিয়ে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদ

৬৬. ইমাম আহমদ রেযা : তাযাল্লিয়ুল ইয়াক্বীন, রেযা একাডেমী, ভারত, পৃষ্ঠা : ৩৪
৬৭. (ক) বুরহান উদ্দীন হালাবী : (ইনসানুল উয়ূন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৭ (খ) আল্লামা আবদুর রহমান সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৯৯।
৬৮. (ক) মোল্লা আলী ক্বারী : মাওদুয়াতুল কবীর, পৃষ্ঠা : ৮৯ (খ) আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী : আল মুসতাদ্‌রাক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ৬১৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে চিনলে। আরজ করলেন, আমাকে সৃষ্টি করার পর যখন আরশের প্রতি চোখ তুলে দেখলাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' দেখতে পেয়েছি। তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এবং এটাও বললেন যে, তিনি তোমার বংশের শেষ নবী। যদি তাঁকে সৃষ্টি করা না হতো, আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।[৬৯]

এসব হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন 'সৃষ্টি কুলের প্রথম সৃষ্টি, তাঁর কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাইতো আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা তাঁর কাব্যসম্ভার 'হাদায়িক-ই বখশিশ'- এ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল হওয়া সম্পর্কে কী সুন্দর বলেছেন যে,

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھاو جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے

'তিনি (প্রিয় রাসূল) যখন সৃষ্টি হয়নি তখন কিছুই ছিলো না। তিনি সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না। তিনি তো সমগ্র জগতের প্রাণ আর প্রাণ আছে বলেই তো সমগ্র জগত ঠিক আছে।'[৭০]

(৫)

اَنْتَ الَّذِيْ مِنْ نُوْرِكَ الْبَدْرُ اِكْتَسِي   وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ بِنُوْرِ بَهَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনারই নূরের পোশাক পরে চাঁদ আলোকিত হয়েছে। আপনারই নূরের আভায় সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এ পঞ্চম কাসীদায় ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু দু'টি বিষয়ের অবতরণা করেছেন। ১. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্ট 'নূর' হওয়া আর ২. চন্দ্র ও সূর্য তথা সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর পবিত্র 'নূর' দ্বারা আলোকিত হওয়া। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র নূর আর সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই নূর হতে সৃষ্ট-এর স্বপক্ষে কুরআন, হাদিস ও আলিমগণের উক্তি সংক্ষেপে পেশ করছি-

(এক) আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ﴾

৬৯. ইবনে তাইমিয়া : ফাতাওয়া-ই কুব্রা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৫১।
৭০. ইমাম আহমদ রেযা : হাদায়িক- ই বখশিশ, পৃষ্ঠা : ৯৪, রেযা ইশ'আত বেরেলী, ভারত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্ হতে একটি নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে।"[৭১]

প্রায় সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারকদের মতে উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'তাফসীরে জালালাইন' পৃষ্ঠা ৯৭; ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী- তাফসীরে কবীর ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৫; হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু 'তাফসীরে ইবনে আব্বাস ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২; ইমাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ খাজেন 'তাফসীরে খাজেন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৭, শায়খ ইমাম আবু সাউদ ' তাফসীরে আবু সাউদ' ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬, ইমাম কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী 'তাফসীরে বায়যাভীতে' ইমাম নাসাফী 'তাফসীরে মাদারিকুত তান্‌যীল' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৬ ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য তাফসীরগ্রন্থে উক্ত আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়া সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষেপে পেশ করা হলো-

১. ইমাম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (জাবির) একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমর পিতা-মাতা আপনার পদযুগলে উৎসর্গিত হোক, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, হে জাবির! আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।[৭২]

২. ইমাম জয়নুল আবেদীন তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম হোসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে, আর তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে একটি নূর ছিলাম।[৭৩]

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী *'মাদারিজুন্নবুয়্যাত'* ৫ম খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক নূর ছিল। সুতরাং নূরের তো ছায়া হয় না।

৭১. কুরআনুল করিম, সূরা- মা-ইদাহ্ , পারা- ৬, আয়াত : ১৫।
৭২. আল্লামা কাসতালানী : মাওয়াহিবুল লাদ্দুনীয়া, ১ম খন্ড, পৃ : ৫৫
৭৩. পূর্বোক্ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আহ্মদ ইবনে মুহাম্মদ আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *'মাওয়াহেবে লুদুনিয়া'* ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় লেখেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে আদম! তোমার মাথা উঠাও! তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলেন, আরশের চৌকটের উপর 'নূরে মুহাম্মদী' দেখলেন। তখন বললেন, হে রব! এটা কিসের নূর ? আল্লাহ বললেন, এটা তোমার বংশের একজন নবীর নূর, আসমানে যাঁর নাম আহমদ আর জমিনে মুহাম্মদ। তিনি যদি না হতেন আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান-জমিন কিছুই বানাতাম না।[৭৪]

এ সব বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'নূর'।

এখানে উল্লেখ্য যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়া 'বশর' হওয়ার পরিপন্থী নয়। তিনি যেমন 'নূর' আবার 'বশর'ও। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর। তিনি সত্তাগত ' নূর' আর আকৃতিগত 'বশর'। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেন-

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّ﴾

'অতঃপর আমি তাঁর (হযরত মরিয়মের) নিকট আমার রূহ (হযরত জিবরাঈল) কে পাঠিয়েছি,সে তাঁর (মরিয়মের) সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে রূপ ধারণ করেছে।'

দেখুন! হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম একজন ফিরিশ্তা, যিনি নূর। অথচ তিনি হযরত মরিয়মের নিকট একজন মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ মানব আকৃতি ধারণ করাতে হযরত জিবরাঈল আলইহিস সালামকে আজ পর্যন্ত কেউ মানুষ বলে নি আর এতে তাঁর নূরানিয়াতও চলে যায়নি। তা'হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানব আকৃতিতে আসলে তাঁর নূর হওয়াকে কেন অস্বীকার করা হবে ? মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের 'নূরানিয়াত' ও 'বশরীয়াত' উভয়টি পরস্পর পরিপন্থী নয়।[৭৫]

[৭৪]. মুফতি আহ্মদ ইয়ার খান নঈমী : 'রেসালায়ে নূর' পৃষ্ঠা : ২৫

[৭৫]. এতদ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

www.AmarIslam.com

(৬)

أَنْتَ الَّذِيْ لَمَّا رُفِعْتَ إِلَى السَّمَاءِ بِكَ قَدْ سَمَتْ وَ تَزَيَّنَتْ لِسُرَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনাকে ঊর্ধাকাশে ভ্রমণ করানোর ফলেই আকাশ সুউচ্চ ও সুশোভিত হয়েছে।

(৭)

أَنْتَ الَّذِيْ نَادَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبًا وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِهِ وَحَبَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনাকে আপনার রব (মি'রাজে) সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। তিনি আপনাকে একান্ত নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সমাদর করেছেন।

(৮)

أَنْتَ الَّذِيْ فِيْنَا سَأَلْتَ شَفَاعَةً لَبَّاكَ رَبُّكَ لَمْ تَكُنْ لِسِوَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনি যখন আমাদের জন্য শাফায়াত চাইলেন, আপনার রব তা মঞ্জুর করলেন। এ মর্যাদা আপনি ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করে নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু উপরিউক্ত কাসীদাতে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা মি'রাজের ঘটনা ও রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

'পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশে-পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।'[৭৬]

মি'রাজ হলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য মু'জিযা ও আল্লাহ্ তা'আলার এক মহান অনুগ্রহ। এ থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্য প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি।

[৭৬]. কুরআনুল করিম : সূরা বনি ইসরাঈল, পারা- ১৫, আয়াত : ১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবুয়তের দ্বাদশ সালে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ দ্বারা ধন্য হন। মাস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে- ২৭ শে রজব মি'রাজ হয়েছিল। মক্কা শরীফ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের এক ক্ষুদ্রাংশে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া কুরআনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি থেকে প্রামাণিত। এটার অস্বীকারকারী কাফির। আর আসমানসমূহের ভ্রমণ ও নৈকট্যের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেগুলো 'হাদীসে মুতাওয়াতির' এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।[৭৭]

মি'রাজ শরীফ জাগ্রতাবস্থায় শরীর ও রূহ মুবারক উভয়টি সহকারে সংঘটিত হয়েছে। এটাই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস।[৭৮]

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম 'বোরাক' নিয়ে হাযির হওয়া, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক বোরাকে আরোহন করিয়ে নিয়ে যাওয়া,'বায়তুল মুকাদ্দাস' এর মধ্যে নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীদের নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়া, অতঃপর সেখান হতে আসমানসমূহের প্রতি মনোনিবেশ হওয়া, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলানো, প্রত্যেক আসমানে অবস্থানরত সম্মানিত নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হওয়া আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আসমানের আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করা, সেখান হতে 'সিদ্‌রাতুল মুনাতাহায় পৌঁছা, সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, জিবরাঈল আমীনের সেখানেই আপন অপরাগতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, অতঃপর বিশেষ নৈকট্যের স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নীত হওয়া ও ঐ উচ্চতম নৈকট্যে পৌঁছা, যেখানে কোন সৃষ্টির কল্পনা, ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সেখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হওয়া, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন পুরস্কারাদি ও বিশেষ গুণাবলী লাভ করা, আসমান ও জমীনের রাজত্ব এবং তদপেক্ষা উত্তম জগতেরও জ্ঞানসমূহ লাভ করা, উম্মতের জন্য নামায ফরয হওয়া, হুযূরের সুপারিশ করা, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমণ, অতঃপর আপন স্থানে পুনরায় ফিরে আসা, উক্ত ঘটনার খবর দেয়া, কাফিররা এর উপর হৈ চৈ করা, বায়তুল মুকাদ্দাসের

---

[৭৭]. সাদ উদ্দীন তাফতাযানী : শরহে আকাঈদ-ই নসফী, পৃষ্ঠা : ১৯৪, জমিরিয়া লাইব্রেরী। বাংলাদেশ (১৩৯৭হিঃ) আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী : মিরাজুন্নবী, 'মাকতাবা জামে নূর, দিল্লি।

[৭৮].পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমারতের অবস্থা ও সিরিয়া গমণকারী কাফেলাসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কিছুই বলে দেয়া, কাফেলাগুলোর যে সব অবস্থা হুযূর বর্ণনা করেছিলেন কাফেলাগুলো ফিরে আসার পর সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া- এ সবই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং বহু সংখ্যক হাদিস উক্ত সব বিষয়ের বিবরণ ও সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

এ সব কাসীদায় ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মি'রাজের তিনটি রহস্য ও কারণ বর্ণনা করার প্রয়াস পান। যথা-

১. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আসমান তথা উর্দ্ধাকাশকে সুউচ্চ ও সুশোভিত করা।

২. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজের মাধ্যমে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ধন্য করা।

৩. তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উম্মতের জন্য শাফায়াত করা, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত প্রার্থনা কবূল করা।

আল্লামা মারযুকী বলেন, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য পৌঁছলেন আর 'কাবা কাওসাইন আও আদ্‌না' এর মসনদে আসীন হলেন তখন আল্লাহর কাছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন, "اَللّٰهُمَّ مَا تَفْعَلُ بِـــاُمَّتِي" 'হে আল্লাহ! আমার জন্য তো এ মর্যাদা ও মহত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু আমার উম্মতদের জন্য তোমার পক্ষ হতে কী মর্যাদা নির্ধারিত আছে?' তখন আল্লাহ্ বললেন-

قَالَ اللهُ تَعَالِي اَنزِلُ عَلَيْهِمْ الرَّحْمَةَ وَ اَبْدِلُ سَيَّأتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَمَنْ دَعَانِيْ مِنْهُمْ لَبَّيْتُهُ ـ وَمَنْ سَئَالَنِيْ اَعْطِيْتَهُ وَمَنْ تَوَكَّلُ عَلي كَفَيْتِهِ وَفِيْ الدّنْيَا اَسْتُرُ عَلي العَصَاةِ وَفِيْ الْاَخِرَةِ اَشْفَعُكَ فِيْهِمْ.

'হে প্রিয় হাবীব! আমি তাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবো, তাদের গুনাহ সৎকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে দেবো, আর আপনার যে উম্মত আমাকে ডাকবে আমি তাকে ' হে বান্দা! আমি হাজির' বলে তার ডাকে সাড়া দেবো, আর যে আমার কাছে যা প্রার্থনা করবে, আমি তা প্রদান করবো, আর যে আমার উপর নির্ভর করবে দুনিয়াতে তাকে পাপীদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে গোপন রাখবো আর পরকালে তাদের ব্যাপারে আপনার শাফায়াত কবূল করবো।"[৭৯]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার কতো সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾

"অতঃপর আল্লাহর নিকটবর্তী হলেন, এমন কি তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ বা কম ব্যবধান রইলো।"[৮০]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীদার লাভ করত আল্লাহ্ তাঁকে কি দিয়েছেন, আর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নিয়েছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কি গোপন আলাপ আলোচনা হয়েছে তা একমাত্র দানকারী এবং গ্রহণকারীই জানেন। কুরআনও তাঁদের গোপনীয়তা প্রকাশ করেনি। বরং শুধু এতটুকু এরশাদ হয়েছে -

﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾

"তিনি আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার, করলেন।"[৮১]

নির্জনতার অতল রহস্য ওহীর রহস্যে লুকায়িত রয়েছে- কোন মুকার্‌রাব ফিরিশতা বা কোন নবীয়ে মুরসাল তা অবগত নহেন। মূলত মি'রাজ এমন এক রহস্য যা রহস্যের অন্তরালে চিরদিন সংগোপন রয়েছে এবং থাকবে।

[৭৯]. আল্লামা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আহ্‌মদ কাদেরী : তীবুল ওয়ারদা আল কাসীদাতিল বুরদা, পৃষ্ঠা : ২৭৯, মাকতাবা আল হাবীব, জামেয়া হাবীবিয়া, এলাহাবাদ, ১৪০৯ হিজরী।

[৮০]. কুরআনুল করিম : সূরা নাজম, আয়াত : ৮,৯।

[৮১]. কুরআনুল করিম : সূরা নাজম, আয়াত : ১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৯)

أَنْتَ الَّذِيْ لَمَّا تَوَسَّلَ ادَمُ مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ اَبَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার অসিলায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে কামিয়াব হলেন, অথচ তিনি আপনার আদি পিতা।

(১০)

وَبِكَ الْخَلِيْلُ دَعَا فَصَارَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَ قَدْ خَمَدَتْ بِنُوْرِ سَنَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার অসিলা দিয়ে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন। অমনি তাঁর আগুন নিভে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

(১১)

وَدَعَاكَ اَيُّوْبُ لِضُرٍّ مَّسَّهُ فَأُزِيْلَ عَنْهُ الضُّرُّ حِيْنَ دَعَاكَ

অনুবাদ ঃ হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম বিপদের সময় আপনাকে ডাকলেন। অমনি তাঁর বিপদ কেটে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে প্রিয় রাসূল হযরত আহমদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় হযরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবূল হওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণের পর স্বীয় বিচ্যুতির জন্য তিনশত বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে মাথা উঠাননি। আর এমনভাবে কেঁদে ছিলেন যে, যদি সমগ্র মানবজতির চোখের পানি একত্রিত করা হয়, তবুও হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের চোখের পানির সমান হবে না।[৮২] অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে কিছু বাণী জাগরিত হলো। আর যখন তিনি আল্লাহর বলে দেয়া সে বাণী হতে কিছু বাণী দ্বারা ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ্‌র রহমত তাঁকে টেনে নিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর বলে দেয়া সেই ফরিয়াদের বিশেষ বাণী বা ভাষা কি ছিল? এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর কাসীদার এ পঙ্‌ক্তিতে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ফরিয়াদের সেই বিশেষ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যা নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসূত্রে বর্ণনা রয়েছে। যেমন- শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস

[৮২]. আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, সূরা বাক্বারা'র ৩৭ নং আয়াতের পার্শ্ব টীকা, পৃষ্ঠা-১২, তাজ কোম্পানী লিমিটেড, করাচি,লাহোর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেহলভী তাঁর 'মাদারিজুন নুবুয়ত (দ্বিতীয় খন্ড) গ্রন্থের প্রারম্ভে, প্রখ্যাত মুফাস্সির ইসমাইল হক্কী হানাফী তাঁর 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' সুরা বাক্বারার ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং তিবরানি, হাকিম, আবু নাঈম ও বায়হাকী হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু হতে একটি রেওয়ায়েত নকল করে বলেছেন যে, যখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় বিচ্যুতির জন্য দুঃখ ও পেরেশানে নিমগ্ন ছিলেন এবং 'তাওবার' চিন্তায় বিভোর ছিলেন, এ সময় তাঁর স্মরণ হলো, যখন আমি সৃষ্টি হয়েছিলাম, তখন মহান আরশের উপর লিখিত দেখেছিলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ '। তখন বুঝতে পারলাম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাঁর নাম মুবারক নিজের মহান নামের সাথে মিলিয়ে আরশে লিখে রেখেছেন। আর তখনই হযরত আদম আলাইহিস সালাম 'রাব্বানা যালামনা আনফুসানা.....হাসেরীন'-এ দোয়ার সাথে-

اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

(হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি,অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।) এ বলে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের অসিলা নিয়ে প্রার্থনা করতেই আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ক্ষমা করে দেন।[৮৩]

তাই আল্লামা জামী তাঁর এক কাসীদায় বলেছেন-

اگر نام محمد را نیاوردی شفیع ادم
ندادم یافتی توبہ نہ نوح از غرق نجینا

'যদি হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় তাওবা কবুলের জন্য হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে অসিলা না বানাতেন, তাহলে না তাঁর তাওবা কবূল হতো, আর না হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতো।"

[৮৩]. পূর্বোক্ত;- ১২, শায়খ মুহাম্মদ বিন আহ্‌মেদ বিন আয়ায : 'বাদঈয্ যাহ্‌র ফী ওয়াকীয়াদ দাহ্‌র' "। 'দারুল কুতুব আশ্ শা'আবীয়াহ্, বৈরুত, লেবানান, পৃষ্ঠা : ৪৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের দোয়া কবূল হওয়া

১০নং কাসীদায় ইমাম আ'যম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালমের দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের কপালে সংরক্ষণ করেন। এ জন্য হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে ফিরিশ্‌তা দ্বারা সিজ্‌দা করায়ে সম্মানিত করা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালামের বংশ পরম্পরায় এ নূর স্থানান্তর হয়ে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের কপালে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো। যখন হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম নমরূদ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরের বরকতে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভে গিয়ে শান্তিময় শীতল বাগিচায় পরিণত হয়। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾

"হে আগুন তুমি ইব্‌রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"[৮৪]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের রোগ মুক্তি

হযরত আইয়ূব আলইহিস্ সালাম ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালামকে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বর সুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এ সবই তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং সমস্ত শরীরে কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্‌বা ও অন্তর ব্যতীত শরীরে কোন অংশই এ রোগ হতে মুক্ত ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি জিহ্‌বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এ দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে তাঁর একজন স্ত্রী (যিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের পৌত্রি ছিলেন) ব্যতীত সব প্রিয়জন,বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে লোকালয়ের বাইরে চলে যেতে

[৮৪]. কুরআনুল করিম : সূরা আম্বিয়া, পারা-১৭, আয়াত : ৬৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাধ্য করেন। স্ত্রী মেহেনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রী 'লাইয়্যা' একবার আরযও করলেন যে, আপনার কুষ্ঠ অনেক বেড়ে গেছে। এই কুষ্ঠ দুর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাবে বললেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। (অথচ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল।[৮৫]

হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের এ দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরীক্ষার সময় যখন তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার উসিলা নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন তখন তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে শুভাগমনের বহু পূর্বে তাঁর অসিলা নিয়ে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম প্রমুখ নবীগণের দোয়া করা এবং এ দোয়া আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঐ সব লোকদের আক্বীদাকে সম্পূর্নরূপে প্রতিরোধ করে যারা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য আহবান করাকে অস্বীকার করে। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু উপরোক্ত পংক্তিগুলোতে একথা সুস্পষ্ট বলেছেন যে, পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণ হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমনের বহু পূর্বে তাঁর অসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করে আসছেন। আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবী-ওলীদের অসিলা নিয়ে দোয়া করা বা তাঁদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি তাঁদের জীবদ্দশায় যেমন বৈধ, তেমনি

৮৫. আল্লামা নাঈমুদ্দীন মোরাদাবাদী : সূরা আম্বিয়ার ৮৩ও৮৪ নং আয়াতের পার্শ্ব টীকা, পৃষ্ঠা : ৫২৭, তাজ কোম্পানী লিমিটেড,করাচি, লাহোর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁদের ইন্তিকালোত্তরও সামনভাবে বৈধ। যা ইমাম আযম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর এসব কাসীদা দ্বারাই বুঝা যায়। যারা এটাকে অবৈধ মনে করে তারা প্রকৃতার্থে 'হানাফী' নয় বরং গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দিন। আমীন!

(১২)

وَبِـــكَ الْمَــسِيْحُ اَتَي بَــشِيْرًا مُخْـــبِرًا　　بِــصِفَاتِ حُــسْنِكَ مَادِحًــا بِعُــلَاكَ

অনুবাদ ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আপনার আগমনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আপনার সৌন্দর্য আর উচ্চ মর্যাদার প্রশংসা করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে আরাম্ভ করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল নিজেদের উম্মতদেরকে শেষ নবী আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমনের শুভ সংবাদ দিয়ে আসছেন। সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমন সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ ১২তম লাইনে তা বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভ পদার্পণ সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতদের উদ্দেশ্যে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তা এভাবে ব্যক্ত করেন-

﴿إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

'যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল, হে বনি ঈসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন মহান রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।'[৮৬]

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُوْبٌ
خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ

৮৬. কুরআনুল করিম : সূরা আস্-সাফ, পারা- ২৮, আয়াত : ৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَبَشَارَةُ عِيْسَى وَرُؤْيَا أُمِّي اَلَّتِي رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একদিন ইরশাদ করেছেন যে, আমি সত্ত্বরই অবহিত করছি আমার নবুয়াতের বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে। আর তা হলো, আমি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের দু'আ, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সুসংবাদ এবং আমাকে প্রসবকালে আমার মায়ের স্বপ্ন হই। আমার জন্মের প্রাক্কালে এমন একটা নূর (জ্যোতি) বিচ্ছুরিত হলো-যা সিরিয়া দেশের প্রাসাদগুলো আলোকিত করে তুলেছিল।[৮৭]

(১৩)

وَكَذَاكَ مُوْسِي لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلاً بِكَ فِي الْقِيَامَةِ يَحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

অনুবাদ ঃ তেমনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই দুনিয়ায় আপনার অসিলা নিয়েছেন। আবার হাশরের দিনেও তিনি আপনার আশ্রয় চাইবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো উচ্চ মর্যাদাবান রাসূল পর্যন্ত যখন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদা ও বুযর্গীর কথা জানতে পারলেন তখন তিনিও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁকে এ মহান নবীর উম্মত করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু "وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا"[৮৮] পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে 'তাওরাত' কিতাব দান করলেন তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, হে রব! তাওরাতের মতো বিরাটাকার আসমানী গ্রন্থ দিয়ে তুমি আমার উপর যে বড়ো দয়া ও রহম করেছো, হয়তো এমন দয়া আমার পূর্বে কারো প্রতি করা হয় নি। জবাবে আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তোমার অন্তরকে আমি সমস্ত নবীর চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ পেয়েছি এজন্য তোমাকে আমার বাণী (তাওরাত) ও রিসালাত দিয়ে ধন্য করেছি। অতএব, তুমি তা গ্রহণ কর-যা তোমাকে দেয়া হয়েছে আর কৃতজ্ঞ লোকদের

[৮৭]. ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফযাঈলু সায়্যিদিল মুরসালীন, মিরাজ বুক ডিপো। সাহারানপুর, পৃষ্ঠা : ৫১৩

[৮৮]. কুরআনুল করিম : সূরা আল- ক্বাসাস, আয়াত : ৪৬

www.AmarIslam.com

অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার তাওহীদ ও আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার উপর ওফাত লাভ কর। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে প্রভু! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কে, যার ভালবাসা এবং তোমার তাওহীদ পরিপূরক? এরশাদ হল, 'তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার প্রিয় হাবীব, আসমান জমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্ব থেকে যার নাম আরশের উপর খোদিত ছিল। হে মুসা! তুমি যদি আমার সান্নিধ্য পেতে চাও তাহলে তাঁর প্রতি সর্বদা দুরূদ শরীফ পড়তে থাক।' হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম আবার আরয করলেন, ওহে রব! আমাকে আবার বলুন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কে, যিনি ছাড়া তোমার সান্নিধ্য অর্জন করা সম্ভব নয়? উত্তর আসল,

لَوْ لاَ مُحَمَّدٌ وَ اُمَّتُهُ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ وَ لاَالشَّمْسَ وَ لاَالْقَمَرَ وَلاَاللَّيْلَ وَلاَ النَّهَارَ وَلاَ مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلاَنَبِيًّا مُرْسَلاً وَلاَ اِيَّاكَ.

'যদি আমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত সৃষ্টি করা না হতো, তবে আমি জান্নাত, দোযখ, সূর্য, চন্দ্র, দিন-রাত, সম্মানিত ফিরিশ্তা এবং মুরসাল নবীগণকেও সৃষ্টি করতাম না, এমন কি হে মূসা তোমাকেও।'

আবূ নাঈম হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি এ বলে ওহী করলেন, যে আমার সান্নিধ্যে আসবে অথচ সে আমার প্রিয় হাবীব 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। তখন মূসা আলাইহিস্ সালাম আরয করলেন, ওহে রব! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কে ? ইরশাদ হলো- আমার সৃষ্টিজগতে তাঁর চেয়ে মর্যাদাবান কোন কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। জমিন ও আসমান সৃষ্টির পূর্বে তাঁর নাম আমার নামের সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ ছিল। যতক্ষণ তিনি এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, ততক্ষণ অন্যান্যদের জান্নাতে যাওয়া হারাম করে দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আরয করলেন- তাঁর উম্মত কারা ? বলা হলো- তাঁরা অত্যন্ত প্রশংসাকারী। এভাবে যখন তাদের অন্যান্য গুণানাবলীর কথা বলা হলো, তখন মুসা আলাইহিস্ সালাম আরয করলেন- তবে আমাকে ঐ মহা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্মানিত নবীর উম্মত করুন। ইরশাদ হলো- তিনি তো সর্বশেষে আসবেন, তবে তোমাকে এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিক করবো।[৮৯]

(১৪)

وَالاَنْبِيَاءُ وَ كُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرَي وَ الرُّسُوْلُ وَ الاَمْلاَكُ تَحْتَ لِوَاكَ

অনুবাদ ঃ সকল নবী-রাসূল, রাজা-বাদশা তথা গোটা সৃষ্টিজগৎ আপনারই ঝাণ্ডাতলে আশ্রয় চাইবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কাসীদার এ লাইনে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহান মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আর তা হলো 'লিওয়ায়ে হামদ'। কিয়ামতের কঠিন দিনে হাশরের উত্তপ্ত ময়দানে পূর্বাপর সকল গুনাহ্গার ঈমানদার মুসলমান শাফায়াতকারীর খুঁজে হন্য হয়ে ঘুরবেন। প্রত্যেক নবীর নিকট হতেই উত্তর আসবে, অন্যের নিকট যাও। শেষ পর্যন্ত তারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা তলে সমবেত হবেন। যে পতাকার তলে সকল নবী ও রাসূল এবং উম্মতগণ সমবেত হবেন এ পতাকার নাম হবে 'লিওয়ায়ে হাম্দ'। আর শাফায়াত করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মর্যাদায় উপনীত হবেন তার নাম 'মাকামে মাহমূদ' বা প্রশংসিত স্থান। কারণ সেই দিন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা দেখে শত্রু-মিত্র সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। তাই পরকালে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রসঙ্গে প্রিয় নবী স্বয়ং ইরশাদ করেছেন যে, 'আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের সরদার- এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর আমার হাতে 'লিওয়ায়ে হামদ' বা প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর ঐ দিন হযরত আদম আলাইহিস্ সালামসহ সমস্ত নবী আমার পতাকার নিচেই থাকবে।[৯০]

মূলত হাশরের ময়দানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা শাফায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করা, তাঁকে মহান মর্যাদাবান স্তর 'মকামে মাহ্মূদ' এ উপনীত করা এবং তাঁকে 'লিওয়ায়ে হামদ' প্রদান করা আর এ ঝাণ্ডার নিচে পূর্বাকার সকল নবী রাসূল ও উম্মতদের সমবেত হওয়া-এ সবের একমাত্র উদ্দেশ্য

[৮৯]. শরহে কাসীদাতুল নুমান, পৃষ্ঠা : ৪০ (১৯৫২ইং), লাহোর। এ প্রকার বর্ণনা ইমাম আবু নাঈম আহ্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী, (মৃ: ৪৩০হি:) তাঁর 'দালাযিলুন নবূয়্যত' গ্রন্থেও উল্লেখ করেন। (উর্দূ সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ৭১, মাক্তাবা রেযভীয়া, দিল্লি।

[৯০]. ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল- খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ; বাবু ফাযাঈলু সায়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা : ৫১৩, মিরাজ বুক ডিপো, সাহারানপুর (ইউ, পি)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলো জগতবাসীর সামনে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান মর্যাদাকে তুলে ধরা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জনৈক কবি বলেছেন-

'ফকদ্ ইত্না সবাব হ্যায় ইন্ইকাদে বযমে মাহশরকা,
কেহ উন কি শানে মাহবুবী দেখায়ী জানে ওয়ালী হ্যায়।'

'মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা প্রদর্শনই হচ্ছে হাশরের ময়দানের আয়োজন অনুষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র কারণ।'

(১৫)

لَكَ مُعْجِزَاتٌ اَعْجَزَتْ كُلَّ الْوَرَي وَفَضَائِلُ جَلَّتْ فَلَيْسَ تُحَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার অনেক বিস্ময়কর মু'জিযা আছে। আরো আছে অগণিত মহৎ গুণাবলী, যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

(১৬)

نَطَقَ الذِّرَاعُ بِسْمِهِ لَكَ مُعْلِنًا وَالضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِيْنَ اَتَاكَ

অনুবাদ ঃ বিষধর প্রাণী নত মস্তকে আপনার সাথে কথা বলেছে। গোসাপও আপনার ডাকে সাড়া দিতে হাজির হয়েছে।

(১৭)

وَالذِّئْبُ جَاءَكَ وَ الْغَزَالَةُ قَدْ اَتَتْ بِكَ تَسْتَجِيْرُ وَ تَحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

অনুবাদ ঃ জঙ্গলের নেকড়ে আর হরিণী আপনার কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের জন্য এসেছে।

(১৮)

وَكَذَ الْوُحُوْشُ اَتَتْ اِلَيْكَ وَسَلَّمَتْ وَ شَكَا الْبَعِيْرُ اِلَيْكَ حِيْنَ رَاكَ

অনুবাদ ঃ বন্যপশুরা আপনার কাছে এসে সালাম দিয়েছে। আর উট আপনাকে দেখে নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিস্ময়কর মু'জিযাবলী ও অগণিত মহৎ গুণাবলী দান করেছেন ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে তার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। মূলত সকল নবী-রাসূলের কামালাত ও গুণাবলী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পুঞ্জিভূত ছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে আমি অশেষ সৌন্দর্য দান করেছি।"[৯১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট এসে আরয করলেন, আপনি জানেন কি, কিভাবে আপনার রব আপনার মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন? আমি বল্লাম আল্লাহই তা ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, যেখানে আমার স্মরণ হবে, সেখানে আপনাকেও স্মরণ করা হবে। অর্থাৎ আপনার স্মরণ ব্যতীত শুধু আমাকে স্মরণ করা হলে তা হবে না।
আল্লামা জামীর ভাষায়-

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری انچہ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری

'হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য,হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মৃতকে জীবিত করার শক্তি এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ঝলমলানো হাত তথা সমস্ত নবীদের সম্মিলিত সৌন্দর্য ও গুণাবলীর হে রাসূল আপনি একাই অধিকারী।'

তাই ইমাম আ'যম কাসীদার ১৫তম লাইনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসংখ্য গুণাবলী ও মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলোতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মু'জিযা ও গুণাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করেছেন। যেমন-
জঙ্গলের বিভিন্ন বিষধর প্রাণী ও বণ্য পশুরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও রিসালতের স্বীকার করা, তাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া-এ রকম অনেক ঘটনা বিভিন্ন সীরাত লেখকগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী তাঁর 'দালায়ীলুন নবুয়াত' গ্রন্থে, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী তাঁর 'আল-খাসায়ীসুল কোবরা ফিল মু'জিযাতি খায়রিল ওয়ারা' গ্রন্থে আর শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর 'মাদারিজুন্ নবুয়াত' গ্রন্থে এ সব মু'জিযার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। এখানে ইমাম আ'যম তাঁর কাসিদার ১৬,১৭ও ১৮নং লাইনগুলোতে যে সব মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা বর্ণনার প্রয়াস পেলাম।

[৯১]. কুরআনুল করিম : সূরা আল কাওসার, পারা-৩০, আয়াত :১।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গোসাপ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়া

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বনি-সালিম গোত্রের এক বেদুঈন একটি গোসাপ শিকার করে তথায় উপস্থিত হলো। সে বললো, লা'ত ও উজ্জার শপথ ! আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত এ গোসাপ আপনাকে রাসূল বলে সত্যায়ন করবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে গোসাপ বলো যে, আমি কে? তখন এ গোসাপ বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এমনভাবে কথা বলত শুরু করলো, যাতে উপস্থিত সকলে বুঝতে পারে। লাব্বাইকা ও সা'আদায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি উপস্থিত! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললো, হে গোসাপ! তুমি কার ইবাদত করে থাক? গোসাপ বললো, আমি ঐ সত্তার ইবাদত করি যার আরশ আসমানে, যার হুকম পৃথিবীতে আর সমুদ্র তাঁর কর্তৃত্বে। আর জান্নাত হলো তাঁর রহমত স্বরূপ এবং দোযখ হলো তাঁর শাস্তি স্বরূপ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কে হই? গোসাপ বললো, আপনি রাব্বুল আলামীনের রাসূল এবং শেষ নবী। সে লোকই সফলকাম যে আপনাকে সত্য বলে জেনেছে আর সে ব্যক্তিই ধ্বংসে নিপতিত যে আপনাকে অস্বীকার করেছে। গোসাপের মুখে এ কথা শুনে ঐ বেদুঈন মুসলমান হয়ে যায়।[৯২]

নেকড়ে বাঘ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করা

মতলব ইবনে আব্দুল্লাহ হান্‌তাব বলেন যে, একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ একটি বাঘ আসলো এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে দাঁড়িয়ে তার ভাষায় আওয়াজ করলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বনের পশুদের পক্ষ হয়ে তোমাদের কাছে প্রতিনিধি হয়ে এসেছে আর বলছে যে, হয় লোকেরা তাদের সম্পদ থেকে একটি অংশ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখবে, যা অন্য কাউকে দেয়া হবে না, তবে আমরা ঐ অংশ নিয়ে তৃপ্তি থাকবো,

[৯২]. (ক) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন নবুয়্যাত (১ম খন্ড) (উর্দু সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ৩৪৫, আদবী দুনিয়া,দিল্লি। (খ) আবু নাঈম ইসপাহান: দালাইলুন নবুয়্যত (উর্দু সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ৩৩৯, মাক্‌তাবা-ই রেযভীয়া, নয়াদিল্লি (গ) জালালুদ্দীন সুয়ূতী : খাসাইসুল কুবরা (উর্দু সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ১৩৪, ইঁতিকাদ পাবলিকেশন্স হাউস,নয়াদিল্লি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথবা আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোন কিছু ছিনিয়ে নেব-এজন্য আমাদেরকে তাড়া করতে পারবে না এবং কোন অভিযোগও চলবে না আর ঐ বস্তু আমাদের থেকে পুনরায় ছিনিয়ে নেয়ারও চেষ্টা যেন করা না হয়। সাহাবীরা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা তো তাদেরকে কিছু দিতে রাজি নয়। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নেকড়ে বাঘের প্রতি স্বীয় আঙ্গুল মুবারক তুলে লোকদের থেকে পালিয়ে যেতে ইশারা করলেন, তখন সে দৌড়ে চলে গেল।[৯৩]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে হরিণীর নিরাপত্তা লাভ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা হরিণ শিকার করে তাবুর খুটির সাথে বেধেঁ রেখেছিলো। তখন এক হরিণী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে শিকার করা হয়েছে, অথচ আমার দু'টি বাচ্চা রয়েছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি তাদেরকে দুধ পান করিয়ে চলে আসি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটার মালিক কে? একজন লোক বললো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি হলাম এটার মালিক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে ছেড়ে দাও, যাতে সে তার আপন সাবকদ্বয়কে দুধ পান করায়ে চলে আসে। শিকারী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এটা না আসে তবে এর জামিন কে হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হবো। তখন সে হরিণীকে ছেড়ে দিলো। হরিণী তার প্রতিশ্রুতি মত আপন বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে চলে আসে। তখন শিকারী তাকে বেঁধে রাখে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঐ পথ দিয়ে আসলে শিকারীকে বললো, তুমি এটা বিক্রি করবে কি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনাকে হাদিয়া দিলাম। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে ছেড়ে দাও। শিকারী তা ছেড়ে দিলো আর হরিণী স্বীয় বাচ্চাদের কাছে ফিরে গেলো। হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ ! আমি ঐ হরিণীকে ' আশ্‌হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে চলে যেতে দেখেছি।[৯৪]

[৯৩]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৩৭।
[৯৪]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৩৭,৩৪৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উটের অভিযোগ পেশ করা

একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাগানে গেলেন। একটি উট সেখানে পানির চাক্কা টানছিল। উটটি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই ক্রন্দনের স্বরে চিৎকার করে উঠলো। আর ওটার দু'চোখ দিয়ে দরদর বেগে পানি ঝরছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার কাছে গিয়ে তার মাথায় ও পিঠে হাত রাখলে সে চুপ হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটের মালিক কে? লোকেরা মালিকের নাম বললো। তাকে ডেকে আনা হলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ জন্তুগুলো আল্লাহ তোমাদের অধীনে ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন, এগুলোর প্রতি তোমরা অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করবে। এ উট আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি ওটাকে খেতে দাও না এবং নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাক।[৯৫]

তেমনি একবার এক আনসারীর একটি উটের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ও পাগামি করতে শুরু করে। লোকেরা গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা জানালেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির কাছে যেতে ইচ্ছা করলেন। তখন সকলেই বললো যে, 'না, রাসূলুল্লাহ্, আপনি সেখানে যাবেন না। কেননা উটটি কুকুরের মতো লোকদেরকে কামড়াচ্ছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তা ভয় করি না।' এ কথা বলে তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন উটটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মাথা নত করে দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় হাত বুলালেন এবং সেটিকে ধরে তার মালিকের নিকট সোপর্দ করলেন। পরে বললেন, প্রত্যেকটি সৃষ্টিরই এ কথা জানা আছে যে, আমি আল্লাহর রাসূল। কিন্তু গুনাহগার মানুষ ও নাফরমান জ্বীন এটার ব্যতিক্রম। সাহাবীরা এ দৃশ্য দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জন্তুরা যখন আপনাকে সিজদা করে, তখন মানুষের উচিত সর্বাগ্রে আপনাকে সিজদা করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে বললেন, যদি পরস্পর সিজদা করা জায়েয হতো, তাহলে আমি স্ত্রী লোককে তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে হুকুম করতাম।[৯৬]

[৯৫]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪২,৩৪৩।
[৯৬]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এভাবে মানুষের মতো প্রত্যেক জীব-জন্তু, পশু-পাখিরও উপর ফরয যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। তাই শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর 'মাদারিজুন নবুয়্যাত' গ্রন্থে বলেন, 'নবী করিম সমস্ত জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং সকল সৃষ্টির রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"হে রাসূল! আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টির রহমত করে প্রেরণ করেছি।"[৯৭]

(১৯)

وَدَعَوْتَ اَشْجَارًا اَتَتْكَ مُطِيْعَةً وَسَعَتْ اِلَيْكَ مُجِيْبَةً لِنِدَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনি গাছকে ডাক দিয়েছেন। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে অনুগত গাছ আপনার পানে ছুটে এসেছে।

(২০)

وَالْمَاءُ فَاضَ بِرَاحَتَيْكَ وَ سَبَّحَتْ صُمُّ الْحَصٰى بِالْفَضْلِ فِيْ يُمْنَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার পবিত্র হাত থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছে, আর ডান হাতে নির্বাক পাথরও তাস্‌বীহ পাঠ করেছে।

(২১)

وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَرٰي وَ الْجِذْعُ حَنَّ اِلٰى كَرِيْمِ لِقَاكَ

অনুবাদ ঃ মেঘ আপনার মাথার উপর ছায়া দিয়েছে। আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় শুষ্ক খেজুর ডালি ঢোকরে কেঁদেছিল।

(২২)

وَكَذَاكَ لَا اَثَرَ لِمَشْيِكَ فِي الثَّرٰي وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهٖ قَدْ مَاكَ

অনুবাদ ঃ নরম মাটিতে আপনার চলার চিহ্ন পড়েনি। আবার কঠিন পাথরে আপনার দু'পায়ের ছাপ বসে গিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেভাবে সমস্ত জীব-জন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত ও বাধ্য ছিলো, তেমনি সকল উদ্ভিদ ও জড় পদার্থও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ফরমাবর্দার ও আনুগত্যশীল ছিলো। কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর

[৯৭]. কুরআনুল করিম : সূরা আম্বিয়া, পারা ১৭, আয়াত : ১০৭।

রাসূল ও নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি মানব-দানব ও ফিরিশতাকুলের যেমন নবী, তেমনি সমস্ত গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ, এক কথায় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুরই নবী ও রাসূল। তাইতো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً.

'আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি।'[৯৮]

'কাসীদা-ই নূ'মান' এর এ ১৯, ২০, ২১ ও ২২ নং শ্লোকে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাব্যিক সুষমায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে বৃক্ষরাজি সাড়া দিয়ে নবীর পানে ছুটে আসা, রাসূলের নূরানী হাত হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়া, তাঁর হাতের স্পর্শে নির্জীব পাথর তাসবীহ পড়া, মেঘমালা তাঁকে ছায়া দেয়া, বালুকাময় ময়দানে তাঁর পায়ের নিদর্শন না পড়া আর কঠিন পাথর তাঁর পদনিদর্শনকে বুকে আগলিয়ে রাখা প্রভৃতি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এখানে মু'জিযাগুলোর ধারাবাহিক উল্লেখ করা হলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে গাছ ছুটে আসা

ইমাম হাকীম *'মুস্তাদরিক'* গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমরা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এক বদ্দু (গ্রাম্যলোক) কে আসতে দেখলেন। যখন ওই বদ্দু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? জবাবে বদ্দু লোকটি বললো, পরিবার-পরিজনদের কাছে যেতে ইচ্ছা করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তুমি কি সাওয়াব অর্জন করতে চাও? সে বললো, কি সে সাওয়াব? তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কালিমা-ই তাওহীদ শিক্ষা দিলেন। সে বলল, আপনি যে রাসূল এ কথার সাক্ষ্য কে দেবে? জবাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সামনে দাঁড়ানো এ বৃক্ষটি। এ কথা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রান্তরের এক পাশে দাঁড়ানো গাছটিকে ডাকলেন। তখন গাছটি স্বস্থান হতে উপড়ে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এস দাঁড়ালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু

[৯৮]. ওয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাদায়িলু সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃঃ ৫১২

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উহার দ্বারা কালিমা-ই তাওহীদ পড়ালেন, গাছটি তা পড়লো এবং পরে নিজ স্থানে ফিরে গেলো। বদ্দু এ কথা বলে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো যে, আমার পরিবারবর্গও যদি ইসলাম কবূল করে, তা হলে সকলকে সাথে করে নিয়ে আসবো, নতুবা একা এসে আমি আপনার সাথে থাকবো।[৯৯]

ইমাম আবূ নাঈম 'দালাইলুল নবুয়্যত' গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন যে, এক বেদুঈন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবুও আমাকে এমন কোন নিদর্শন দেখান, যাতে আমার ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কোন নিদর্শন দেখতে চাও ? সে বললো, ঐ বৃক্ষকে আদেশ করুন যেন তা আপনার সমীপে চলে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও উহাকে ডেকে নিয়ে আস! ঐ বেদুঈন বৃক্ষের কাছে গিয়ে বললো, হে বৃক্ষ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তলব করছে। এ কথা বলার দেরি নেই বৃক্ষটি আহবান পেয়ে এদিক সেদিক হেলে স্বীয় শিকড়সহ উপড়ে গিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষ থেকে 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সালামও ধ্বনিত হলো। বেদুঈন এটা দেখে বলে উঠলো, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষকে চলে যেতে বললে, তা চলে যায় এবং পূর্বের ন্যায় স্বস্থানে শিকড়সহ গেড়ে বসে। তখন বেদুঈন লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আপনার মাথা মোবারক ও কদম শরীফ চুম্বন করি। তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। রাসূলের মাথা ও কদম শরীফ চুমা দিয়ে সে তার আশা পূরণ করলেন। এবার সে বললো, আপনাকে সিজদা করতে আমাকে অনুমতি দেবেন কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আল্লাহ ছাড়া) কাউকে সিজদা করতে পারো না, যদি আমি এটার অনুমতি দিতাম তবে সর্বপ্রথম নারীদেরকে বলতাম তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করে।[১০০]

তেমনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, একবার কোন সফরে আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম।

---

৯৯. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন নবুয়্যাত, (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা : ৩৪৮, আদবী দুনিয়া, মাটিয়া মহল, দিল্লী।

১০০. আবূ নাঈম আহমদ বিন আবদুল্লাহ ইস্পাহানী (ওফাত-৪৩০হি:) দালায়েলুন নবুয়্যত, উর্দু সংস্করণ, ১৯তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা :৩৫০, মাকতাবা রেযবীয়্যাহ,নয়াদিল্লী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক ক্রিয়া সমাপন করতে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে পানির পাত্র নিয়ে গেলাম। খোলা মাঠের মধ্যে তিনি এদিক সেদিক তাকালেন, আড়াল করবার মতো ওখানে কিছুই ছিল না। মাঠের দু'পার্শ্বে কেবল দুটি গাছ দেখা গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের পাশে গেলেন এবং উহার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে আমার কথা মান। গাছটি অনুগত উটের মতো তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলো। পরে দ্বিতীয় গাছটির নিকটে গেলেন, সেটিও অনুরূপ তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলো। এভাবে দু'টি গাছকে একস্থানে একত্রিত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর হুকুমে পরস্পরে মিলিত ও জুড়ে যাও। গাছ দুটি মিলে গেল।

হযরত জাবির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দূরে গিয়ে বসে পড়ি। কিছুক্ষণ পর পেছন হতে তাঁর পায়ের শব্দ শুনা গেল। ফিরে তাকাতেই দেখলাম- তিনি আমার দিকে আসছেন আর গাছ দু'টি একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছুক্ষণ পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মাথা মোবারক দ্বারা ইঙ্গিত করলে বৃক্ষ দু'টি স্বস্থানে আবার চলে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়া

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ মু'জিযাগুলোর মধ্যে হাতের আঙ্গুল মোবারক হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়াও রয়েছে। যা বিভিন্ন সময় নানা প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যক লোকের সামনে প্রকাশিত হয়। আর এটা এতোধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- যা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। আর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া এ প্রকার মু'জিযা অন্য কোন নবী হতে প্রকাশ পায়নি। যদিও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠির আঘাতে পাথর হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হওয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু আঙ্গুল থেকে পানি বের হওয়া পাথর থেকে পানি বের হওয়ার চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক। কেননা সাধারণত অনেক পাথর থেকে পানি নির্গত হয়, কিন্তু আঙ্গুলের গোস্ত ও হাড্ডি থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে দেখা যায় না। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা থেকে অনেকাংশে বিস্ময়কর ও শ্রেষ্ঠ । এখানে এ মু'জিযা প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েত (হাদিস) গুলো বর্ণনা করা হলো-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ؟ قَالُوا : لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، قُلْتُ :كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

"হযরত জাবির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা সবাই পানি না থাকায় পিপাসার্ত ছিলাম আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি জলপাত্র ছিল- যা দ্বারা তিনি ওযূ করছিলেন। সমস্ত সাহাবা-ই কিরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুস্পার্শ্বে এসে ভিড় করতে দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,কী হলো, তোমরা সবাই আমার চারদিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো? তাঁরা আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সম্মুখস্থ এ সামান্য পানি ছাড়া ওযূ ও পান করার মতো আমাদের কারো নিকট এক ফোটাও পানি নেই। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত জলপাত্রে আপন হাত মোবারক রাখলেন। তখন তাঁর হাত মোবারকের আঙ্গুলগুলোর ফাঁক হতে ঝর্ণার ন্যায় পানির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। অতঃপর আমরা সকলে ঐ পানি পান করলাম আর ওযূ করলাম। লোকেরা হযরত জাবির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত! আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা যদি এক লাখ হতাম তবুও এ পানি আমাদের যথেষ্ট হতো; তবে আমরা ছিলাম পনেরশত জন।"[১০১]

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। সাহাবা-ই কিরামদের কারো কাছে পানি না থাকায় আমরা সকলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এবং আমাদের উট ও অন্যান্য জন্তুগুলো পিপাসার্ত। ইরশাদ করলেন, অল্প পরিমাণ

[১০১]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৩২ (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলেও কিছু পানি নিয়ে আস। লোকেরা সমস্ত মশক হতে অল্প অল্প করে কয়েক ঢোক পানি নিয়ে আসলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সামান্য পানি একটি পাত্রে রাখতে বললেন। অতঃপর তিনি আপন হাত মোবারক ঐ পানির মধ্যে রাখলেন। হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দেখলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল আঙ্গুল মোবারক হতে ঝর্ণার ন্যায় পানির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। তারপর আমরা এ পানি আমাদের জন্তু জানোয়ারগুলোকে পান করালাম আর আমাদের মশকগুলোও পানিতে ভর্তি করে নিলাম।[১০২]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

نور کے چشمے لہریں دریا بہیں
انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতের স্পর্শে নির্জীব পাথরে প্রাণের স্পন্দন

হযরত আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা একদল সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারকে কিছু পাথর কুড়িয়ে নিলেন, তখনই ঐ পাথর তাসবীহ পড়তে লাগলো। তারপর তিনি ঐ পাথর জমিতে রেখে দেন এতে তা চুপ হয়ে যায়। আবার তিনি উহা উঠিয়ে নিলে পুনরায় তা তাসবীহ পড়তে থাকে।[১০৩]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত মোবারকের স্পর্শে নির্জীব পাথর ও কঙ্করের প্রাণের স্পন্দন হওয়া এবং তাসবীহ পড়া সম্পর্কীত অনুরূপ ঘটনা হযরত আবু যর গিফারী ছাড়াও হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতেও বর্ণিত আছে। হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা ও মদিনার মরুময় প্রস্তর ভূমির উপর দিয়ে যেখানেই যেতেন, চতুর্দিকের গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত সবই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতেন। যেমন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইরশাদ করেন , আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১০২]. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : 'মাদারিজুন নবুয়্যাত' (উর্দু সংস্করণ) ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩১।
[১০৩]. দালায়িলুন নবুয়্যাত, পৃষ্ঠা : ৩৮৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার অলি-গলিতে যেখানেই সফর করেছি, চলার পথে গাছ-পালা ও পাহাড়গুলো সবই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আস্‌সলামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সম্ভাষণ জানাতে শুনেছি।[১০৪]

শুধু তা নয় মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমি মক্কার ঐ পাহাড়কে এখনও চিনি যে আমার শুভাগমনের পূর্বেও আমাকে সালাম করেছিল।[১০৫]

হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে, ' একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জলাধারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন, আর আবূ জেহেলের ছেলে ইকরামাও (তখনো মুসলমান হয়নি) হুযূরের সাথে ছিলেন। তখন ইকরামা বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে ঐ পার্শ্বের পাথরখানাকে এখানে আসতে বলুন। এতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাথরকে ইশারা করলেন। তখন ঐ পাথর পানিতে সাঁতরিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম শরীফে উপস্থিত হলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য দিলো। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, হে ইকরামা! তোমার জন্য এতোটুকু কি যথেষ্ট নয়? ইকরামা বললেন, এটাকে আবার যথাস্থানে চলে যেতে বলুন তো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পাথরকে চলে যেতে নির্দেশ দিলে সাথে সাথে সাঁতার কেটে আপন স্থানে ফিরে যায়।'[১০৬]

বস্তুত সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অনুঃপরমাণু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ পঙ্‌ক্তিগুলোতে সে সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আকাশের মেঘমালা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দেয়া

আরবের বালুকাময় ও পাথুরে জমির উপর দিয়ে যখন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরে কোথাও যেতেন, আকাশের মেঘমালা ও পথের বৃক্ষরাজি নত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া প্রদান করতেন। ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এ কাসীদায় সেই অলৌকিক

[১০৪]. মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফিল মু'জিযাত, পৃষ্ঠা : ৫৪০।
[১০৫]. ১. জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা : ২০৩। ২. সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা : ২৪৫।
[১০৬]. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মেঘমালা, গাছ-পালা তথা আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত ছিল। আর এখানে ইমাম আযম পাদ্রী বুহায়রার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাত প্রকাশের পূর্বে বার বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরায় গমন করেন। আবু তালিবের বাণিজ্য দলটি বসরা শহরের উপকণ্ঠে উপনীত হলে জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রী তার গীর্জা হতে বের হয়ে বাণিজ্যদলটিকে দূর হতে লক্ষ্য করে আসছিলেন। কাফেলার অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে একখণ্ড মেঘ ছায়াদান করে আসছে। এ বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁর দৃষ্টিকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিলো। কাফেলা থামলে তিনি আরো দেখলেন যে, একটি তরু তাঁকে ছায়া দান করছে এবং সমস্ত শাখা-প্রশাখা জড় হয়ে তাঁর উপর নত হয়ে রয়েছে। এ অলৌকিক ব্যাপার দেখে তিনি কাফেলার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন এবং কাফেলার সকলকে দাওয়াত করলেন। কিশোর বয়স হেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে সকলেই ভোজে গমন করলেন।

পাদ্রী বুহায়রা তাঁকে না দেখে বললেন, আপনাদের কাফেলার কেউ বাদ পড়েছেন কি? তারা বললো, আমাদের একজন কিশোরকে মাল-সম্পদের পাহারায় রেখে এসেছি তিনি তাঁকেও নিয়ে আসতে বললেন। বস্তুত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন এ ভোজের মূল আকর্ষণ। অবশেষে তাঁরা কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোজে নিয়ে আসলেন। পাদ্রী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করলেন। এবং তাঁর মধ্যে শেষ নবী হওয়ার সকল নিদর্শন দেখতে পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমা খেলেন আর কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে ছিলো যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার ব্যবসায়িক কার্যে শামদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত খাদিজার গোলাম মাইসারা। সে এসে খাদিজাকে জানাল যে, সমস্ত পথে প্রখর রোদ্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'ফিরিশতা ছায়াদান করে আসছেন। শুধু মেঘ নয় ফিরিশতাও তাদের ডানা মেলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া প্রদান করতেন।[১০৭]

[১০৭]. মুহাম্মদ ইনায়ত আহমদ : তারীখ-ই হাবীবে ইলাহ্, পৃষ্ঠা : ১৫ ওয়াসীম বুক ডিপো, নয়া দিল্লী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম বুসিরীও তাঁর 'কাসীদা-ই বুরদা' শরীফে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে লিখেছেন যে,

'তপ্ত দিনের দুপুর বেলা
নীরদ যেমন চলতে সাথে
ধীর অথবা ক্ষিপ্র গতি
তরুর গতি সেই ধারাতে।'[১০৮]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর পিতা হযরত আব্দুর রহীম দেহলভীর বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আন্‌ফাসুল আরেফীন' গ্রন্থের ৪১নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, 'তাঁর পিতার নিকট প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি চুল মোবারক রক্ষিত ছিল। লোকেরা এ গুলোর যিয়ারত করতো। যখন দরূদ শরীফ পড়া হতো এ দু'টি চুল মোবারক পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে যেতো। একদিন কোন এক ব্যক্তি এগুলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক কিনা পরীক্ষা করার জন্য বাইরে প্রখর রোদ্রে নিয়ে যায়। হঠাৎ আকাশে একখণ্ড মেঘ এসে ঐ চুল মোবারককে ছায়া প্রদান করলো। এভাবে তিন তিন বার করা হয়। পরে লোকটি এ চুল সম্পর্কে তার মন্দ মন্তব্য থেকে তাওবাহ করলো।

অতএব রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত একটি চুল মোবারকের যদি এ মহত্ত্ব হয়, তবে সেই মহান সত্তার মান-মর্যাদা কী হবে! ফিরিশতা তাঁদের ডানা মেলে তাঁকে ছায়াদান করা কেন বিচিত্র হবে।[১০৯]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য সকলের ব্যাকুলতা

মূলত সকল নবী ও রাসূল হতে আরম্ভ করে সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মুহূর্তের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল থাকতেন। আল্লাহ্ তা'আলা 'মিসাক' দিবসে যখন সমস্ত রাসূল ও নবী থেকে এ কথা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে,

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾

[১০৮]. শায়খ শরফুদ্দীন বু'সিরী : কাসীদাতুল বুরদা, কাব্যানুবাদ, নুরুদ্দীন আহমদ, সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৬৬, ঢাবি।

[১০৯]. শায়খ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, মুহাদ্দিস : আনফাসুল আরেফীন, পৃষ্ঠা : ৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আমি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে নবুয়্যত ও সিরালত দান করে দুনিয়াতে পাঠাব, তখন তোমাদের শেষ পর্যায়ে আমার প্রিয় রাসূল তোমাদের কাছে এসে যাবেন এবং তোমাদের নবুয়্যতের সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।[১১০]

তখন দুনিয়াতে এসে সকল নবী ও রাসূল স্ব স্ব উম্মতদেরকে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আগমনী বার্তা শুনিয়েছিলেন এবং তিনি এসে গেলে তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। শুধু তা নয় তাঁরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, সেই নবীকে যেন দু'নয়ন ভরে দেখতে পাই। তাই আল্লাহ তা'আলা সকল নবীদের প্রার্থনা কবূল করলেন। মি'রাজ রজনীতে বায়তুল মুকাদ্দিসে সকল নবীকে একত্রিত করে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনদানে সকলকে ধন্য করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আবেদনকে মঞ্জুর করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বশরীরে মি'রাজ করানোর হাজারো রহস্যাবলীর মধ্যে এটাও একটি অন্যতম রহস্য।

শুধু নবীগণ নয়, তাঁদের উম্মতের বড় বড় আলিম ও জ্ঞানীগণ যখন তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য গুণাবলী ও মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ দেখলেন, তাঁরাও আল্লাহর এ সর্বোত্তম সৃষ্টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থে যখন গবেষণা করে দেখলো যে, আল্লাহর এ মহা সম্মানিত নবী পৃথিবীতে আগমন করে এ পথ দিয়ে কোথাও যাবেন বা এ স্থানে তিনি বসবাস করবেন তখন হতে তারা ওই পথের সন্ধান নিয়ে নিজ আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে যুগ যুগ ধরে ঐ স্থানে ও পথে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের আশায় ঘর নির্মাণ করে চাতকের মতো বসে থাকেন, কখন সেই মহান নবীর আগমন এ পথ দিয়ে হবে এবং তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হবে। পূর্বে যে দু'জন নাসতুরা ও বুহায়রা পাদ্রীর কথা বলা হয়েছে তাঁরা উভয় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভের আশায় এ পথে অনেক যুগ ধরে পাহারা দিচ্ছিলেন। কারণ তাঁদের ধর্মীয় পুস্তকে বা তাঁদের নবী থেকে জেনেছেন যে, আল্লাহর এ সম্মানিত রাসূল বাণিজ্য উপলক্ষে এ পথ দিয়ে হেটে যাবেন।

[১১০]. আল-কুরআনুল : সূরা আলে-ইমরান, আয়াত :৮১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতিহাসের পাতায় আরো উল্লেখ আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমনের হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ইয়ামেনের শাসক তুববা'আ হিমইয়ারী চার হাজার আলিম ও দার্শনিকদের নিয়ে এক দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। তাঁরা যখন মদীনা উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাওরাত ও যবূর কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানী আলিমগণ দেখলেন যে, এটা সেই মরু উপত্যকা যেখানে শেষ নবী আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারশ আলিম বাদশাকে বললেন, জনাব! আমরা এখানে থাকতে চাই। জিজ্ঞেস করলেন, কারণ কি? তখন তাঁরা প্রকৃত ঘটনা বাদশাকে খুলে বললেন যে, এখানে একজন মহা সম্মানিত রাসূল প্রেরিত হবেন, যার নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি এখানে হিজরত করে আসবেন আর এখানেই ইন্তেকাল করবেন। নরপতি তুববাআ এ সংবাদ শুনে আদেশ দিলেন, এখানে তাঁদের অবস্থানের জন্য যেন চারশত ঘর নির্মান করা হোক এবং তুব্বা নিজে রাসূলের শানে এক দীর্ঘ চিঠি ও কাসীদা লিখে যান এবং রাসুল আসলে তা তাঁর কাছে নিবেদন করতে বলে যান। যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখন প্রায় সাতশ বছর পর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তুব্বার সেই কাসীদা ও রাসূলের জন্য নির্মিত ঘরটি হস্তান্তর করেন।[১১১] আল্লাহ! নবীপ্রেমিকগণ যুগে যুগে এভাবে প্রিয় নবীর এক মুহূর্ত দর্শন লাভের জন্য কখন হতে অপেক্ষা করছেন!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের চিহ্ন নরম মাটিতে না পড়া আর কঠিন পাথরে অঙ্কিত হওয়া

ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য মু'জিযার কথা ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

اِنَّهُ ﷺ كَانَ اِذَا مَشَيَ علي الصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فِيْهِ.

'যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের উপর দিয়ে চলতেন, তখন তাঁর পা মোবারকের চিহ্ন তাতে লেগে যেতো।'[১১২]

[১১১]. ড. মসউদ আহ্‌মদ : জানে জানা (দ), (১১৯০), পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫, রেযভী কিতাব ঘর (ইউ.পি)
[১১২]. মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী, আল্লামা : যিক্‌রে জামীল, (উর্দু), পৃষ্ঠা : ৩৬৮, নূরী একাডেমী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আজও বিশ্বের নানা মিউজিয়াম ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদনিদর্শন অংকিত পাথর দেখা যায়- যা যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, " فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْـرَاهِيمَ" (এতে (কা'বায়) রয়েছে 'মাক্বাম-ই ইব্‌রাহীম' এর মতো উজ্জ্বল নিদর্শন।)

মক্বাম-ই ইব্‌রাহীম হলো একটি পাথর, যে পাথরের গায়ে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের গভীর পদনিদর্শন অদ্যবধি বিদ্যমান। অতএব এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সম্মানিত নবীগণের পায়ের নিচে জড়পদার্থ পাথরও নরম হয়ে যাওয়া এবং তাতে তাঁদের পদনিদর্শন অঙ্কিত হওয়া এক প্রকৃষ্ট সত্য, যা অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

অনুরূপভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালুকাময় স্থান দিয়ে হেঁটে গেলে তাতে পদনিদর্শন পড়তো না- যা সাধারণ মানুষের ব্যতিক্রম। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন নবী ও রাসূল সাধারণ লোকের মতো নন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়ে ধন্য করেছেন যাতে লোকেরা বলতে না পারে যে, রাসূল আমাদের মতো।

(২৩)

وَشَـفَيْتَ ذَالْعَاهَـاتِ مِـنْ اَمْرَاضِـه   وَمَـلَأتَ كُـلَّ الْاَرْضِ مِـنْ جَـدْوَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনি রোগীকে রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য দান করেছেন এবং নিখিল পৃথিবীকে স্বীয় অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন।

(২৪)

وَ رَدَدتَّ عَـيْنَ قَتَـادَةَ بَعْـدَ الْعَمـي   وَابْـنَ الْحُـصِيْنِ شَـفَيْتَهُ بِـشِفَاكَ

অনুবাদ ঃ অন্ধ কাতাদার চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর রুগ্ন ইবনে হাসীনকে সুস্থ করে তুলেছেন।

(২৫)

وَكَـذَا خُبَيْبًـا وَ ابْـنَ عَفْـرَا بَعْـدَ مَـا   جَرَحَـا شَـفَيْتَهُمَا بِلَمْـسِ يَـدَاكَ

অনুবাদ ঃ আহত খুবাইব ও ইবনে আফরাকে দুহাতের পরশ বুলিয়ে সুস্থ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৬)

وَعَلِيٌّ مِنْ رَمَدٍ اِذْ دَاوَيْتَهُ فِيْ خَيْبَرَ فَشَفِي بِطِيْبِ لَمَاكَا

অনুবাদ ঃ খায়বারে আপনার ঠোঁটের সুগন্ধি দ্বারা হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর চোখের অসুখ সারিয়ে দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নবী-রাসূল রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসক হয়ে আগমন করেছেন। কিন্তু অন্তর ও হৃদয়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাঁদেরকে অনেক সময় নানা রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে দেখা যায়। নবীদের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন এ গুণের দিক দিয়ে অতি সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেহেতু সমস্ত নবীর কামালিয়াত, সৌন্দর্য ও গুণাবলী দান করা হয়েছে সেহেতু এ ধরনের অনেক মু'জিযাও তাঁর থেকে প্রকাশ পায়। তাই আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামগুলোর মধ্যে 'শাফিউল আমরায' যাবতীয় রোগের নিরাময়কারীও একটি গুণবাচক নাম। বর্তমানে অনেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'শাফিউল আমরায' স্বীকার করতে চায় না। তাদের ভ্রান্তিকে চিরদিনের জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছেন ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং পঙ্‌ক্তিগুলোতে। ইমাম আযম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্যদানকারী বলেননি বরং এটার সমর্থনে বেশ ক'টি ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নে কাসীদার আলোকে এসব ঘটনার উপর আলোকপাত করার প্রয়াস রাখি।

ইমাম আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েলুন নবুয়্যত' গ্রন্থে এবং ইমাম আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'মাদারিজুন নবুয়্যত'গ্রন্থে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা বর্ণনা করতে গিয়ে এসব ঘটনার আলোকপাত করেন। যেমন-

হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে তলোয়ারের আঘাতে আমার এক চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হই। এমন কি চোখের মণি বের হয়ে গণ্ডদেশে চলে আসে। এমতাবস্থায় আমি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে দৌড়ে এসে আরয করি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। যিনি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আমি এ অসুস্থ ও অপছন্দনীয় চোখ নিয়ে তার কাছে যাওয়াকে ভাল মনে করি না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আহত চোখকে তাঁর নিজ হাতে যথা স্থানে লাগিয়ে দেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাঁর চোখ খুব সুস্থ করে দিন। এ ঘটনার পর হতে তাঁর এ চোখের দৃষ্টিশক্তি অপর সুস্থ চোখ হতে বেড়ে যায় এবং অন্য চোখে দরদ ব্যথা হলেও প্রিয় রাসূলের মোবারক হাত স্পর্শে ধন্য চোখ যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকে।[১১৩]

ইমাম ইবনে মাজা তাঁর 'সুনানে ইবনে মাজা'য় 'সালাতুল হাজত' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান ইবনে হানীফ নামক এক সাহাবী বলেন, এক অন্ধ সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার খিদমতের জন্য কোন লোক নেই, এ কারণে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও গিয়ে ওযূ করে আস, পরে দু'রাকাত নামায পড়, তারপর এ দোয়া পড়ে দোয়া কর-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ اِنِّيْ وَجَّهْتُ

بِكَ اِلٰي رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتَقْضِيَ لِيْ حَاجَتِيْ.

"উসমান ইবনে হানীফ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা মজলিস হতে উঠে চলে যাবার আগেই এবং বেশ কিছু কথা বলার পূর্বেই সেই অন্ধ ফিরে আসল। তখন দেখা গেল, তাঁর অন্ধত্ব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেছে এবং এমন মনে হলো, যেন তিনি কখনই অন্ধ ছিলেন না।"[১১৪]

উহুদ যুদ্ধে হযরত কুলসুম ইবনে হাসীন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বক্ষে একটি তীর এসে বিদ্ধ হলে তিনি দৌড়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জখমের উপর থু থু মোবারক দিলে তিনি তখনই সুস্থ হয়ে যান।[১১৫]

ইমাম বায়হাকী হযরত যোবাইর ইবনে ইয়াসাফ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার কাঁধে এমনভাবে আহত হয়, যাতে আমার হাত কেটে যায়। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ঝুলন্ত হাতকে যথাস্থানে

১১৩.(ক) দালায়িলুন নবুয়্যাত, পৃষ্ঠা : ৪৩৯ (খ) মাদারিজুন নবুয়্যাত (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা : ৩৫৭

১১৪. (ক) ইমাম ইবনে মাজা : সুনান-ই ইবনে মাজা, অধ্যায়- সালাতুল হাজত (খ) মতিউর রহমান নূরী মাওলানা : মু'জিযাতুন নবী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা :৫৯৬ ই.ফা.বা. কর্তৃক প্রকাশিত।

১১৫. ইমাম কাযী আ'য়ায : শিফা শরীফ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা : ২১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্থাপন করে তাতে তাঁর থু থু মোবারক দিয়ে নিজ হাতে যথাস্থানে লাগিয়ে দেন। তখনই তা আপন জায়গায় লেগে যায় এবং এমন মনে হলো যেন এ হাত কখনো আঘাত প্রাপ্ত হয়নি।[১১৬]

মদীনা হতে প্রায় দু'শত মাইল উত্তর পূর্বে সিরিয়া সীমান্তে খায়বার নামক জনপদ অবস্থিত। এখানে ইয়াহুদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত খায়বার দূর্গমালা তখন আরব জাহানে দুর্ভেদ্য বলেই বিবেচিত হতো।

কুচক্রী ইয়াহুদীদের নিকট ইসলামের অভ্যুত্থান ছিলো চক্ষূশূল। ফলে তাঁরা মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের জন্য ভেতরে ভেতরে এক আন্দোলন গড়ে তুললো। ইয়াহুদীদের ধ্বংসাত্মক মনোভাব এবং প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ৭ম সালে ষোলশত মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে খায়বার অভিমূখে অভিযান বের করলেন। খায়বার মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হলো। খায়বারের ছয়টি বিখ্যাত দুর্গের মধ্যে 'কামুস' দুর্গ ছিলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আরবের বিখ্যাত যোদ্ধা 'মারহাব' এ দুর্গে অবস্থান করতো। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিলেন। সর্বপ্রথম পরপর হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁরা দুর্গ জয় করতে পারেন নি। তখন রাসুলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদান করবো, যার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা জয়দান করবেন।

ফজরের আযান ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সকলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে কাতার বন্ধি হয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে সকলে তাকিয়ে আছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার হাতে আজ যুদ্ধের পতাকা দেবেন।

এদিকে নামায শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর খোঁজ নিলেন। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি তো চক্ষু পীড়ায় গুরুতর অসুস্থ। তাই জামাতে উপস্থিত হতে পারেন নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাঁকে যেন এখানে নিয়ে আসা হয়। তখন সালমা ইবনে আকওয়া নামক জনৈক সাহাবী তাঁর হাত ধরে তাঁকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত করান। তখন নবী করিম

[১১৬]. ইমাম কাযী আ'য়ায : শিফা শরীফ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা : ২১৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পীড়িত চোখে স্বীয় মুখের লালা লাগিয়ে দেন এবং দম করে দেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর চক্ষু তখনিই ভালো হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল তাঁর চক্ষুতে ইতোপূর্বে তোন ব্যথাই ছিলো না।[১১৭]

এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াই হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু খায়রার যুদ্ধে চুড়ান্তভাবে জয়লাভ করেন। ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কাসীদার ২৬তম লাইনে খায়বার যুদ্ধকালে সংগঠিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঐতিহাসিক মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উপরোক্ত মু'জিযাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি উম্মতের অন্তর্করণের যেমন চিকিৎসা করে তাঁদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের আসনে আসীন করেছেন, তেমনি বাহ্যিক বিষয়েরও চিকিৎসা করেছেন আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে। তাই তিনি শফিউল আমরায।

(২৭)

وَسَاَلْتَ رَبَّكَ فِيْ اِبْنِ جَابِرٍ بَعْدَ مَا اَنْ مَاتَ فَاَحْيَاهُ وَ قَدْ اَرْضَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার দোয়ায় জাবেরের দুই মৃত পুত্রকে জীবিত করে আল্লাহ আাপনাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মৃতকে জীবিত করা সম্পর্কিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য মু'জিযার কথা ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মু'জিযাবলীর মধ্যে মৃতকে জীবিত করার বিষয় উল্লেখ আছে এভাবে যে,

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"আর বনী ইসরাঈলদের জন্য রাসূল হিসেবে তাঁকে মনোনীত করলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট পালনকর্তার পক্ষ থেকে

[১১৭]. শায়খ আবদুল হক দেহলভী, মুহাদ্দিস : মাদারিজন নবুয়্যাত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়- আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধাকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দিই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস।"[১১৮]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে সমস্ত নবীর কামালাত ও সৌন্দর্য লুকায়িত রেখেছেন। তাই সকল নবী ও রাসূলের সম্মিলিত মু'জিযাসমূহ একাই আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হতে প্রকাশমান মৃতকে জীবিত করার মতো মহান মু'জিযাও হুযূর হতে একাধিকবার সংগঠিত হতে দেখা যায়। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'খাসায়েসুল কুবরা'য়', হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর 'মাদারেজুন নবুয়্যত' গ্রন্থে এসব মু'জিযার বিশদ বর্ণনা করেছেন। এখানে শুধু কাসীদায় উল্লেখিত হযরত জাবের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মৃত পুত্রদ্বয়কে জীবিত করা সম্পর্কিত মু'জিযার বর্ণনা দেয়া গেলো।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ দাওয়াত করলে তা ফেরৎ না দেয়াটা ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। একদিন তাঁকে হযরত জাবের দাওয়াত করলেন। এবং এ উপলক্ষে একটা ছোট ছাগলছানা জবেহ করলেন। এ ছাগলছানা জবেহকালে তাঁর দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন হযরত জাবের ছাগল জবেহ করে তার আপন কাজে চলে যান, তাঁর পুত্রদ্বয় ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদে চলে যায় এবং বড় ভাই ছোট ভাইকে খেলাচ্ছলে হাত পা বেঁধে জবেহ করে দেয়। এমন সময় হযরত জাবেরের স্ত্রী আপন পুত্রের এ কান্ড দেখে দৌড়ে গেলে বড় ছেলে ভয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারায়। এ দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে তাশরীফ আনবেন। তাই হুযূরের দাওয়াতের বিশৃঙ্খলা হবে বিধায় এ পুণ্যবতী মহিলা আপন পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে কোন প্রকারের শোর-গোল না করে ধৈর্য্যের সাথে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আর কাপড় জড়িয়ে ঘরের এক কোণে মৃত পুত্রদ্বয়কে রেখে দেন। এমন কি এ সংবাদ আপন স্বামী হযরত জাবেরকেও বলেন নি। যথা সময়ে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এবং

[১১৮]. কুরআনুল করিম : সুরা আলে ইমরান, পারা-৩, আয়াত :৪৯।

প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার পরিবেশন করলেন। এ সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে হাজির হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যেন আপনি হযরত জাবেরের দুই পুত্রকে সাথে নিয়ে খাবার গ্রহণ করেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবেরকে তাঁর পুত্রদ্বয়কে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। জাবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে পুত্রদ্বয়ের খোজ নিলে স্ত্রী বললেন, আপনি হুযূরকে গিয়ে বলুন তারা এখন ঘরে নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাতো আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আস। তখন হযরত জাবের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এবং আপন স্বামীকে সব ঘটনা বললেন। এতে হযরত জাবেরও কাঁদতে লাগলেন। কেননা সে এতক্ষণ এ সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর হযরত জাবের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতে মৃত আপন দুই পুত্রকে নিয়ে হুযূরের কদমে উপস্থিত হলেন। এ সময় ঘর হতে কান্নার রোল ভেসে আসতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে এ বলে পাঠালেন যে, আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দাও, যেন তিনি তাঁদের শির দেশে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন। আমি আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করে দেব। আল্লাহর নির্দেশে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, আল্লহ্ তা'আলা তাঁর দোয়ার বরকতে হযরত জাবের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মুত পুত্রদ্বয়কে জীবিত করে দিলেন এবং তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাওয়াতে অংশ নিলেন।[১১৯]

(২৮)

شَـاةٌ مَسَـسْتَ لِأُمِّ مَعْبَـدِ الَّتِـيْ نَـشَفَتْ فَـدُرَّتْ مِـنْ شِـفَا رُقْيَـاكَ

অনুবাদ ঃ উম্মে মা'বাদের দুধ শুকিয়ে যাওয়া বকরী আপনার পবিত্র হাতের পরশে আবার দুগ্ধবর্তী হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত হিযাম ইবনে হিশাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদিনায় হিজরতকালে উম্মে মা'বাদ নাম্মী এক মহিলার বাড়ীতে যান। এ মহিলা নিজ তাবুর আঙ্গিনায় বসে দূর-দুরান্তের পথিকদেরকে পানি পান করাতেন এবং সাধ্যমত খানা

[১১৯]. (ক) আবদুর রহমান জামী : শাওয়াহিদুন নবুয়্যাত (উর্দু সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ১৪৩, মাকতাবা রেযভীয়া, মাটিয়ামহল, দিল্লী। (খ) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস : মাদারিজুন নবুয়্যাত (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা : ৩৫৯।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাওয়াতেন। পথিমধ্যে রসদ ফুরিয়ে যাওয়াতে প্রিয় নবী এ মহিলার কাছ থেকে গোস্ত এবং খেজুর খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু তার কাছে এ দুটির কোনটাই ছিলো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তাবুর পার্শ্বে একটি দুর্বল ছাগল দেখে বললেন, এটা কার ? উম্মে মা'বাদ বললেন, ঘাসের অভাবে ছাগলগুলো নিতান্ত দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ে আছে। অতঃপর বললেন, এটা দুধ দেয় কি? মহিলা বললো-না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমাকে অনুমতি দাও আমি দুধ দোহাতে পারি। মহিলা বললো, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! আপনি যদি এটার স্তনে দুধ দেখে থাকেন, তবে দুধ দোহাতে আমার কোন আপত্তি নেই। মহিলার অনুমতি নিয়ে রাহমাতুল্লীল আলামীন আল্লাহর নাম নিয়ে দুধ দোহাতে লাগলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতের পরশে ছাগলের স্তনে যেন দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। এ দুধ হতে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীসাথী ও উম্মে মা'বাদসহ সকলে পান করলেন এবং দ্বিতীয়বার আবার দোহন করে দুধে পরিপূর্ণ পাত্রটি উম্মে মা'বাদকে দিয়ে প্রিয় নবী সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। উম্মে মা'বাদের স্বামী এসে যখন এ দুধের পাত্র দেখলেন তখন আশ্চর্য হয়ে বললো-এ দুধ কোত্থেকে? ঘরে এমন কোন বকরী নেই যা একবিন্দুও দুধ দেবে? উম্মে মা'বাদ উত্তরে বললেন, আজ আমাদের ঘরে একজন মুবারক লোক এসেছিলেন- যাঁর কথা মিষ্ট, চেহারা উজ্জ্বল, যার কথাবার্তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর যার আকার আকৃতি এই এই। এভাবে সমস্ত ঘটনা বললেন। তখন তাঁর স্বামী বললো, ইনি তো কুরাইশদের সরদার। যার আলোচনা সর্বত্রে হচ্ছে। দীর্ঘদিন হতে আমার এ ইচ্ছে ছিলো যে, আমি তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করবো। অধিকন্তু তারা স্বামী-স্ত্রী উভয় মদিনায় গিয়ে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উম্মে মা'বাদ বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে স্পর্শধন্য এ বকরীটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমার কাছে ছিলো। এমন কি হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শাসনকালে যখন আরবের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে তখনও আমি এ বকরী হতে সকাল বিকার দুধ দোহন করেছি।[১২০]

ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ লাইনে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঐতিহাসিক মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

[১২০]. (ক) আবদুর রহমান জামী : শাওয়াহিদুন নবুয়্যাত (উর্দু) পৃষ্ঠা : ১১৭। (খ) শায়খ আবদুল হক দেহলভী,মুহাদ্দিস : মাদারিজুন নবুয়্যাত(১ম খন্ড)পৃষ্ঠা :৩৬৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৯)

وَ دَعَوْتَ عَامَ الْقَحْطِ رَبَّكَ مُعْلِنًا فَانْهَلَّ قَطْرُ السُّحْبِ حِيْنَ دُعَاكَ

অনুবাদ ঃ অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষের বছর আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, অমনি প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অন্যান্য লক্ষণ ও নিদর্শন ছাড়াও আল্লাহর দরবারে দোয়া কবূল হওয়া নবুয়্যাতের একটি অতি বড় আলামত। পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, তিন প্রকার লোকের দোয়া বা প্রার্থনা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার কোন পর্দা থাকে নেই। অর্থাৎ এ দোয়া কবূল হয়ে যায়। তাঁরা হলেন, নবীগণ, মাজলুম এবং পিতা-মাতা। নবীগণের দিল হতে যে আওয়াজ বের হয়, আল্লাহ্ তা শুনেন ও গ্রহণ করেন। অন্যান্য নবীদের ন্যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে বহু দোয়া-প্রার্থনা করেছেন আর এসব ক্ষেত্রে তাঁর দোয়া কবূলের জন্য আল্লাহর রহমতের দ্বার সদা উন্মুক্ত হয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ প্রকার একটি প্রার্থনার দৃষ্টান্ত ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে তুলে ধরেছেন। যেমন-

'হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদিনা ও মদিনার আশেপাশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জুমার নামাযে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুকুল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরছে, আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত তুললেন। পূর্বে তো আকাশমণ্ডল দর্পণের মতো নির্মেঘ ছিল। হুযূরের দোয়ার পর পরই সহসা আকাশ হতে ঝড় নেমে আসলো, মেঘের পর মেঘ এসে জমলো। আর আকাশ বর্ষণের চাপে ফেটে পড়লো। লোকেরা মসজিদ হতে বের হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে গিয়ে পৌঁছল। এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত এ বর্ষণ অবিশ্রান্ত ধারায় চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত যখন লোকেরা অতিষ্ট হয়ে উঠলো তখন দ্বিতীয় জুমায় লোকেরা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরবাড়িতে ধ্বসে যাচ্ছে, দোয়া করুন আল্লাহ যেন বর্ষণ বন্ধ করে দেন। এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মিত হাসলেন এবং দোয়া করলেন। প্রিয় রাসূলের প্রার্থনায় আবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, মেঘ কেটে যায় এবং মদীনা মুকুটের মতো চকচক করতে লাগলো।[১২১]

এ প্রকারের ঘটনা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বারবার প্রকাশ পেতে দেখা যায়। হিজরতের পূর্বে মক্কায়ও এ ধরনের একটি ঘটনা প্রিয় নবী

[১২১]. শায়খ ওলী উদ্দীন : মিশকাতুল মাসাবীহ, মু'জিযাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা :৫৩৬ (বোখারী ও মুসলিম শরীফের সূত্রে বর্ণিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা বর্ণনা প্রসঙ্গে সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে হিজরতের পূর্বে মক্কায় যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, তখন মুসলমানরা নয়, কাফিররাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দোয়া করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করায় বৃষ্টিপাত হয়। তখন রাসূলের চাচা হযরত আবু তালেব এ দৃশ্য দেখে রাসূলের প্রশংসার এ কবিতা ছত্রটি পাঠ করলেন-

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَي الْغَمَامَ بِوَجْهِهٖ ثِمَالُ الْيَتَامَي عِصْمَةٌ لِلاَرَامِلِ

'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজ্জ্বল গৌর বর্ণের লোক। তাঁর চেহারার অসিলা দিয়ে প্রবল বর্ষণের প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতীমের আশ্রয় ও বিধবাদের রক্ষক।'[১২২]

(৩০)

وَ دَعَـوْتَ كُـلَّ الْخَلْـقِ فَانْقَـادُوا اِلِي دَعْـوَاكَ طَوْعًـا سَـامِعِيْنَ نِـدَاكَ

অনুবাদ ঃ নিখিল সৃষ্টিকে আপনি সত্যের দাওয়াত দিলেন। সবাই আপনার দাওয়াতে স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়েছিল।

(৩১)

وَ خَفَضْتَ دِيْنَ الْكُفْرِ يَا عَلَمَ الْهُدي وَرَفَعْـتَ دِيْنَـكَ فَاسْـتَقَامَ هُـدَاكَ

অনুবাদ ঃ হে হেদায়েতের প্রতীক! আপনি কুফরের দ্বীনকে অবনত আর নিজের দ্বীনকে উন্নত করেছেন। তাই আপনার পথ সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বিশ্ব মানবের হিদায়তের বাণী নিয়ে রাহ্মাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্বিভাব হয়েছিল। দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কামিয়াবী ও কল্যাণের পথে তিনি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। সর্বোতভাবে সব ধরনের শিরক ও বিদআত হতে মুক্ত হয়ে তাওহীদের উপর ভিত্তি করে ওহীর নির্দেশ মত জীবন পরিচালনা করার জন্য তিনি সকলকে দাওয়াত জানিয়েছিলেন। দাওয়াত ও তাবলীগের পথে উম্মতের সার্বিক মংগল ও শান্তি কামনায় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় কুরবানী ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমন বিপ্লব সৃষ্টি হয়, যে বিপ্লবের বাণী আরব সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবন

[১২২]. ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী : খাসায়িসুল কুব্রা (২য় খণ্ড) (উর্দু) পৃষ্ঠা : ৩৫১।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দর্শন 'আল ইসলাম' এর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে বুকে লালন করে আরব জাতির গোটা জীবনটাই সফল হয়ে গেলো। অল্প দিনের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে গ্রহণ করে একটি বর্বর ও অসভ্য জাতি হয়ে গেল সভ্য, একটি অত্যন্ত জঘন্য সমাজের চোর-ডাকাতের হাত হয়ে গেল কর্মীর হাত। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে এসে একটি জাতির মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়।

আর যারা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াতে সাড়া দেয়নি তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। তাদের শাসন, ক্ষমতা, সম্পদ ও জনবল ইত্যাদি কোন কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। যা এক ঐতিহাসিক সত্য। আর এ সত্যকে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ লাইনে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আযম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আলামাল হুদা' বা হেদায়েতের প্রতীক অভিধায় সম্বোধন করেছেন। মূলত সৎ পথ পাওয়ার জন্য স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাই হিদায়তের প্রতীক। আরবের বড় বড় ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম দর্শন লাভেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান। তিনি যে একজন সত্যিকার আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তা তাঁর চোখে মুখে ফুঠে উঠতো। তাইতো মদিনার লোকেরা যখন হজ্ব করতে আসল তারা জানতে পারলো যে, এ মক্কায় একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। মক্কার সরদারগণ দুরদুরান্ত থেকে আগত লোকদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিরত থাকতে নানা অপবাদ ছুড়ে দিল। এতদসত্ত্বেও যখন মদিনাবাসী কয়েকজন লোক 'আকাবা' স্থানে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই সমস্বরে বলে উঠলো এটা মিথ্যুকের চেহারা নয়, ইনিই সত্যিকার নবী হবেন- যার আগমনের সংবাদ আমরা মদিনাবাসী ইয়াহুদীদের কাছে শুনেছিলাম। এ বলেই তারা সকলেই প্রিয় রাসূলের হাতে হাত রেখে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এভাবে মূলত প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই হেদায়তের উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন। ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে একথাটিই বলতে চেয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩২)

اَعْـدَاكَ عَـادُوا فِيْ الْقَلِيْـبِ بِجَهْلِهِـمْ صَرْعَـي وَقَـدْحُرِمُوا الـرِّضي بِجَفَـاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার শত্রুতা তাদের অজ্ঞতা নিয়ে অন্ধ কূপেই পড়ে রয়েছে। আপনার সাথে শত্রুতার কারণে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার অশুভ পরিণতির কথ ব্যক্ত করেছেন। কারণ রাসূলের সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি যেমন নিহিত, তেমনি তাঁর প্রতি শত্রুতা করা, আল্লাহর সাথে শত্রুতার শামিল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে এ দিকেই ফেরাব, যেদিক সে অবলম্বন করছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।'[১২৩]

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا﴾

"যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন।"[১২৪]

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলুন, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর; বস্তুত যদি তারা বিমূখতা অবলম্বন করে তাহলে (মনে রাখিও) আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।"[১২৫]

ইমাম আযম এখানে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি সকলের দুষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পান। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতার অশুভ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। ১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতার কারণে জাহান্নামের অন্ধকার

[১২৩].কুরআনুল করিম : সূরা নিসা, আয়াত : ১১৫
[১২৪].কুরআনুল করিম : সূরা নিসা, আয়াত : ১৪
[১২৫]. আল-কুরআনুল : সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কূপে নিক্ষিপ্ত হবে। ২. এ শত্রুতা তাকে আল্লাহর অপার রহমত থেকে বঞ্চিত করবে। বরং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা ও বেয়াদবী করার পরিণাম আল্লাহর সাথে শত্রুতা করার পরিণাম হতেও অনেক বেশী মারাত্মক। তাইতো 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের 'মুরতাদীন' অধ্যায়ের মধ্যে আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর মর্যাদার সাথে বেয়াদবী করবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে কতল করা ওয়াজিব। সে যদি তাওবা করে, তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের মহান দরবারের সাথে বেয়াদবী করবে সে কাফির হবে এবং তাওবার দ্বারাও সে কতল হতে পরিত্রাণ পাবে না। কেননা প্রথমটি ছিল আল্লাহর হক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নবীর হক। আর তাওবার কারণে আল্লাহর হক মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বান্দার হক মাফ হয় না।' সুতরাং বুঝা গেলো যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা ও বেয়াদবীকারী পার্থিব বিধান অনুযায়ীও কঠোর শাস্তির ভাগী হবে।[১২৬]

প্রিয় রাসূলের সাথে শত্রুতা ও বেয়াদবীর ভয়াবহ পরিণামের বিভিন্ন ঘটনা ইতিহাসের পাতায় আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইমাম আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'মাদারেজুন নবুয়্যাত' গ্রন্থে এ প্রকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, ওহী লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সুরাহ মুরতাদ হয়ে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে লাগলো এ বলে, আমার জানা আছে যে, তিনি নিজ হাতে কুরআন তৈরী করে নেন। কেননা আমি নিজেই কুরআন লেখক ছিলাম। তার মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হলে মাটি তার মরাদেহ বাইরে নিক্ষেপ করে। বার বার কবর গভীর করে দাফন করলেও মাটি তাকে কোনভাবে কবুলই করল না, বরঞ্চ প্রত্যেক বারই বাইরে নিক্ষেপ করে দেয়।[১২৭]

এতে বুঝা যায় যে, নবুয়্যতের মহান দরবার হতে বিতাড়িত ব্যক্তি কোথাও আশ্রয় পায় না। তাই পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত হচ্ছে-

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ،

[১২৬].মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা : ২১০
[১২৭]. পূর্বোক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেথায় সে স্থায়ী হবে, এটি চরম লাঞ্ছনা।[১২৮]

(৩৩)

فِيْ يَوْمِ بَدْرٍ قَدْ اَتَتْكَ مَلَائِكُ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ قَاتَلَتْ اَعْدَاكَ

অনুবাদ ঃ বদরের যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতারা এসে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

(৩৪)

وَالْفَتْحُ جَاءَكَ يَوْمَ فَتْحِكَ مَكَّةَ وَ النَّصْرُ فِي الْاَحْزَابِ قَدْ وَافَاكَ

অনুবাদ ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আপনার বিজয় চূড়ান্ত হয়েছিল। আহযাবে আল্লাহর সাহায্য আপনার সঙ্গেই ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে কয়টি যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপার অনুগ্রহে কাফিরদের উপর মহান বিজয় দান করেছেন তন্মধ্যে বদর, আহযাব ও মক্কা বিজয় সবিশেষে গুরুত্বের দাবী রাখে। তাই ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাসীদার এ লাইন দু'টিতে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এসব যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়াস রাখি।

বদর যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে জানতে পারলেন মক্কার সরদার আবু সুফিয়ান (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) একটি বাণিজ্য দল নিয়ে সিরিয়া গেছে। তার এ বাণিজ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য সিরিয়া হতে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করে মদীনায় নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর জানতে পেরে সিরিয়া হতে প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানের গতিরোধ করার জন্য একদল সাহবী নিয়ে মদীনার অদূরবর্তী বদর নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন। আবূ সুফিয়ান এ খবর জানতে পেরে তার সাহায্যের জন্য মক্কায় চিঠি প্রেরণ করেন। এদিকে আবু জেহেল প্রমুখ আরব সরদার আবু

[১২৮]. আল-কুরআনুল : সূরা তাওবা, আয়াত : ৬৩

সুফিয়ানের সাহায্যার্থে বদর অভিমূখে রওয়ানা হয়ে যায়। পথিমধ্যে আবূ সুফিয়ানের কাফিলা নিরাপদে মক্কা গিয়ে পৌঁছার খবর পেয়েও আবার মক্কায় ফিরে যাওয়াকে তাদের অসম্মানি মনে করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে প্রায় এক হাজারাধিক সৈন্য ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে বদরে গিয়ে উপনীত হয়। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা এসেছিল বাণিজ্যদলকে প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু এখানে এসে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়ার সংবাদ শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত আনসার-মুহাজিরদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। এ সভায় আনসার-মুহাজিরগণ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে রাজী হয়ে যান। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য ফিরিশতা পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত আছে, 'যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের দোয়া কবূল করলেন এবং (তাএই যে) আমি পর পর তোমাদেরকে এক সহস্র করে ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করব।'[১২৯]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আল্লাহ বদর যুদ্ধে প্রথমে এক সহস্র ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন- হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের অধীনে পাঁচশত এবং হযরত মিকাঈল আলাইহিস্ সালামের অধীনে পাঁচশত জন। তারপর তিনি হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমাস সালামকে আরো এক সহস্র করে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেন।[১৩০]

বদর দিবসে মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও করুণা মুষলধারে বর্ষিত হয়। মুসলমান সৈন্যগণ যখন আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁদেরকে প্রতিশ্রুত সাহায্য দান করেন। কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে- 'স্মরণ করুন (হে রাসূল) আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিগণকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে,তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিশতা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাবেন।[১৩১]

[১২৯].আল-কুরআনুল : সূরা আনফাল, পারা-৯, আয়াত :৯।
[১৩০]. আবদুল খালেক এম.এ : সাইয়্যেদুল মুরসালীন, পৃষ্ঠা : ৪৬৩, ইফাবা কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৪)
[১৩১].আল-কুরআনুল : সূরা আলে ইমরান, পারা- ৪, আয়াত : ১২৪।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বদর যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাদের অংশগ্রহণকে স্বয়ং সাহাবীগণ স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। হাদিস শরীফেও এ ধরনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যেমন- 'জনৈক আনসারী একটি কাফিরের পশ্চাদ্ধাবন কালে সম্মুখে চাবুকের শব্দ ও একজন অশ্বারোহীকে বলতে শুনলেন, 'হাইজুম! অগ্রসর হও'। সহসা তিনি দেখতে পেলেন, কাফিরটি ভূতলশায়ী, নাসিকা ক্ষত ও মুখমণ্ডলে চাবুকের নিদর্শন। তিনি এ ঘটনা প্রকাশ করলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছ, তা তৃতীয় আসমানের সাহায্য। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের অশ্বের নাম হাইজুম।[১৩২]

আবু দাউদ মাজেনী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, 'আমি একজন কাফিরের পশ্চাদ্ধাবন করি; কিন্তু তলোয়ারের আঘাতের পূর্বেই তার শির দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এটা অপর শক্তির কাজ।[১৩৩]

এভাবে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অশেষ দয়া ও সাহায্যের বদৌলতে বদর যুদ্ধে পূর্ণ ফতেহ্ লাভ করলেন। কুরাইশদের গর্ব ও শক্তি মিসমার হয়ে গেল। সত্তরজন মারা গেল আর সত্তরজন বন্দী হল। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মাত্র চৌদ্দজন বীর মুজাহিদ শাহাদত লাভ করলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের মেরুদণ্ডে তীব্র আঘাত লাগলো এবং মুসলমানদের প্রভাব দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো।

বাহ্যিকভাবে দেখলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তিনশত তেরজন মুসলিম যোদ্ধা কিভাবে এক সহস্র সুসজ্জিত শত্রু সেনার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন! একদিকে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্য তাঁদের আবার হাতিয়ারের অভাব, অন্যদিকে তাঁদের তিন গুণেরও অধিক ধনগর্বিত শত্রু সৈন্য, যাদের আপাদ মস্তক লৌহ বর্মে আবৃত, যাদের অস্ত্রের কোন অভাব নেই, যেখানে কুরাইশদের শতাধিক অশ্বারোহী সৈন্য সেখানে মুসলমানদের মাত্র দু'টি অশ্ব। তারপরও তাঁরা কিভাবে বিজয়ের সম্মান লাভ করলেন সে কথা চিন্তা করলে সত্যিই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সব দিক দিয়ে বিচার করল এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রকার জয়লাভের গৌরব শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণা ও সাহায্যের কল্যাণে সম্ভব। তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যের প্রেরণা যাদের অন্তকরণে স্থান পেয়েছে কোন পার্থিব শক্তিই তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে কি? যাঁরা সত্য ও ন্যায়ের

[১৩২]. আবদুর খালেক এম.এ : সাইয়্যেদুল মুরসালীন, পৃষ্ঠা : ৪৭০।
[১৩৩].পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা :৪৭০।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কখনও বাতিলকে সমর্থন করে না, বাতিলের আঘাতে স্বল্প সংখ্যক হলেও টলে না, তাঁরা প্রাণ দেয় তবুও সত্যের মহিমা গেয়ে যায়, তাঁদের দৃষ্টি থাকে উর্ধ্বলোকের প্রতি, আসমানী মদদের প্রতি।

কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজের জন্য দুঃখ করতে হয় এজন্য যে, তারা আজ সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর কামিলা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে সদা সচেষ্ট। আল্লাহ্ পানাহ্ দাও, মুসলিম কাওমকে পানাহ্ দাও।

তাই ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কাসীদার এ লাইনে বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার অপার সাহয্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফের গর্জে উঠার জন্য উদাত্ত আহবান জনিয়েছেন। যদি তোমরা পূর্বের মুসলিম বীর যোদ্ধাদের মতো তাওহীদ ও রিসালতের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আস তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র অশেষ সাহায্য ও দয়া নেমে আসবে নিঃসন্দেহে।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

মদীনা হতে বহিস্কৃত ইয়াহুদী গোত্র 'বনূ নযীর' এর একাংশ খায়বারে আশ্রয় নেয়। তারা পঞ্চম হিজরীতে বনূ ওয়াইল গোত্রকে সাথে নিয়ে মক্কা গমন করে। সেখানে কুরাইশদের সাথে মুসলিম নিধনে নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। বনূ হাশিম ছাড়া সমস্ত গোত্র দলবদ্ধ হয়ে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়। শত্রুদের এ বিরাট সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল বলে এ যুদ্ধকে 'আহযাব' বা বহু জাতিক বাহিনীর যুদ্ধও বলা হয়। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী ও মক্কার কাফিরদের এ ষড়যন্ত্রের আবাস পেয়ে এক সভার আহবান করেন। মদীনার তিনদিকে ঘরবাড়ী এবং খেজুর বাগান। তা প্রাচীর বেষ্টনীর মতো নিরাপদ ছিল। কেবলমাত্র সিরিয়ার দিক ছিল উন্মুক্ত। হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর পরামর্শক্রমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই উন্মুক্ত দিকে পাঁচ গজ গভীর এক পরিখা খনন করলেন। এ পরিখা খনন কাজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরিখা খনন কার্য শেষ হতে না হতেই আবু সুফিয়ানের সেনাদল মদীনা উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে মদীনা আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু পরিখার সম্মুখে এসে তার বাহিনী বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে থেমে যায়। অতঃপর আবূ সুফিয়ান মদীনা শহর অবরোধ করে বসে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষের বিরাট বাহিনীর আক্রমণের প্রতিরোধের চেষ্টায় নিয়োজিত রইলেন। শত্রুদের এ শহর অবরোধ এবং তীর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রস্তর ইত্যাদি নিক্ষেপ কর্ম প্রায় তিন সপ্তাহ কাল চলছিল। মুসলমানদের খাদ্য রসদ নিঃশেষ হয়ে আসলে তাঁদেরকে দু'দিন পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে কাটাতে হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ কৃপা ও রহমত মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে আসে। এক রাতে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি নেমে আসলে শত্রু শিবিরসমূহ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়। ঠাণ্ডার অতিশয্যে তারা ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। অবশেষে তারা অবরোধ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন এবং এ পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

মূলত আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে প্রতিকূল অবস্থায় অসীম সংযম, ধৈর্য্য এবং আত্মত্যাগের দরুণ আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ যুদ্ধে বিরল বিজয়দানে ভূষিত করেন। এ যুদ্ধে আল্লাহর মদদের কথা পবিত্র কুরআনুল করিমে এভাবে বিঘোষিত হয়েছে যে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا...... ، وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের উপর (শত্রু) বাহিনী আক্রমণ করলো, তখন আমি তাদের উপর ঘূর্ণিঝড় অবতীর্ণ করেছিলাম এবং এমন এক প্রকার সৈন্য পাঠিয়েছিলাম যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।.... তিনি ক্রুদ্ধ কাফিরদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, তাদের কোন ফল লাভ হয় নি, আল্লাহ মুমিনদরেকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে দেয়নি।"[১৩৪]

মক্কা বিজয়

হিজরী ৮ম সালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সৈন্য-সাথী নিয়ে মক্কা যাত্রা করলেন। এ বিরাট মুসলিম বাহিনীর আগমনে মক্কাবাসীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। মক্কাবাসী কাফির সংঘবদ্ধভাবে এসে বাঁধা দিতে সাহস পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রকার বিনা বাঁধাতেই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন; এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তিনি নিরাপদ; যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা

[১৩৪]. আল-কুরআনুল : সূরা আহ্‌যাব, পারা- ২১, আয়াত : ৯ ও ২৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বন্ধ করে দেবে সে নিরাপদ। এভাবে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে কা'বাকে চিরদিনের জন্য মূর্তিপূজার কবল হতে মুক্ত করলেন। যারা তাঁকে এতকাল কষ্ট দিয়েছিল, নিজ আবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করত সচেষ্ট ছিল, আজ বিনা দ্বিধায় দয়াদ্রচিত্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার প্রতিশোধ না নিয়ে নিজগুণে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজয় কাহিনী ও রিসালতের আলোর বন্যায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো মক্কা নগরী। মূর্তি পূজার পরিবর্তে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতার কথা বিঘোষিত হতে লাগলো বিশ্বের ঘরে ঘরে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল করিমে বলেন-

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

'যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে (উম্মতের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।[১৩৫]

(৩৫)

هُوْدُ وَّ يُوْنُسُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَّلاً   وَ جَمَالُ يُوْسُفَ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكَ

অনুবাদ ঃ হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আপনার সৌন্দর্যচ্ছটায় ভূষিত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের রূপও আপনারই নূরের ঝলক থেকে উৎসারিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী ও রাসূলের রূপ-গুণ, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পুঞ্জিভূত রেখেছেন। এখানে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَوَّلُ مَاخَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ وَكُلُّ خَلَائِقَ مِنْ نُوْرِيْ.

[১৩৫]. আল-কুরআনুল : সূরা নসর, পারা- ৩০, আয়াত : ১-৩।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহ্ সর্বপ্রথম আমার 'নূর' সৃষ্টি করেছেন। আর সমস্ত সৃষ্টিজগত আমার নূর হতে সৃষ্ট।"[১৩৬]

তাই ইমাম গায্যালী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু *'দাক্কায়েক আখবার'* গ্রন্থে লিখেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারকের ঘাম দ্বারা আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র আর যা কিছু আসমানে আছে সৃজন করেছেন। এবং পবিত্র সিনা মোবারকের ঘাম দ্বারা, নবী, রাসূল, আলিম, শহীদ ও নেক্কার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভীত করেছেন, সেখানেও নূরে আহমদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিচ্ছটা বিদ্যমান। চন্দ্র ও সূর্য আলোকিত হয়েছে, সেখানেও তাঁর নূরের উপস্থিতি রয়েছে। মূলত আল্লাহর সৃষ্টির সবখানেই তাঁর বন্ধুর নূরের উপস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা আল্লাহ্র সৃষ্টির মূলে একমাত্র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাই বিরাজমান। তাইতো তিনি সমস্ত নবী ও রাসূলের সকল কামালিয়াত ও বৈশিষ্ট্যের একচ্ছত্র মালিক। আর হযরত ইউনুস, হুদ, ইউসুফ ও অন্যান্য নবীদের রূপ, সৌন্দর্য সবই তাঁর নূরের ছায়ামাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্যও পূর্ণমাত্রায় দান করেছেন। তাইতো হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি তাঁর মত ব্যক্তি না পূর্বে দেখেছি, না পরে।[১৩৭]

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইরশাদ করেন- 'আমি একবার চাঁদনী রাতে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরীক্ষণ করেছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিল। আমি কখনও চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, কখনও তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপীনত হলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশী সুন্দর, সুশ্রী ও নূরোজ্জ্বল।[১৩৮]

তাইতো হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর এক কবিতায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- 'যুলাইখার সখীরা যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখত তবে আঙ্গুলির পরিবর্তে আপন আপন অন্তর কেটে ফেলত।'

---

১৩৬. শায়খ আবদুল হক দেহলভী, মুহাদ্দিস, 'মাদারিজুন নবুয়্যাত' ২খণ্ড, (উর্দু সংরক্ষণ) পৃষ্ঠা : ১-২।
১৩৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ১। কুতুবখানা রাশিদিয়া দেওবন্দ।
১৩৮. পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা : ২।

www.AmarIslam.com

عَنْ كَعَبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهُهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ.

"সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশী হতেন তখন তাঁর পবিত্র চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত যেমন নীল আকাশে পূর্ণ চন্দ্র হাসতে থাকে।"[১৩৯]

সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াছির রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর পৌত্র আবু উবাইদা ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, আমি একদিন বুরাঈ বিনতে মুয়াওজ্জ ইবনে আফরা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞেসা করেছিলাম, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন- 'বৎস, তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এরূপ অনুভূত হত যেন সূর্য উদিত হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সূর্যের সাথে তুল্য ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভা কবি হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে,

আপনার মত সুন্দর কোন মানুষ আমার দু'চোখ
আর কখনো দেখেনি।
আপনার চাইতে সুশ্রী কোন সন্তান কোন মা
কখনো জন্ম দেন নি।
কোন ত্রুটিই আপনাকে স্পর্শ করতে পারেনি।
যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন,
তেমনি করেই বুঝি সৃষ্টি করা হয়েছে আপনাকে।[১৪০]

অতএব, যারা নিজেদেরকে 'হানাফী' বা ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুসারী দাবী করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মতো সাধারণ 'মানুষ' বলে মনে করে তাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ইমাম আযম এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অপূর্ব মার্যাদার কথা তুলে ধরেছেন।

---

১৩৯. মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফ। অধ্যায়- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২১৮।

১৪০. হাস্সান বিন সাবিত : দিওয়ান-ই হাস্সান বিন সাবিত, মিশর (অনূদিত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩৬)

فَقَدْ فُقْتَ يَاطٰهٰ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ   طُرًّا فَسُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرَاكَ

অনুবাদ ঃ হে রাসূল (তোহা)! আপনার স্থান সকল নবীর উর্ধ্বে। প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি নিশীথে আপনাকে নিজের কাছে সফর করিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও স্থানকে সকল নবীর উর্ধ্বে বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রিয় নবীকে 'তোহা' অভিধায় সম্বোধন করেছেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে 'তোহা' একটি। তাফসীরকারকগণ 'তোহা' শব্দের ব্যাখ্যায় নানা অর্থ নিয়েছেন। যেমন- তোহা অর্থ তাবীব বা চিকিৎসক। যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাপী উম্মতের অন্তরের চিকিৎসক। অথবা তোহা অর্থ পবিত্রময়। যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় ত্রুটি হতে পূত পবিত্র। পূর্ণিমার চাঁদকেও তোহা বলা হয়।[১৪১] শায়খ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ترا عز لولاک و تمکین بس است   ثنائے توطٰہٰ و یٰسین بس است

"আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার ইয্যত এবং মরতবার জন্য আল্লাহর ঘোষণা 'লাউলাকা লামা খালাক্তুল আফলাক'ই যথেষ্ট। আর প্রশংসার জন্য 'তোহা' ও 'ইয়াসিন' শব্দই যথেষ্ট।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

"তাঁদের মধ্যে নবীগণের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।"[১৪২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়তের জন্য যে সব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মর্যাদার

[১৪১]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান (বাংলা সংস্করণ), পৃষ্ঠা : ১৪১, নিশান প্রকাশনী (১৯৯১), চট্টগ্রাম

[১৪২]. আল-কুরআনুল : সূরা বাক্বারা, পারা- ৩, আয়াত : ২৫৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিক দিয়ে সমান নয়। বরং একজনের উপর অন্যজনকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। আর 'তাঁদের মধ্যে যাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, এ কথা দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য নবীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মহোত্তম মর্যাদা দান করেছেন-এ কথার উপর উম্মতের ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত। যা অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুও এখানে সেই প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার মর্যাদা বর্ণনা দেয়া মানবিক শক্তির অনেক বাইরে। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আরয করা হলো-

১. অন্যান্য নবীগণকে বিশেষ বিশেষ গোত্র ও সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যত সবার জন্য সাধারণ। ইরশাদ হচ্ছে-

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا﴾

"(হে রাসূল) আমি আপনাকে সমস্ত লোকের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।[১৪৩]

যার রব হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন, তার জন্য হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহ্মাতুল্লিল আলামীন গুণ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ﴾

"(হে রাসূল) আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।"[১৪৪]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

لَمَّا كَانَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ لَزِمَ اَنْ يَكُوْنَ اَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الْعَالَمِيْنَ.

'যখন তিনি বিশ্ব জগতের জন্য রহমত, তবে তিনি বিশ্ব জগতের সবার শ্রেষ্ঠ হওয়াকে আবশ্যক করে।'[১৪৫]

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণেরও নবী। সকল পয়গম্বর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত এবং তাঁর মুকতাদি। তাঁর

[১৪৩]. আল-কুরআনুল : সূরা সাবা, পারা- ২২, আয়াত : ২৮

[১৪৪]. আল-কুরআনুল : সূরা আম্বিয়া, পারা- ১৯, আয়াত : ১০

[১৪৫]. ইমাম আহ্মদ রেযা : সাইয়্যাদুল মুরসালীন, রেযা একাডেমী, বোম্বাই, পৃষ্ঠা : ৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরে আর কোন নবী আসবেন না। তিনিই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। আর কোন নবীর সরাসরি মি'রাজ নসীব হয়নি। সকল নবী সকল ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টির অভিলাষী। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে শান্ত এবং তুষ্ট রাখতে চান। যেমন বলা হয়েছে যে, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 'অচিরেই আপনার রব আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১৪৬] অন্যান্য নবীগণকে দু'চারটি মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এমন কি পবিত্র কুরআনের মতো এমন এক চিরন্তন মু'জিযা তাঁকে দেয়া হয়েছে- যার অলৌকিকত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। কিয়ামত দিবসে শাফায়াতের মুকুট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পবিত্র মাথায় পরানো হবে। তাঁর উম্মত অন্য সকল নবীর উম্মতের পূর্বে বেহেশতে যাবে। এভাবে আল্লাহ তা'আল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মানকে সকল নবীর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাইতো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অবস্থানগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَ لاَ فَخْرَ.

"আমি নবী পূর্বাপর সবার চেয়ে মহা মর্যাদাবান ও সম্মানিত- এতে আমার কোন গর্ব নেই।"[১৪৭]

(৩৭)

وَاللهُ يَا يٰسِيْنَ مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَالَمِيْنَ وَ حَقِّ مَنْ اَنْبَاكَ

অনুবাদ ঃ হে রাসূল (ইয়াসীন)! যিনি আপনাকে নবী করেছেন তাঁর শপথ, সারা জাহানে আপনার কোন উপমা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বর্তমান যুগে এমন কতেক 'হানাফী' দেখা যায়, যারা আক্বীদাগত দিক দিয়ে ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখে না। যেভাবে কাফিরগণ নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামের শানে বলতো 'তিনি তো আমাদের মতো বশর বা মানুষ', তেমনি এ হানাফী নামধারী অনেক পীর-মোল্লারাও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও আদবের গণ্ডি হতে বের হয়ে বলে যে, তিনি (হযরত

[১৪৬]. আল-কুরআনুল : সূরা দ্বোহা, পারা-৩০, আয়াত : ৫
[১৪৭]. ইমাম আহ্মদ রেযা : সাইয়্যাদুল মুরসালীন, পৃষ্ঠা : ৮-৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়।' তাই তাদের চিন্তা করা উচিত ইমাম আযম তাঁর এ কাসীদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কীরূপ সম্মান ও আদব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর হৃদয়ে নবীপ্রেম কত গভীরে প্রোতিত ছিল। বারবার শপথ করে বলেছেন, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বিশ্ব জগতের মধ্যে অতুলনীয়, সব সৃষ্টিকুলের মাঝে না তাঁর মতো ছিল এবং না ভবিষ্যতে হবে।

ইমাম আযমের উক্তি 'সারা জাহানে আপনার কোন উপমা নেই' এটা নিছক কোন কবির কল্পনা বা অতিশয়োক্তি কিছুই নয় বরং এ কথা কুরআন-হাদিসও সত্যায়ন করে থাকে। নিম্নে এতদ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হলো। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ.

'আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ব্যক্তি না পূর্বে দেখেছি, না পরে।'[১৪৮]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম যোগ্যতা ও অতুলনীয় মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেছেন-

إِنِّيْ وَلَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنَّ رَبِّيْ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ.

'আমি তোমাদের কারো মত নই। আমাকে তো আমার রব খাওয়ান, পান করান।[১৪৯]

ইমাম হাকিম মু'মিন জননী হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

قَالَ لِيْ جَبْرَائِيْلُ قَلَبْتُ مَشَارِقَ الاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ اَجِدْ رَجُلاً اَفْضَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ.

'জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, আমি (জিবরাঈল) পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উত্তম পায় নি।'[১৫০]

[১৪৮]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ১, কুতুবখানা রশিদিয়া, দেওবন্দ
[১৪৯]. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী : জামে তিরমিযী, সিয়াম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ১৬৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বসে নফল নামায আদায়কারী সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ.

'আমি তোমাদের কারও মত নই।'[১৫১]

বস্তুত এসব বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হতেও আমাদের মত নন। একইভাবে আকার ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি আমাদের মত নন। কেননা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের উপর ঈমান এনেছেন তা আবার দেখেছেনও, তিনি আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি দেখেছেন, তাঁর মি'রাজ হয়েছিল, কিন্তু আমাদের তো হয়নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান আর আমরা মু'মিন। তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকের ছায়া নেই, আমাদের আছে। তাঁকে প্রখর রোদে মেঘ-মালা ছায়া দিত, অথচ আমাদের তো এমনতর মর্যাদা নেই। এরপরও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তুলনা এবং সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে ? শুধু বাহ্যিকভাবে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, রোগ-শোক হওয়া ইত্যাদি কতেক মানবীয় আচার-আচরণে তিনি আমাদের মতো মনে হলেও তাঁর আসল অবস্থা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'বশর (মানুষ) এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সাতাশ স্তর ব্যবধান বিদ্যমান। অর্থাৎ- বশরিয়্যত হতে আরও সাতাইশ স্তর পার হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান অবস্থান। যার পর একমাত্র একত্ববাদেরই সর্বোচ্চ মার্যাদা। এখানে আবদিয়্যাতের সকল মর্যাদা বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বশরের পর মু'মিন, তারপর সালিহ, তারপর শহীদ, তারপর মুত্তাকী, তারপর মুজতাহিদ, তারপর আওতাদ, তারপর আবদাল, তারপর কুতুব, তারপর কুতুবুল আকতাব, তারপর গাউস, তারপর গাউসুল আযম ইত্যাদি। এরপর আবার তাবে-তাবেঈ, তারপর তাবেঈ, তারপর সাহাবী, তারপর আনসার, তারপর মুহাজির, তারপর সিদ্দীক, তারপর নবী, তারপর রাসূল, তারপর উলূল আযম পয়গাম্বর, তারপর খলীল, তারপর খাতীমুন নাবিয়্যিন, এ মর্যাদার উপরও রাহমাতুল্লিল আলামীন, তারপর হাবীব, তারপর শানে মোস্তফা। এটি একটি মোটামুটি বর্ণনা মাত্র। এখন আমরা সাধারণ মানুষেরা যখন নূরের তৈরী ফিরিশতাদের বরাবরই নই। অথচ তারাও জওহার আর আমরাও জওহার।

[১৫০]. শরহে কাসীদাতুন নুমান, পৃষ্ঠা : ৯৬
[১৫১]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা : ১৩৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধুমাত্র পাঁচটি স্তরের ব্যবধানে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাহলে আমরা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত হই কিভাবে! অথচ এখানে তাঁর (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সর্বোচ্চ মর্যাদা আর আমাদের মধ্যে সাতাশ স্তরের ব্যবধান বিদ্যমান।[১৫২]

অতএব যখন আমরা সাধারণ মানুষ ও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এতো বিরাট ব্যবধান, আল্লাহ্ যখন তাঁর মতো দ্বিতীয় কোন কিছু সৃষ্টি করেননি, তবে কি করে সম্ভব যে, নিজেকে তাঁর মতো দাবী করা। নবী ও রাসূলগণকে নিজেদের মতো মনে করাকে আল্লাহ্ কাফিরদের আচরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তারা বলতো-

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا.

'আপনি তো আমাদের মতো মানুষ।'[১৫৩]

অন্য আয়াতে বলেন-

﴿ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ ﴾

"তারা (কাফিরগণ) বললো যে, 'বশর (মানুষ) ব্যতীত আমাদেরকে হিদায়ত করবে! অতএব তারা কুফরি করলো এবং (হিদায়ত হতে) বিমুখ হলো আর আল্লাহ্ তো অমুখাপেক্ষী।"[১৫৪]

উপরোক্ত আয়াতে নবীদেরকে 'বশর' বা 'মানুষ' আখ্যায়িত করাকে কুফরি বলা হয়েছে।

এ কথা সর্বজন বিধিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত বা অনুরূপ দ্বিতীয় কেউ নেই। দেখুন তাঁর সাথে সম্পর্কের দরুণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বিবিগণকেও অনন্য ও উপমাহীন বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে নবীর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও।' যেহেতু নবী বিদ্বেষীদের অন্তর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা হতে সম্পূর্ণ শূন্য, তাই সর্বদা তারা বলে থাকে, 'তিনিতো আমাদের মতো বশর (মানুষ); অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের চেহারার সৌন্দর্যচ্ছটা দেখে জুলায়খার সখীরা প্রেমে বিভোর হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেললো আর আশ্চর্য হয়ে বলতে শুরু করলো, 'পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য! তিনি তো 'বশর' (মানুষ) নন। বরং

[১৫২]. পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা : ১৩৬
[১৫৩]. আল-কুরআন : সূরা ইয়াসীন, পারা- ২২, আয়াত : ১৫
[১৫৪]. কুরআনুল করিম : সূরা তাগ্বা-বুন, পারা-২৮, আয়াত : ৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একজন সম্মানিত ফিরিশতা হবেন।' অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সৌন্দর্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরের ঝলক হতে উৎসারিত।

তাই তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সৌন্দর্য বিমুগ্ধ হয়ে যেখানে জুলায়খার সখীরা হাত কেটেছে, সে স্থলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে আরবের বড় বড় বীরগণ বদর, ওহুদ যুদ্ধে অকাতরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কবির ভাষায়-

'হুসনে য়ূসূফ ফে কাটে মিসরমে আনগাস্ত যনাঁ,
সের কাটাতে হ্যায় তেরে নাম ফে মরদানে আরব।'[১৫৫]

'ইউসুফের সৌন্দর্য বিমুগ্ধ হয়ে মিসরের নারীরা তাদের আঙ্গুলী কেটেছে মাত্র। আর হে রাসূল! আপনার চেহারার মায়াবী রূপে মুগ্ধ হয়ে আরবের বীররা তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত আপনার চরণে উৎসর্গ করেছেন।'

তাই যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মতো 'মানুষ' মনে করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর আকীদার সাথে দ্বিমত পোষণ করে থাকে। অথচ এখানে ইমাম আযম বিশ্বজাহানে নবীর কোন সমতুল্য নেই বলে উল্লেখ করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত, নবীগণকে নিজেদের মতো মনে করা হারাম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন যদিও মানুষের মধ্যে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তাঁকে বশর, ভাই, বাবা অথবা ইনসান বা মানুষ বলে ডাকাও হারাম। যদি কেউ বিদ্রুপ করে এভাবে ডাকে, সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন- কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

"নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল তাঁর (রাসূলের) সাথে সেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলনা। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।"[১৫৬]

আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে সব শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে একে অন্যকে সম্বোধন করা হয়, তা দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৫৫]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা : ১৩১
[১৫৬]. আল-কুরআন : সূরা হুজরাত, আয়াত : ২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করো না। আর আমল নষ্ট হয় একমাত্র কুফরের কারণে। তাই তো ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পুরো কাসীদায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া সায়্যাদাস সা'আদাত (হে নবীকুল শিরমণি), ইয়া খায়রাল খালায়িক (সৃষ্টির সেরা হে মহা মানব), ইয়া আলামাল হুদা (হে হিদায়তের প্রতীক), ইয়া তোহা, ইয়া ইয়াসিন, ইয়া মুদ্দাস্সির, ইয়া সায়্যিদি, ইয়া মালিকি (হে আমার মালিক), ইয়া আক্রামাস্ সাকালাইন ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আহবান করেছেন।

(৩৮)

عَنْ وَصْفِكَ الشُّعَرَاءُ يَا مُدَّثِّرُ عَجَزُوْا وَكَلُّوْا مِنْ صِفَاتِ عُلَاكَ

অনুবাদ ঃ হে রাসূল (মুদ্দাস্সির)! আপনার গুণানলী বর্ণনায় কবিরাও অক্ষম। আপনার মর্যাদা তুলে ধরতে তারা অপারগ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও গুণাবলী বর্ণনা করা বড় বড় কবি সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এ বলতে বাধ্য হয়েছেন-

'লা য়ূমকিনুস সানাউ কামা কানা হাক্কুহু
বা'দ আয খোদা বুযর্গ তুঈ কিস্সা মুখতাসার।'

'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যেমন প্রশংসা আপনার হওয়া উচিত, তেমনটি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে হয়, খোদার পরেই তুমি মহীয়ান, গরীয়ান।'

ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুও এখানে সেই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন।

পার্থিব জগতের সমস্ত কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন, 'পার্থিব উপকরণ অতি সামান্য'[১৫৭] (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) আর তার বিপরীতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্রে সম্পর্কে বলা হয়েছে-

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"(হে রাসূল!) নিশ্চয় আপনি সুমহান চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী।"[১৫৮]

[১৫৭]. আল-কুরআনুল : সূরা নিসা, আয়াত : ৭৯
[১৫৮]. আল-কুরআনুল : সূরা ক্বালম, আয়াত : ৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পার্থিব সহায়-সম্পত্তি আর নিয়ামতরাজি যা 'অতি সামান্য' হওয়া সত্ত্বেও কেউ গুনে শেষ করতে পারে না। অতএব, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'আযীম' (সুমহান) বলেছেন, তা আবার কে নিরূপণ করবে! যখন তাঁর 'সুমহান চারিত্রিক সৌন্দর্য' বুঝা মুশকিল, তবে তাঁর প্রকৃত সত্তা মানুষ কিভাবে জানতে পারবে! তাই তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يَا اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِيْ حَقِيْقَتِي اِلَّا رَبِّي.

'হে আবু বকর!আমার রব ছাড়া আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউ জানে না।'[১৫৯]

মু'মিন জননী হযরত আয়শা সিদ্দিক্বা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহাকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র।[১৬০]

তাই কুরআন যেভাবে সীমাহীন দরিয়া, তার প্রকৃত রহস্য হৃদয়াঙ্গম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্রও অসীম। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, যারা খোদার প্রিয়জনদেরকে নিজের উপর অনুমান করে তারা সরল পথ হতে অনেক দূরে।

(৩৯)

اِنْجِيْلُ عِيْسٰى قَدْ اَتٰى بِكَ مُخْبِرًا وَلَنَا الْكِتَابُ اَتٰى بِمَدْحِ حُلَاكَ

অনুবাদ ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ইঞ্জিল আপনার সুসংবাদ দিয়েছিল। আমাদের কুরআনেও আপনার প্রশংসা বিদ্যমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত পয়গম্বর। তাই তিনি যে একদিন এ ধরার বুকে শুভাগমন করবেন তা নিখিল বিশ্বের কারো অজানা ছিল না। হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম প্রমুখ পয়গম্বর নিশ্চিত জানতেন যে, একদিন এ মহান রাসূলের শুভপদার্পন হবেই। তাই তাঁরা প্রত্যেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বেদ-পুরান, জিন্দাবেস্তা, দিঘা-নিকায়া, তাওরাত, যবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান ও তাঁর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী বিঘোষিত হয়েছে। ইমাম

[১৫৯]. ইমাম আহমদ রেযা : তাজাল্লীয়ূল ইয়াক্বীন
[১৬০]. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযি, পৃষ্ঠা : ২

আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ হে রাসূল! হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ইঞ্জিল (বাইবেল) গ্রন্থেও আপনার গুণগান বিদ্যমান। এখন আমরা দেখবো হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কী বলে গেছেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতদেরকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তাঁর উক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে ব্যক্ত করেন যে-

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূল হই, আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী আর ঐ সম্মানিত রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পরে শুভাগমন করবেন, যার নাম আহমদ।"[১৬১]

পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবসমূহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিল। কিতাবীগণ প্রতিটি যুগে নিজ নিজ কিতাবসমূহে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের বিরাট প্রচেষ্টা এতদুদ্দেশ্যে অব্যাহত থাকে যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা তাদের কিতাবাদিতে নামে মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাওরাত ও ইঞ্জিল ইত্যাদি তাদেরই হাতে ছিলো। এ কারণে উক্ত অপকর্মটি তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিলনা। কিন্তু হাজারো পরিবর্তন করার পরও বর্তমান যুগের বাইবেলেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কিছু না কিছু বিবরণ অবশিষ্ট থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি' লাহোর (British & Foreigh Bible Society, Lahore) কর্তৃক ১৯৩১ সালে মুদ্রিত বাইবেলের মধ্যে 'ইউহ্না' এর ইঞ্জিলের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬শ আয়াতে রয়েছে, 'এবং আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো। তখন তিনি তোমাদেরকে অপর এক সাহায্যকারী দান করবেন যিনি চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবেন।'

এখানে 'সাহায্যকারী' শব্দের উপর পাদটীকা দেয়া হয়েছে। তাতে সেটার অর্থ 'ব্যবস্থাপন' কিংবা 'সুপারিশ্কারী' লিখা হয়েছে। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের পর এমন আগমনকারী যিনি সুপারিশকারী হবেন এবং

[১৬১]. কুরআনুল করিম : সূরা সাফ, আয়াত : ৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিরদিন থাকবেন অর্থাৎ যাঁর দ্বীন কখনো রহিত হবেনা, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কে হতে পারেন? অতঃপর ২৯ ও ৩০তম আয়াতদ্বয়ে রয়েছে, 'এবং যখন আমি তোমাদেরকে তিনি আসার পূর্বেই বলে দিয়েছি। যাতে তিনি যখন আবির্ভূত হবেন তখন তোমরা বিশ্বাস করো। এরপর আমি তোমাদের সাথে বেশী কথাবার্তা বলবো না। কেননা, 'দুনিয়ার সরদার' আবির্ভূত হচ্ছেন। আর আমার মধ্যে তাঁর (গুণাবলীর) কিছুই নেই।'

কেমনই সুস্পষ্ট সুসংবাদ! হযরত মসীহ ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের জন্য কেমনই অপেক্ষাকারী করে দিয়েছেন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। 'দুনিয়ার সরদার' হচ্ছেন 'বিশ্বকুল সরদার' (সৈয়্যাদে আলম) এরই হুবহু অনুবাদ। আর এ কথা বলা যে, 'আমার মধ্যে তাঁর কিছুই নেই' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বকে প্রকাশ করারই নামান্তর এবং তাঁরই সামনে নিজের পূর্ণ আদব ও বিনয় প্রকাশ করা।

অতঃপর উক্ত কিতাবের ১৬শ অধ্যায়ের সপ্তম আয়াতে রয়েছে, 'কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। কেননা, যদি আমি না যাই, তবে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু যদি চলে যায়, তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো।' এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদের সাথে সাথে এ কথারও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শেষ নবী'। তাঁর আবির্ভাব তখনই হবে, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও তাশরীফ নিয়ে যাবেন।

এরই ১৩শ আয়াত হচ্ছে, 'কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ 'সত্যতার প্রাণ' আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্যতার রাস্তা দেখাবেন। এ কারণে যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে কিছুই বলবেন না। তবে তিনি যা (ওহী) শুনবেন, তাই বলবেন, আর তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংবাদ দেবেন।'

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ঘটলে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণতা বিধান হয়ে যাবে। আর তিনি 'সত্যের পথ' অর্থাৎ 'সত্য দ্বীন'কে পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর এ বাক্য যে, 'তিনি নিজ তরফ থেকে কিছুই বলবেন না, যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন', তা হচ্ছে বিশেষ করে-

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতেরই অনুবাদ। আর এ বাক্য 'তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবরাদি দেবেন' এর মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, সেই নবী আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানসমূহের শিক্ষা দেবেন। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে, 'তিনি তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দেন যা তোমরা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না।' এবং তিনি অদৃশ্য সংবাদ দানে কার্পন্য করেন না।[১৬২]

এভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের গুণ বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ যুগে হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ্ কীরনভী মুহাজেরে মক্কী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর গ্রন্থ 'এযহারুল হক' এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে- বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জিন যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

কুরআনেও আপনার প্রশংসা বিদ্যমান

মূলত পবিত্র কুরআনকে যদি ঈমান ও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা হয় তবে দেখা যাবে, কুরআন শুরু হতে শেষ পর্যন্ত শুধু হুযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারিফ এবং গুণাবলীকেই ধারণ করেছে। সাহাব-ই কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এক সময় মু'মিন জননী হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা'র নিকট রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, তোমরা কি কুরআন পড় না? 'খুলুকুহুল কুরআন' আল্-কুরআনই তাঁর জীবন চরিত।[১৬৩] বস্তুত প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বসহ তাঁর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও ইংগিত পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে বিদ্যমান। তাই ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে বলেছেন- 'হে রাসূল! কুরআনেও আপনার প্রশংসা বিদ্যমান।' অদ্বিতীয় আরেফ বিল্লাহ হযরত শামসে তাবরীজ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন-

---

[১৬২]. আল্লামা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, (বাংলা অনুদিত),পৃষ্ঠা : ৩১৩ (সূরা আরাফের ১৫৭ আয়াতের পার্শ্ব টীকা দ্রষ্টব্য), চট্টগ্রাম।

[১৬৩]. আবূ ঈসা তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২,৩।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'আয্ হামা কুরআন আ'যদ বু'য়ে তাওসীফে নবী
হক্ হামী গুয়দ সানায়ত নূরুন নুরুল্লাহ তুঈ।'[১৬৪]

'হে রাসূল! সমস্ত কুরআন আপনার প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমন কি আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজের নূর বলে আখ্যায়িত করেছেন।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন তা জানতে হলে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'শানে হাবীবুর রহমান' গ্রন্থখানা পাঠ করুন এবং নিজের ঈমান সতেজ করুন।

(৪০)

مَـاذَا يَقُـوْلُ الْمَـادِحُوْنَ وَمَـا عَـسي   اَنْ يَّجْمَـعَ الْكُتَّـابُ مِــنْ مَعْنَـاكَ

অনুবাদ ঃ প্রশংসাকারীগণ আপনার কী প্রশংসা করবে ? লেখকরাই বা আপনার গুণগান কতটুকু লিখতে পারবে?

(৪১)

وَاللهِ لَـوْ اَنَّ الْبِحَـارَ مِـدَادُهُمْ   وَالـشُّعَبُ اَقْـلَامٌ جُعِلْـنَ لِـذَاكَ

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্র শপথ, সকল সমুদ্রও যদি কালিতে পরিণত হয়, আর গাছের ডালগুলোকে যদি কলম বানানো হয়।

(৪২)

لَمْ يَقْـدِرِ الـثَّقْلَانِ يَجْمَـعُ قَـدْرَهُ   اَبَـدًا وَّمَـا اسْـتَطَاعُوْا لَـهُ اِدْرَاكَ

অনুবাদ ঃ তবুও জ্বিন-ইনসান তাঁর মহিমা লিখে শেষ করতে পারবে না। তাঁর মর্যাদার সঠিক উপলব্ধিও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এতে কোন সন্দেহ্ নেই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এসব পঙ্ক্তিতে এমন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন- যাতে প্রত্যেক বিশুদ্ধ আকীদাধারী মুসলমানের ঈমান রয়েছে। এদতসত্ত্বেও বর্তমানে আমাদেরকে এমন সব লোকের মুখামুখি হতে হয়, যারা আল্লাহর প্রিয় হাবীব হুযূর সাহেবে লাওলাক্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মহান মর্যাদাকে সদা খাটো করতে লিপ্ত। ফলে তারা 'হানাফী' দাবী করেও ইমাম আবূ হানাফীর আকীদাহ্ হতে যোজন দূরে অবস্থান করে গোমরাহীর অতল গহবরে পতিত হয়েছে।

১৬৪ .মাওলুদে দিল পসন্দ : পৃষ্ঠা : ২৫, ইসলামিয়অ লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইমাম আযমের আকীদা কেমন ছিল তা একটু গভীর ধ্যানে পড়ে দেখুন। তিনি বলেছেন- বিশ্ব জগতের সকল মানব-দানব, ফিরিশতা সবাইকে যদি একত্রিক করা হয়, সমস্ত সমুদ্রের পানিকে কালি বানানো হয়, পৃথিবীর সকল গাছ-পালাকে কলম করা হয় আর সবাই মিলে যদি সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির লয় পর্যন্ত সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান ও উচ্চ মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাঁর মর্যাদার এক বিন্দু পরিমাণও তো শেষ করতে পারবে না। এমন কি তাঁর মহান মর্যাদা ও মহত্ত্বের সঠিক উপলব্ধিও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা-

کہ رسیدی نرسید ہیچ نبی

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্তরে পৌঁছেছেন সেখানে কোন ওলী বা নবী পৌঁছতে পারে নি। এ জন্য আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথভাবে কেউ চিনতে ও জানতে পারিনি।

'লা-য়ূমকিনুস সানাউ কামা কানা হাক্কাহু,
বা'দ আয খোদা বুযর্গ তুঈ কিস্‌সা মুখতাসার।'

'তোমার যথাযথা প্রশংসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, সংক্ষেপে এটুকুই বলি, আল্লাহ্র পরেই তোমার স্থান।'

(৪৩)

بِـكَ لِيْ قُلَيْـبٌ مُغْـرَمٌ يَاسَـيِّدِيْ   وَحُـشَاشَةٌ مَحْـشُوَّةٌ بِهَـوَاكَ

অনুবাদ ঃ হে আমার সরদার! আমার হৃদয় আপনারই আসক্ত। আমার প্রাণ শুধু আপনারই ভালবাসায় পরিপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এ কাসীদা হতে পরবর্তী কাসীদাগুলোতে ইমাম আযম আবূ হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে স্বীয় আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়েছেন। এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও তাঁর দয়া-অনুকম্পনা কামনা করেছেন।

বিশেষত এ কাসীদায় ইমাম আযম প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে নিজের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেকে প্রিয় রাসূলের প্রতি লয় করে দিয়েছেন। যেন তাঁর শিরা-উপশিরা ও প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে প্রিয় রাসূলের ইশ্‌ক ও মহব্বত প্রবহমান। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যার ভালবাসা ও প্রেম এতো গভীরে প্রোথিত তবে সুন্নাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর আসক্তি কতটুকু তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'আহ্লে রায়' বলে অভিহিত করেন- এ পঙ্‌ক্তিতে তাদের উত্তর রয়েছে বলে মনে করি। মূলত ইমাম আযম 'সুন্নাতে রাসূল'কে কুরআনের পরে স্থান দিতেন। যেকোন শরঈ আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে কুরআন, তারপর 'সুন্নাহ্'কে প্রাধান্য দিতেন। কারণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সুন্নাহর প্রতি ইমাম আযমের ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক। যা হতে তিনি কখনো একবিন্দু সরেন নি।

(৪৪)

فَاذَا سَكَتُّ فَفِيْكَ صَمْتِيْ كُلُّهُ وَاِذَا نَطَقْتُ فَمَادِحًا عُلْيَاكَ

অনুবাদ ঃ আমি যখন চুপ থাকি, তখন আপনার কথাই চিন্তা করি। আবার যখন কথা বলি, তখন আপনারই প্রশংসা করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাবরানী ও হাকিম হযরত ইবনে মাসউস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। হুযূর সরওয়ারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلنَّظْرُ اِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ.

'হযরত আলী মুরতাজার প্রতি তাকানো ইবাদত।'[১৬৫]

যখন হযরত শের-ই খোদা মুশকিল কোশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর চেহারার প্রতি তাকানো ইবাদত, তবে ঐ মহান সত্তা যার কারণে সমস্ত সৃষ্টি জগত সৃজিত, সর্বদা তাঁর ধ্যানমগ্ন থাকাটা সর্বোত্তম ইবাদত হবে না কেন? তাই ইমাম আযম আপন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে সর্বদা বিভোর থাকেন আর নিশ্চুপকালে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধ্যানমগ্ন থাকেন এবং কোন আলোচনা করলেই শুধু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণগান ছাড়া কিছুই আলোচনা করেন না।

যারা 'হানাফী' দাবী করেন, তাদের জন্য ইমাম আযমের 'তাকলীদ' বা অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু এযুগের অনেক 'হানাফী' এমনও পাওয়া যাবে যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমাম আযম রাদিআল্লাহু

[১৬৫]. শরহে কাসীদাতুন নু'মান, পৃষ্ঠা : ১০৬

www.AmarIslam.com

তা'আলা আনহুর এ আসক্তি দেখে বলবে যে, (নাউযুবিল্লাহ!) তিনি তো আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে বিভোর থাকেন।' অথচ তাদের এ ধারণা নিতান্তই ভুল। তারা জানে না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ আল্লাহরই স্মরণ। কেননা পবিত্র কুরআনে রাসূলের আনুগত্য করাকে আল্লাহর আনুগত্য, বদর যুদ্ধে রাসূলের পাথর নিক্ষেপকে আল্লাহর পাথর নিক্ষেপ, হুদাইবিয়ায় রাসূলের হাতে বায়আত করা আল্লাহর কুদরতি হতে বায়আত করা আর রাসূলের নাফরমানি করাকে আল্লাহর নাফরমানি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কাযী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শিফা শরীফ' গ্রন্থে হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা-বাপ আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আপনার মার্যাদা মহান রবের দরবারে এমন স্তরে পৌছেছে যে, তিনি আপনার আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

'আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে বৃদ্ধি করেছি।' মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শিফার মধ্যে লিখেছেন যে, 'এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণকে বৃদ্ধি করার অর্থ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণকে নিজের স্মরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেমনটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য বলা হয়েছে- এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তর।'[১৬৬]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মানকে এমন করে সুউচ্চ করেছেন যে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম, সেখানে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামও বিদ্যমান। কালেমা, আযান, নামায, তাশাহুদ ও খুৎবা ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁর নাম মোবারকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষায়-

فرش والا تیرے شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

'মর্তবাসী আপনার শান-শওকতের আর কি বা জানবে, মহান আরশের উপর আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদার ঝাণ্ডা উড়ছে।'[১৬৭]

[১৬৬]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১০৯
[১৬৭]. ইমাম আহ্‌মদ রেযা : হাদায়িক-ই বখশিশ, পৃষ্ঠা : ২, রেযা একাডেমী, বোম্বাই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪৫)

وَاِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلاً طَيِّبًا وَاِذَا نَظَرْتُ فَمَا اَرَي اِلاَّكَ

অনুবাদ ঃ যখন কিছু শুনি, তখন আপনারই কোন উত্তম বাণী শুনি। যখন কিছু দেখি, তখন শুধু আপনাকেই দেখি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী প্রেমে উৎসর্গপ্রাণ ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যচ্ছটায় বিভোর হযরত ইমাম আযম আবু হানিফ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এ পঙ্‌ক্তিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হাজির নাজির' জেনে আরয করছেন যে, হে আমার আক্বা-মাওলা! যে দিকে আমি দৃষ্টি দৌঁড়িয়ে দেখি, আপনার পবিত্র চেহারার সৌন্দর্যচ্ছটায় দেখতে পাই, আর আমার কর্ণ আপনার পবিত্র বাণী ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾

"যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকে আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে।"

তাফসীরকারকগণ এখানে وجه الله (আল্লাহর দৃষ্টি) এর বিভিন্ন অর্থ লিখেছেন। যেমন, রহমত, সন্তুষ্টি, সত্তা, মনোনিবেশ, আর চেহারা। আর যদি 'চেহারা' নেয়া হয় তবে وجه الله (আল্লাহর দৃষ্টি) দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর সত্তা তো শরীর থেকে পূত পবিত্র। অধিকন্তু হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ رَأَنِيْ فَقَدْ رَأَ الْحَقَّ.

'যে আমাকে দেখেছে, প্রকৃতার্থে সে আল্লাহর সত্তাকে দেখেছে।'

কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর প্রকাশস্থল। ইমাম আযম 'ফানাফির রাসূল' এর মর্যাদায় যে উন্নীত হয়েছেন- যা কামালিয়াতের সর্ব্বোচ্চ স্তর- তা কাসীদার এ লাইন দ্বারা বুঝা যায়।

(৪৬)

يَا مَا لِكِيْ كُنْ شَافِعِيْ فِيْ فَاقَتِيْ اِنِّيْ فَقِيْرٌ فِي الْوَرَي لِغِنَاكَ

অনুবাদ ঃ হে আমার মালিক! আমার প্রয়োজনকালে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন। পৃথিবীতে আমি আপনার ঐশ্বর্যের সবচেয়ে বড় মুখাপেক্ষী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সুবহানাল্লাহ্ ! হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা রদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সায়্যিদুন সাক্বালায়ন, মালিক-ই কাওনাইন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের 'মালিক' বলে সম্বোধন করে তাঁর আলীশান দরবারে কড়জোরে আবেদন করছেন যে, হে আমার মালিক, অসহায়ত্ব ও দুঃখের সময় আমাকে উদ্ধার করুন এবং কিয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত করুন! এতে সন্দেহ নেই যে, সমস্ত সৃষ্টি জগত তাঁরই বদ্যানতা ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমি আবূ হানীফা আপনার দয়ার সবচেয়ে বড় মুখাপেক্ষী।

আল্লাহর প্রিয়জনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অস্বীকারকারীরা বিশেষত আল্লাহ্‌র ওলীদের প্রতি আস্থাশীল ও তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থীদের প্রতি শিরক ও কুফরীর ফতোয়া দিয়ে থাকে। আল্লাহর পানাহ্ ! হযরত ইমাম আযমও তাদের ওই ফতোয়ায় পড়বে। কারণ এ সব বাতিলপন্থীদের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের এ কাসীদা সরাসরি শিরকের আওতায় পড়ে। দেখুন এখানে ইমাম আযম আল্লাহ্ তা'আলার নাম পর্যন্ত নেয়নি বরং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে নিজের মালিক, সুপারিশকারী, অভাব পূরণকারী ইত্যাদি মেনে নিয়ে নিজের অভাব অভিযোগ তাঁর দরবারে পেশ করেছেন।

আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 'মালিক' হবেন না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর অনুগ্রহদানে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহকাল, পরকাল, আকাশ-জমিন, জান্নাত, দোযখসহ সমগ্র সৃষ্টিকুলের মালিক করেছেন। এমন কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের নির্দেশাবলীর মালিক ও আল্লাহর নিয়ামাতসমূহেরও মালিক। মোট কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জাহানের শাহেন শাহ্, মালিক ও মাওলা। কবির ভাষায়-

'খালেকে কুল নে আপ কো মালেকে কুল বানা দিয়া
দু'নো জাহাঁ হ্যায় আপকে ক্বাব্‌যা ও ইখতিয়ার মে'

অর্থাৎ :

সকলের স্রষ্টা সকলের মালিক করিয়াছে তোমায়,
দু'জাহান রহিয়াছে তোমার অধিকারে ও আওতায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যে, হিন্দু নহে, খৃস্টান নহে এবং কোন কাফের নহে বরং একশ্রেণীর নামধারী মুসলমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'জাহানের মালিক বললে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কথায় বলে, 'দানশীল দান করে কৃপণ জ্বলে পুড়ে মরে।' তাই এখানে পবিত্র কুরআন-হাদিস ও সর্বজনমান্য ওলামায়ে উম্মতের উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণ করতে চাই যে, আল্লাহ্

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় হাবীবকে উভয় জগতের মালিক ও শাহেনশাহ করেছেন।

১. 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে (মু'মিদেরকে) সম্পদশালী করেছেন, এটাইতো তাদেরকে (কাফিরদেরকে) ব্যথিত করেছে। (১০ম পারা ১৫রুকু)

এ আয়াত হতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষকে সম্পদশালী করেন। যে নিজে ধন-সম্পদের মালিক সেই তো অপরকে সম্পদশালী করতে পারে।

২. এটা কতই ভাল ছিল যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলতো আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা আল্লাহ্র প্রতি আসক্ত।

এ আয়াতে দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দান করেছেন এবং ভবিষ্যতেও দান করবেন। দানের সামগ্রী যার নিকট আছে তিনিই তো দান করতে পারেন। আর নবী করিম তাই তো দান করে থাকেন, যা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেন। কারণ, এ আয়াতের মধ্যে 'দান করা' একটি ক্রিয়াই আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের প্রতি আরোপিত হয়েছে। আল্লাহ্ সব কিছু দান করেন এবং রাসূল পাকও সব কিছু দান করে থাকেন।

৩. 'হে রাসূল! আমি আপনাকে 'কাউসার' দান করেছি।' (সূরা কাউসার-১)

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কাউসার' দান করার কথা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন। 'কাউসার' শব্দটি বিভিন্ন অর্থ বহন করে, হাউযে কাউসার, প্রচুর মঙ্গল, অধিক উম্মত, মকামে মাহ্মুদ, শাফায়াতে কুবরা, অসংখ্য মু'জিযা, দুনিয়ার ক্ষমতা, রাজ্য বিজয়, সমগ্র সৃষ্টির উপর মর্যাদা এবং সমগ্র বিশ্বজগত অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই। এ স্থলে এটার অর্থ যাই হোক না কেন, মোট কথা আল্লাহ্ পাক তাঁকে বহু কিছু দান করেছেন। তিনি তা গ্রহণ করেছেন। যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই তো মালিক হয়ে থাকেন। এ আয়াতের মধ্যে 'আ'তায়না' অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, দান করা ও গ্রহণ করা ইত্যাদি সমাধা হয়ে গেছে আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় তিনিই তো মালিক হয়ে থাকেন।

এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়তের বিধি-বিধান বা আহকামেরও মালিক করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. 'তিনি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের জন্য নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ হারাম করেন। (সূরা আরাফ- ১৫৭)

৫. তারা (কাফিরগণ) হারাম গণ্য করে না, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন।

এ দু'টি আয়াত হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেকোন কিছু হারাম করার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং তিনি শরীয়তের বিধি-নিষেধের মালিক। কুকুর, গাধা, বিড়াল ইত্যাদি খাওয়া হারাম- এ নির্দেশ কুরআনে পাকে নেই। হাদিসের দ্বারাই এ নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।

৬. 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় সম্পর্কে ফয়সালা করে দিলে কোন মু'মিন নর-নারীর সে বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ইখতিয়ার থাকবে না। (সূরা আহযাব- ২৬)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো এ যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম যায়িদ ইবনে হারিসা তাঁর দরবারে অবস্থান করতেন। নবী করিম যায়িদের বিবাহের পয়গাম যয়নাব বিনতে জাহাস এর নিকট পাঠালেন। যয়নাব ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের সম্মানিতা মহিলা। যায়িদ কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন না। এ কারণে যয়নাবের ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাস এতে সম্মত হলেন না। এমতাবস্থায় এ আয়াত বর্ণিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়। এটাতে এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির মালিক। তাঁর নির্দেশের মুকাবিলায় নিজ জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে কোন এখতিয়ার নেই। বিয়ে-শাদীর মধ্যে বিশেষত বালেগা নারীর সম্মতি ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে এটার একটিরও কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তার কারণ এ যে, সমস্ত নর-নারী হুযূরে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাস। মনিবের আধিকার আছে যে তিনি ইচ্ছা করলে যাকে যার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন।

৭. 'হে প্রিয় নবী! আপনি বলে দিন, হে আমার গোলামগণ! যারা অন্যায় আচরণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।' (সূরা যুমার, আয়াত- ৫৩)

সমগ্র বিশ্বের মুসলমানকে নিজের গোলাম বা সেবক বলে আহবান করবার অনুমতি এ আয়াতের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। মসনবী শরীফে মাওলানা রূমী বলেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'বান্দা খুদ খান্দ আহ্‌মদ দর রশাদ
জুমলা আলম আ বখাঁ কুল ইয়া ইবাদ'।

'সকলকে গোলাম বা সেবক সেই বলতে পারে, যে সকলের মনিব বা মালিক।'

তা'ছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইরশাদ করেছেন যে, 'আমি তো বন্টনকারী, আর আল্লাহ তা'আলা হলেন 'দাতা'।

এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ যখনই কাউকে কিছু দান করেন তা' হুযূরের বন্টনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এ হাদিসের মধ্যে দান ও হুযূরের বন্টন কোন শর্ত সাপেক্ষ নয়। সময়ের সীমারেখা, দানের স্বরূপ ও দান গ্রহীতার কোন গুণ কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। মোট কথা আল্লাহ্ যা দান করেন হুযূর তাই বন্টন করেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক কিছু দান করেন সুতরাং হুযূরও প্রত্যেক কিছু বন্টন করেন। প্রত্যেক কিছু সেই বন্টন করতে পারে যাকে প্রত্যেক জিনিসের মালিক করা হয়েছে। এটাই হুযূরের মালিকানা ও অধিকার।

ইমাম আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী 'আশিয়াতুল নু'মাত' গ্রন্থের '১ম খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠায় বলেন, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালতানাত ইহা অপেক্ষা ব্যাপক। ফিরিশতা, মানুষ, জ্বিন ও সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহর অনুগ্রহে হুযূরের ইচ্ছাধীন ও ইখ্‌তিয়ারভুক্ত।

'দালাইলুল খায়রাত' এর মধ্যে বর্ণিত দরূদ শরীফগুলো নির্ভরযোগ্য। সাধারণভাবে সকলের নিকটই সেইগুলি গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়। এ গ্রন্থে বৃহস্পতিবারের ওযীফা প্রসঙ্গে যে দরূদ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হলো এ যে, 'হে আল্লাহ্! হুযূরের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যাঁর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাঁর মধ্যস্থিত 'দাল' দ্বারা চিরস্থায়ী। 'হা' দ্বারা রহমত ও 'মীম' দ্বারা মালিকানা বুঝায়।

এমন কি দেওবন্দীদের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব 'আদিল্লায়ে কামেলা' কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে তিনি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্ব জগতের মালিক। জড়, অজড়, মানুষ-জীবজন্তু যাই হোক না কেন। এক কথায় তিনি মূলত মালিক, এ কারণেই তাঁর জন্য দেনমোহর ও স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করাও ওয়াজিব ছিলনা।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক। আরশ, ফরশ, লাওহ, কলম সবই আমার শাহেন-শাহের মালিকানাভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জাহানের মালিক এটার অর্থ এ নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছুরই মালিক নন, অথবা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি আল্লাহ্‌রই মতো মালিক, তাহলে বিশ্বজগতের সমপর্যায়ের দু'জন মালিক হয়ে পড়বে। বরং এখানে অর্থ হবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা প্রকৃত, অনাদি ও চিরস্থায়ী আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানা আল্লাহ্ প্রদত্ত ও অনিত্য। বাদশা সাম্রাজ্যের মালিক আর সাধারণ প্রজাগণ নিজ নিজ বাড়ী ঘরের মালিক। হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীর মালিক ছিলেন- এটার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছুর মালিক ছিলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত মালিক এবং আমরা অপ্রকৃত মালিক। আল্লাহর মালিকানা স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমাদের মালিকানা আল্লাহ প্রদত্ত।

তাই যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বজগতের 'মালিক' করেছেন, তবে তিনি আমার, আপনার ও ইমাম আযমের মালিক হবেন না কেন? তাইতো ইমাম আযম এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হে আমার মালিক' বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দিন। আমিন

(৪৭)

يَـا اَكْرَمَ الثَّقَلَـيْنَ يَـا كَنْزَ الْـوَرَي جُـدْ لِيْ بِجُـوْدِكَ وَ ارْضِنِيْ بِرِضَـاكَ

অনুবাদ ঃ হে জ্বীন ইনসানের সবচেয়ে সম্মানিত মহাপুরুষ! হে মাখলুকাতের ধনভাণ্ডার! আমাকে আপনার দানে ধন্য করুন। আপনার সন্তুষ্টি দিয়ে খুশি করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এ কাসীদায় ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইয়া আক্‌রামাস্ সাক্বালাইল' (হে জ্বীন ইনসানের সবচেয়ে সম্মানিত মহাপুরুষ) আর 'ইয়া কান্‌যাল ওয়ারা' (হে মাখলুকাতের ধনভান্ডার) অভিধায় সম্বোধন করেছেন। এবং প্রিয় নবীর সকাশে ভিক্ষা প্রার্থনা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করেছেন।

ইয়া আক্‌রামাস্ সাক্বলাইন

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সব দিক দিয়ো শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাইতো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমের সন্তানদের মধ্যে থেকে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে মনোনীত করেন এবং ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে থেকে বনী কিনানকে আর কিনানের সন্তানদের থেকে মনোনীত করেন কুরাইশদেরকে। আর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরাইশদের থেকে মনোনীত করেন বনী হাশিমকে। আর বনী হাশিম থেকে মনোনীত করেন আমাকে।[১৬৮]

হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু একবার রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপনীত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, বলত আমি কে? উপস্থিত সবাই বললো, আপনি তো আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বললেন, আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ্ আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। আল্লাহ্ সৃষ্টিজগত (মানুষ ও জ্বীন) সৃষ্টি করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠদের (মানুষের) অন্তর্গত করলেন। তাদের (মানুষের) আবার দু' শ্রেণীতে (আরব-অনাবর) বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠদের (আরবদের অন্তর্গত কুরাইশ গোত্রে) অন্তর্গত করলেন। অনন্তর তাদের (কুরাইশদের) বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের সেরা পরিবারে অন্তর্গত করলেন। সুতরাং আমি আভিজাত্য ও বংশগত কৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ।[১৬৯]

আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে নবী রাসূলদের স্থান সবার উর্ধ্বে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত নবী-রাসূলদের উপরও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴾تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴿

"এই রাসূলগণ তাঁদের মধ্যে আমি কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৭০]

আর সার্বিক দিক ও বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴾كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿

"তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মদী) শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব।"[১৭১]

---

১৬৮. মিশকাতুল মাসাবীহ্, অধ্যায় 'ফাযাইলু সায়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা : ৫১১

১৬৯. ইমাম তিরমিযী : জা'মে তিরমিযী, বি[illegible]ল মানাক্বিব, পৃষ্ঠা : ২০১, কুতুবখান রাশিদিয়া, দেওবন্দ

১৭০. আল-কুরআনুল : সূরা বাকারা, পারা [illegible] আয়াত [illegible]

১৭১. আল-কুরআনুল : সূরা আলে ইমরান, [illegible]ত : ১১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মত শ্রেষ্ঠ বলে উম্মতের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যসব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়ে পারে না। পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, অন্যান্য নবীদেরকে যে সব বিশেষ বিশেষ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি হুযূর আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা প্রদান করা হয়েছে। বরঞ্চ তাঁর চেয়েও অনেক বেশী মর্যাদা তাঁকে দান করা হয়েছে। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা সম্মানিত। কবির ভাষায়-

'আঁ ছেহ্ খুঁবা হামা দারন্দ তু তান্‌হা দারী'

'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সমস্ত নবীদের সম্মিলিত সৌন্দর্য ও গুণাবলীর আপনি একাই অধিকারী।'

দ্বিতীয় ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এখানে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। কারণ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে; অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক হকদার যে, তাঁদেরকেই সন্তুষ্ট করতো যদি তারা মু'মিন হতো।'[১৭২]

তাই রাসূল যেখানে সন্তুষ্ট, সেখানে আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট। তাইতো ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি নিয়ে খুশী থাকতে চেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যেকোন ভাল কাজে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি করার নিয়ত করা এবং তাঁকে তা দেখানো রিয়া বা শিরক কিছুই নয়। আর যদি কেউ নামায পড়ার সময় এ ধারণা রাখে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজী করবো। অর্থাৎ ইবাদত তো আল্লাহরই জন্য করবো, কিন্তু তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ দেয়ার কারণে। এবং এতে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি রয়েছে তবে খুবই উত্তম। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ দুই মহান সত্তাকেই সন্তুষ্টি করার আদেশ ঘোষিত হয়েছে।

'একদিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ মুসা আশায়ারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকের রাতে আমি তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনেছি। আল্লাহ্ তো তোমাকে হযারত দাউদ

---

১৭২. আল-কুরআনুল : সূরা তাওবাহ্, আয়াত : ৬২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহিস্ সালামের কণ্ঠস্বর দান করেছেন। হযরত আবূ মুসা আশয়ারী আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতাম আমার কুরআন তিলাওয়াত কুরআনওয়ালা স্বয়ং শুনছেন, তাহলে আমি আরো সুন্দরভাবে পড়তাম। সুবহানল্লাহ! নামায পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ্রই ইবাদত, কিন্তু আবূ মুসা আশয়ারী এই মৌল ইবাদতের মাঝেই প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করতে চান।[১৭৩]

তাই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক উম্মতের উচিত সদা সর্বদা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি কামনা করা। যে সব কাজ-কর্মে ও আচার-আচরণে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হন তা যথাযথ পালন করা আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন এমন আচরণ থেকে বেচে থাকা। কারণ তাঁর অসন্তুষ্টি কুফরীর নামান্তর। আল্লাহ বলেন, তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তার জন্য রয়েছে, জাহান্নামের আগুন, যেথায় সে স্থায়ী হবে। এটি চরম লাঞ্ছনা।[১৭৪]

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি দানে ধন্য করুন। আমীন!

(৪৮)

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَ لَمْ يَكُنْ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ

অনুবাদ ঃ আমি আপনার করুণার প্রত্যাশী। আপনি ছাড়া সারা জাহানে আবু হানীফার আর কেউ নেই।

(৪৯)

فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيْهِ عِنْدَ حِسَابِهِ فَلَقَدْ غَدَا مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكَ

অনুবাদ ঃ বড় আশা, হিসাবের কালে আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন। কারণ সেতো আপনারই রশি আকড়ে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে ইমাম আবূ হানীফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও অনুকম্পা প্রত্যাশা করেছেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নিজের একমাত্র সাহায্যকারী বলে উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত দিবসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৭৩]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, পৃষ্ঠা : ৯৭ (বাংলা সংস্করণ), চট্টগ্রাম

[১৭৪]. আল-কুরআনুল : সূরা তাওবা, আয়াত : ৬৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের দামান আকড়ে ধরতে পারে এ জন্য করজোড়ে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে প্রার্থনার হাত উত্তোলন করেছেন। ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি ইলম, আমল, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত মুজতাহিদদের ইমাম, উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল প্রদ্বীপ (সিরাজুল উম্মত), যিনি সকল ফকীহ আলিমদের জন্য গর্ব। এতো গুণ-গরিমা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আবেদন করছেন যে, এ অধম আবূ হানীফা আপনার দামনে আশ্রয় চাচ্ছি। যদিও তার জীবনের নেক আমলসমূহ তার পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু তার দৃঢ় আশা আছে যে, প্রতিদান দিবসে আপনি অবশ্যই তাকে সুপারিশ করবেন।

চিন্তার বিষয় যে, তিনি এতো বড়ো ইমাম হয়েও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের জন্য এতো করজোড় মিনতি করছেন এবং নিজের সৎকাজের দ্বারা মুক্তি পেতে দ্বিধা প্রকাশ করছেন, সেখানে আমাদের মতো নাকিস লোকেরা নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে মুক্তির আশা করা এবং রাসূলের শাফায়াতকে আস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কিয়ামত দিবসে মানুষ এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মূখীন হবে যে, মানুষ তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী থেকে পলায়ন করবে, কেউ কারো হবে না। এমনকি আল্লাহ্র সম্মানিত নবী-রসূলগণ পর্যন্ত নিজ নিজ মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যস্ত থাকবেন তখনই শাফিউল মুয্নাবীন হুযূর সৈয়্যাদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতই কাজে আসবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামত দিবসে আমি নবীদের ইমাম ও খতীব (অর্থাৎ তাঁদের পক্ষ হয়ে কথা বলবো) এবং তাঁদের শাফায়াতকারী, এতে কোন গর্ব নেই।[১৭৫]

বর্তমানে এমন তাওহিদের দাবীদার দেখা যায়, যারা নিজেদেরকে ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুসারী বলে দাবী করে কিন্তু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে মানতে নারাজ এবং তাঁর শাফায়াতকে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে ইমাম আযমের এসব উক্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আকীদাকে শুদ্ধ করা উচিত। দেখুন, ইমাম আযম কাসীদার এসব চরণে প্রিয় রাসূলের শাফায়াত তো কামনা করেছেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহায্যের পথ ধরেই মুক্তির পথন্বেষণ করেছেন। কারণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য

[১৭৫]. জামে তিরমিযী : আবওয়াবুল মানাকিব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করাটা আল্লাহ্ সাহায্য করার নামান্তর। দেখুন পবিত্র কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে আল্লাহ্র আনুগত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৭৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।[১৭৭] দুঃখের বিষয় কুরআনের এ রহস্য বাতিলপন্থীরা বুঝতে অক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে বুঝার তাওফিক দিন। আমিন!

(৫০)

فَلَأَنْتَ أَكْرَمُ شَافِعٍ وَّ مُشَفَّعٍ وَمَنِ النَّجِي بِجَاهِكَ نَالَ رِضَاكَ

অনুবাদ ঃ সবচেয়ে সফল সুপারিশকারী সেতো আপনিই। যে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে আপনার সন্তুষ্টি লাভ করেছে।

(৫১)

فَاجْعَلْ قِرَاكَ شَفَاعَةً لِيْ فِيْ غَدٍ فَعَسَي أُرِي فِي الْحَشْرِ تَحْتَ لِوَاكَ

অনুবাদ ঃ আপনার মেহমানদারিকে আমার জন্য আগামীকালের সুপারিশে পরিণত করুন। যাতে হাশরের দিন আমি অপার ঝাণ্ডাতলে শামিল হতে পারি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত কাসীদা দু'টিতে পুনরায় প্রিয় রাসূলের শাফায়াত কামনা করেছেন এবং 'লিওয়ায়ে হামদ' এর নীচে নিজের আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন। মূলত ইমাম আযম বারবার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের বর্ণনা করে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, শাফায়াত এক অনস্বীকার্য সত্য। যা সন্দেহের অনেক উর্ধ্বে আর শাফায়াতকে বিশ্বাস করা ইসলামের মৌলিক আক্বীদার একটি। তাই যারা শাফায়াতকে অস্বীকার করে তারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। কারণ বিশজনের অধিক সাহাবী, শত তাবেঈ, হাজার সংখ্যক মুহাদ্দিস 'শাফায়াত' সম্পর্কিত হাদিসের বর্ণনাকারী। হাদিসের প্রতিটি গ্রন্থতে শাফায়াতের হাদীসে ভরপুর। তাই শাফায়াত কি, শাফায়াত কাদের জন্য এ বিষয়ে নিম্নে কিছুটা আলোচনার প্রয়াস রাখি।

কিয়ামতের কঠিনতম দিনে সূর্য যখন প্রচন্ড তাপ বর্ষণ করবে, আর গুনাহগার মানুষের জন্য আশ্রয় নেয়ার মতো কোন ছায়া থাকবে না, তখন সর্বপ্রথম বিশ্ব-গৌরব, বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ও উপলক্ষ্য, আদম সন্তানের সরদার,

[১৭৬]. আল-কুরআনুল : সূরা নিসা, আয়াত : ৮০
[১৭৭]. আল-কুরআনুল : সূরা তাওবা, আয়াত : ৬৩

www.AmarIslam.com

খাতামুল আম্বিয়া ও বিশ্ব রহমত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাতে হামদের ঝাণ্ডা নিয়ে ও মাথা মোবারকে শাফায়াতের মুকুট পরিধান করে গুনাহ্গার লোকের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবেন। যাকে পরিভাষায় 'শাফায়াত' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

"(হে রাসূল!) অতিসত্ত্বর আপনার রব আপনাকে 'মাকামে মাহমূদ' প্রদান করবেন।"[১৭৮]

সহীহ্ বোখারী শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরয করা হলো, 'মাক্বামে মাহ্মূদ' কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, উহা (মাক্বামে মাহমুদ) হলো শাফায়াতের অধিকার ও মর্যাদা।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

'অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমনভাবে দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'[১৭৯]

আল্লামা দায়লমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাসনদুল ফিরদাউস' গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী রদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, হুযূর ইরশাদ করেন, 'যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সন্তুষ্ট করার ওয়াদা করেছেন, অতএব আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকলে আমি সন্তুষ্ট হব না।'[১৮০]

শাফায়াতে কুব্রার হাদিস্সমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, হাশরের দিনটা এতো দীর্ঘ হবে যা দুনিয়ার দিনের ন্যায় সহজে অতিবাহিত হবে না। সকলের মাথার উপর সূর্যকে রাখা হবে। শরীরের ঘাম জমিন শোষণ করে গলা পর্যন্ত উঠবে, জাহাজ চললে ভাসতে থাকবে, মানুষেরা সেখানে নিমজ্জিত হবে, ভয়ে ভয়ে প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত চলে আসবে। এ সংকটময় মুহূর্তে আদম সন্তানেরা শাফায়াতকারীর সন্ধানে বের হবে। হযরত আদম,

[১৭৮]. আল-কুরআনুল : সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯
[১৭৯]. আল-কুরআনুল : সূরা দ্বোহা, আয়াত : ৫
[১৮০]. ইমাম আহ্মদ রেযা : এসমাউল আরবাঈন ফী শাফায়াতি সায়্যিদিল মাহবুবীন' , রেযা একাডেমী, বোম্বাই, পৃষ্ঠা : ৮, ৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইব্রাহীম, হযরত মসীহ্ প্রমুখ নবীদের কাছে হাজির হয়ে শাফায়াতের আবেদন করলে তাঁরা বলবে আমাদের এ শাফায়াত করার মর্যাদা ও ক্ষমতা নেই। আমরা এ শাফায়াতের উপযুক্ত নয়। আমাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না। সর্বত্রে 'নফসী, নফসী' ধ্বনি শুনা যাবে। সর্বশেষে সকলে প্রিয় রাসূল হুযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের জন্য আবেদন পেশ করলে তিনি ইরশাদ করেবেন, 'আনা লাহা' আনা লাহা' আমিই হলাম শাফায়াতের জন্য, আমিই হলাম শাফায়াতের জন্য। তারপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে সিজদায় পতিত হবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন-

يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلْ تَسْمَعْ وَ سَلْ تُعْطَهْ وَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ.

'হে হাবীব! আপনি সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করুন এবং আরয করুন, যা ইচ্ছে চেয়ে নিন-প্রদান করা হবে আর শাফায়াত করুন- আপনার শাফায়াত কবূল করা হবে।'

এটাই হবে 'মাকামে মাহ্মূদ'। সেখানে সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা চলবে। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের আক্বা-মাওলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মর্যাদা হবে তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমতে কামিলা অনুযায়ী প্রিয় নবীর সম্মান ও মর্যাদাকে প্রকাশ করতে মানুষের অন্তরে এ উদ্রেক করে দেবেন যে, তারা যেন প্রথম অন্যান্য আম্বিয়া-ই কিরামের খিদমতে শাফায়াতের জন্য উপস্থিত হওয়ার পর বঞ্চিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়। যেন সকলে অবগত হয় যে, শাফায়াতে কুব্বরার ক্ষমতা ও মর্যাদা একমাত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বিশেষত্ব। অন্যান্যাদের এ শাফায়াত করার জন্য সামর্থ নেই।[১৮১]

ইমাম আহমদ সহীহ সূত্রে স্বীয় গ্রন্থ 'মাসনাদ'-এ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এবং ইমাম ইবনে মাজা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'সুনান' নামক গ্রন্থে হযরত আবূ মুসা আশয়ারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে দু'টি

[১৮১]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হলো আমার অর্ধেক উম্মতকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো এবং দ্বিতীয়টি হলো শাফায়াত। এ দু'টি হতে আমি শাফায়াতকে গ্রহণ করেছি। কেননা এটা আমার জন্য বেশী উপকারে আসবে। হে আমার উম্মতগণ! তোমরা এটা ধারণা করছো যে, আমার শাফায়াত শুধুমাত্র মু'মিন মুত্তাকি লোকদের জন্য? না, না, এটা ঠিক নয়। বরং উহা (শাফায়াত) প্রত্যেক গুনাহ্গার পাপী উম্মতের জন্য।[১৮২]

ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে তিরমিযী' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِيْ».

'আমার শাফায়াত আমার ঐসব উম্মতের জন্য যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।[১৮৩]

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার শাফায়াত আমার ইম্মতের গুনাহ্গার ব্যক্তিদের জন্য। তখন আমি (আবু দারদা) আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি তারা ব্যভিচার ও চুরি করে (অর্থাৎ কাবীরা গুনাহ্ করে) তবুও কি শাফায়াতের ভাগী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ! যদিও সে ব্যভিচার করে, যদিও সে চুরি করে (তবুও আমি রাসূল তাদের জন্য শাফায়াত করবো।)[১৮৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর একটি দোয়া অবশ্যই কবুল ও গ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আর সকল নবী তাঁদের প্রাপ্ত যে প্রতিশ্রুত বিশেষ দোয়াটি এ পার্থিব জগতে আল্লাহর কাছে চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার জন্য প্রতিশ্রুত সেই বিশেষ দোয়াটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতদের জন্য শাফায়াতের উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র

[১৮২]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১০
[১৮৩]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১০ (ইমাম তিরমিযী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর 'জামে' গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত)
[১৮৪]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে শিরিক না করে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে তারই জন্য কিয়ামতের দিন ইহার দ্বারা আমি শাফায়াত করবো।[১৮৫]

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজা তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে হযরত উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন আমি সকল নবীদের ইমাম এবং তাদের খতীব হবো। আর তাঁদের জন্য শাফায়াতকারী হবো- এতে আমার কোন গর্ব নেই।[১৮৬]

অতএব, যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও তাঁর মহান মর্যাদা ও সম্মানের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে তারা বাতিল ও ভ্রান্ত। তাদের ধোকা ও প্রতারণা থেকে দুরে থাকা একান্ত উচিত। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত নসীব করুন, আমিন।

(৫২)

صَلَّي عَلَيْكَ اللهُ يَا عَلَمَ الهُدي مَا حَنَّ مُشْتَاقٌ اِلي مَثْوَاكَ

অনুবাদ ঃ হে হিদায়েতের প্রতীক! আল্লাহ্ আপনাকে রহমত করুন, যতক্ষণ কোন আশিক আপনার ঠিকানার প্রত্যাশী থাকে।

(৫৩)

وَعَلي صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ جَمِيْعِهِمْ وَ التَّابِعِيْنَ وَكُلِّ مَنْ وَا لاَكَ

অনুবাদ ঃ আপনার সম্মানিত সঙ্গীগণ, তাঁদের অনুসারীবৃন্দ আর যারা আপনাকে ভালবেসেছেন সকলের প্রতি হাজারো দরূদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পরিশেষে ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে 'সালাত-সালাম' এর হাদিয়া পেশ করার মাধ্যমে কাসীদার ইতি টানেন। সালাত-সালাম তথা দরূদ শরীফের ফযীলত অত্যধিক- যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মু'মিদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

[১৮৫]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৩
[১৮৬]. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও যথাযথভাবে সালাম পাঠ কর।"[১৮৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে ঈমান, নামায, রোযা ও হজ্ব ইত্যাদি কোন বিধানের বেলায় এটা বলা হয়নি যে, এ কাজ আমি করি এবং আমার ফিরিশতারাও করে, অতএব হে মু'মিনগণ! তোমরাও তা কর। শুধুমাত্র দরূদ শরীফের হুকুম দিতে গিয়ে এ কথা বলা হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। কারণ, এমন কোন কাজ নেই, যা আল্লাহ্ও করেন আর বান্দারাও করে। আল্লাহ্র কাজ কখনো বান্দা করতে পারে না। আমাদের কাজগুলো হতে শানে ইলাহী পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। হ্যাঁ, যদি এমন কোন কাজ থাকে, যা আল্লাহ্ও করেন, ফিরিশতারাও করেন এবং মু'মিন মুসলমানদেরকেও করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে একমাত্র সরকারে দো'আলম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। যেমনিভাবে চাঁদের উপর সবার দৃষ্টি পড়ে ঠিক তেমনিভাবে মদীনার চাঁদের উপরও গোটা সৃষ্টি এমনকি মহান স্রষ্টারও দৃষ্টি আরোপিত। তাই দরূদ ও সালামের মাহ্ফিল করাকে যারা বিদ্আত বলে এবং দরূদ পড়তে নিষেধ করে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ যেমন কারো প্রশংসার মুখাপেক্ষী নয় বরং তিনি স্বয়ং 'মাহমূদ' প্রশংসিত, ঠিক তেমনি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা কেউ করুক বা না করুক তিনি কারো প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন, কারণ তিনিও 'মুহাম্মদ' বা প্রশংসিত। আল্লাহ্র প্রশংসার জন্য তাঁর মাহবূব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যথেষ্ট আর মাহবূবের প্রশংসার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। আমরা নগন্য বান্দারা তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশংসা করা, তাঁর সকাশে দরূদ-সালাম পেশ করা, তাঁর আহলে বায়আত এবং সাহাবীগণের জন্য দোয়া ও কল্যাণ কামনা করা মানে তাঁদের উসিলায় আমরা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের ভাগী হওয়া। সুতরাং দরূদ শরীফ মূলত দরবারে ইলাহীতে ভিক্ষা

[১৮৭]. আল-কুরআনুল : সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করার একটা কানুনই মাত্র।[১৮৮] তাই ইমাম আ'যম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূল, তাঁর আহলে বায়আত ও সাহাবীদের প্রতি দরূদ-সালাম পেশ করে নিজে রহমতের ভাগী হতে চেয়েছেন এবং কাসীদায় প্রিয় রাসূলের প্রতি যে সব আরজি পেশ করেছেন তা খোদার দরবারে কবূল হওয়ার উপযুক্ত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। হাদিস শরীফে আছে যে, 'দরূদ শরীফ' না পড়া পর্যন্ত বান্দার দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝামাঝি স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।[১৮৯] তাই তো ইমাম আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এ হাদিসের উপর আমল করে তাঁর কাসীদাকে দরূদ শরীফের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পাঠ করার তাওফীক দিন। আমীন। বিহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ'লীহি ওয়া আস্ হাবীহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[১৮৮]. মুফতি আহ্মদ ইয়ার খাঁন নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, (বাংলা) পৃষ্ঠা : ১৯৭-১৯৮

[১৮৯]. শায়খ ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ : মিশকাতুল মাসাবীহ, 'প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ৫২০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com